শ্রীযুক্ত হরিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

১। ব্রাহ্মণ ইতিহাস।

প্রত্যেক ব্র গ্রন্থ রাখা

অত... ।

এই গ্রন্থে পঞ্চগৌড়ীয় ও পঞ্চ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণগণের প্রাচীন ইতিহাস সহ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তশতী, মধ্যশ্রেণী ব্রাহ্মণ ও গ্রহাচার্য্যগণের সৃষ্টি তত্ত্ব হইতে তাহাদের গোত্র, প্রবর, গাঞি, কুলীন, ভঙ্গ, বংশজ, শ্রোত্রীয়, কাপ, মৌলিক মেল, পটী, করণ প্রভৃতির বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বংশের বংশ-তালিকাও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। শেষভাগে কৃষ্ণনগর, নলডাঙ্গা, কাশিমবাজার, ভাওয়াল, উত্তরপাড়া, উলা, রোয়াইল, স্থলবসন্তপুর, ভূকৈলাস, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, তালখড়ি, খড়দহ, রড়া, মেহেরপুর, আগরডাঙ্গা, গাঙ্গুটীয়া, পাইক-পাড়া, বাঘিয়া, বড়িষা, পুটিয়া, নাটোর, রামগোপালপুর, গৌরী-পুর, গোলকপুর, বাসাবাড়ী, হাটুরিয়া, ভারাঙ্গা, প্রভৃতি বহু স্থানের মহারাজা, রাজা ও জমিদারগণের ও অর্দ্ধকালী, সর্ব্ববিদ্যা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, ঈশাননাগর মথুরার ঠাকুর বংশের বংশ-তালিকা এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু মহোদয়গণের বংশ-লতা সুন্দর-ভাবে লিখিত হইয়াছে। ২য় সংস্করণ। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র।

শ্রীগোপাললাল চট্টোপাধ্যায়।

২৫নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বৈষ্ণব-ইতিহাস।

শ্রীশ্রীপদরত্নমালা, দীক্ষা-প্রণালী, ব্রাহ্মণ-ইতিহাস,

পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

৩য় সংস্করণ।

কলিকাতা।

৪৩৯ চৈতন্যাব্দ।
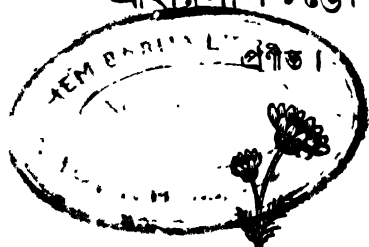
[মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

কলিকাতা,

২৫ নং শোভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৯ নং নিমুগোস্বামীর লেন, শঙ্কর-প্রেস

শ্রীঅমূল্যচরণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।
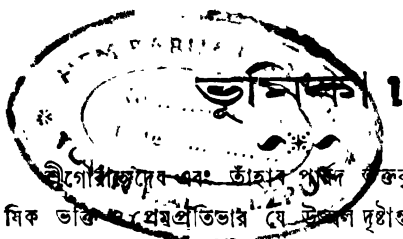
শ্রীগৌরাঙ্গদেব এবং তাঁহার পার্ষদ ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের অমানুষিক ভক্তি ও প্রেমপ্রতিভার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন, আজও তাহার ছায়া বঙ্গদেশে প্রতি গৃহে গৃহে প্রতিয়মান হইতেছে। কিন্তু যাঁহারা এই অতুলনীয় প্রেম ভক্তি বৈষ্ণবজগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের ঐতিহাসিক জীবনী সম্বন্ধে আমরা অতি সামান্যই জ্ঞান লাভ করিয়াছি। যাহাতে সেই প্রেম ভক্তি প্রচারকগণের জীবনী ও কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে সকলেই কিছু কিছু অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্যই এই বৈষ্ণব-ইতিহাসের অবতারণা। গ্রন্থখানিকে ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত করা ইইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে শ্রীগৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দ্বিতীর অধ্যায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দ, হরিদাস ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তৃতীয় অধ্যায়ে ছয় গোস্বামী, পার্ষদ ভক্তবৃন্দ ও বৃন্দাবনেব সংক্ষিপ্ত পরিচয়, চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চতত্ত্ব ও ব্রজলীলা এবং গৌরাঙ্গলীলার ব্যক্তিগতসংক্ষিপ্ত পরিচয়, পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ণব কবি ও গ্রন্থ পরিচয় ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈষ্ণব তীর্থ ও বৈষ্ণব পর্ব্ব বিবরণ উল্লেখ করা হইল। এই সকল অধ্যায়ে পৌরাণিক বিষয়েরও উল্লেখ আছে। গ্রন্থ প্রণয়নে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, হরিবংশ, ভক্তমাল, নারদসংহিতা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এক্ষণে গ্রন্থখানি সর্ব্বত্র সমাদৃত হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থ প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বুতনী গ্রাম নিবাসী নিত্যানন্দ বংশধর গৌরপ্রেমিক প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রলাল গোস্বামী মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারই আগ্রহাতিশয়ে গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইতেছিল। মানবচিত্ত সর্ব্বদাই

চঞ্চল। চিত্তচাঞ্চল্য হেতু ইঁহার স্বদেশ ত্যাগ ও শ্রীধাম নবদ্বীপ গমন উপলক্ষে গ্রন্থখানি শীঘ্র এবং সংক্ষেপে সমাপ্ত করা হইল।

১৩১২ সন কার্ত্তিক মাস। গ্রন্থকার।

নিবেদন।

বৈষ্ণব ইতিহাস ২য় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকের কলেবর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইল এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে কাগজের মূল্য ও মুদ্রাঙ্কণের ব্যয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় পুস্তকের মূল্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম। এক্ষণে গ্রন্থখানি পূর্ব্বের ন্যায় সাধারণের নিকট সমাদৃত হইলেই শ্রম সফল মনে করিব। উপসংহারে নিবেদন এই যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের যে যে স্থানে যে যে প্রভু-সন্তান, গোস্বামী-সন্তান, মোহন্ত পরিবারাদি বাস করিতেছেন তাহার সংবাদ জানাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে তাহা পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিব।

১৩২৭ সন ৪ঠা আষাঢ়। গ্রন্থকার।

নিবেদন।

বৈষ্ণব ইতিহাস ৩য় সংস্করণ মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে গৌর-ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে মহামন্ত্র নাম, মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, পদকর্ত্তা পরিচয় প্রভৃতি বহু নূতন বিষয় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল। এজন্য গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় মূল্য ১৲ একটাকা ধার্য্য করা হইল। পাঠকগণ গ্রন্থখানিকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সস্নেহ নয়নে দর্শন করিলেই শ্রম সফল মনে করিব।

পোঃ ও গ্রাম বুতনী,
জেলা ঢাকা।
২০শে আষাঢ় ১৩৩১ সাল।

বৈষ্ণব-অনুগ্রহপ্রার্থী—
শ্রীহরিলাল চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
নবদ্বীপ	১
জগন্নাথ মিশ্র,	৭
গৌরাঙ্গ-জন্ম, নাম	৯-১২
বাল্যাবস্থা,	১৩
বিশ্বরূপের সন্ন্যাস	১৪
উপনয়ন	১৫
পিতৃবিয়োগ,	১৫
শিক্ষা	১৬
সার্ব্বভৌম	১৬
রঘুনাথ শিরোমণি	১৭
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য,	১৭
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,	১৮
সাংসারিক অবস্থা, বিবাহ ও শোক সংবাদ	১৮
পুনর্ব্বিবাহ, গয়াযাত্রা ও ঈশ্বরপুরী সাক্ষাৎ, মন্ত্রগ্রহণ, ধর্ম্মভাব	১৯
অলৌকিক রূপধারণ, অবতার ও অবতারী, নাম	২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
কীর্ত্তন প্রচার	২২
জগাই মাধাই	২৪
চাপাল গোপাল,	২৫
দেশের অবস্থা	২৫
বঙ্গেশ্বরগণ	২৬
কৃষ্ণনগর রাজবংশ	২৭
কাজি, মহাসংকীর্ত্তন	২৯
ভক্তগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ	৩০
সন্ন্যাস	৩০
কেশ মুণ্ডন	৩৩
সাম্প্রদায়িক অবস্থা, শ্রীসম্প্রদায়, মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়,	৩৬
রুদ্র সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়	৩৭
সন্ন্যাসী	৩৯
তীর্থপর্য্যটন	৪১
বৃন্দাবন যাত্রা	৪৪
অন্তর্দ্ধান	৪৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মত	৪৮
বৈষ্ণব,	৪৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্তি	৫০
ভাব	৫৩
ভক্ত ও ভজন,	৫৫
মহামন্ত্র নাম	৫৬
শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব ইতিহাস	৬২
অবতার ও গৌর-অঙ্গ	৬৩
ব্রাহ্মণ সম্মান, বংশী ও দোহন ভাণ্ড	৬৮
বিষ্ণুপ্রিয়া-পরিবার	৭০

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিত্যানন্দ জন্ম,	৭১
গৃহ পরিত্যাগ	৭২
দেশ পর্য্যাটন ও তীর্থ ভ্রমণ	৭২
শুভ সন্মিলন	৭৩
নিত্যানন্দ, বিশ্বম্ভরধর	৭৪
ব্রহ্মবধিয়া, মাতালিয়া,	
নিত্যানন্দ স্বরূপ,	৭৪
অবধুত	৭৫
মৌরেশ্বরদেব	৭৬
জগাই মাধাই উদ্ধার	৭৭
মহাপ্রভু ও ষড়ভুজ, ধর্ম্মপ্রচার, ঐ	
বিবাহ, পুত্র কন্যা	৭৮
পরিকর	৭৯
উদ্ধারণ দত্ত	৭৯
গৌরীদাস, জগদীশ পণ্ডিত	৮০
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৮০
কানুরাম দাস	৮০
বৃন্দাবনদাস	৮১
বলরাম দাস, কিঙ্কর,	৮১ ৮২
অন্তর্ধান	৮২
বীরভদ্রী থাক	৮৩
নিত্যানন্দের পূর্ব্ব ইতিহাস	৮৫
হরিদাস ঠাকুর	৮৯
ধর্ম্মে বিঘ্ন, শুভ সম্মিলন,	
তিরোভাব, হরিদাসের পূর্ব্বইতিহাস	৯০
শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য জন্ম, বিদ্যা, বিবাহ	৯৩
অদ্বৈত বংশ	৯৪
পরিকর, তিলক, শ্রীপাট, তিরোভাব	৯৫
অদ্বৈতের পূর্ব্ব ইতিহাস	৯৬
ঈশান নাগর	৯৭

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ছয় গোস্বামী	৯৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
রূপ, সনাতন, শ্রীজীব	১০০
শ্রীনিবাস	১০২
বীর হাম্বীর ও মদনমোহন	১০৫
নরোত্তম ঠাকুর	১০৭
শ্যামানন্দ	১০৮
গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট	১০৯
রঘুনাথ গোস্বামী	১১০
গদাধর ও তৎ পরিচয়	১১১

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৃন্দাবন পরিচয়	১১৩
বৃন্দাবনের সপ্তবট,	
বৃন্দাবনের সপ্ত সরোবর	১২৭
বৃন্দাবনের সপ্তনদী,	১২৮
বৃন্দাবনের কূপ ও কুণ্ড,	১২৮
শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড	১২৯
বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন	১৩০

পঞ্চম অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চতত্ত্ব	১৩১
প্রধান পুরুষগণ	১৩২
প্রধানা রমণীগণ	১৩৩
অষ্টসখিগণ	১৩৪
নব মঞ্জরী	১৩৬
অষ্ট কবিরাজ	১৩৬
অন্যান্য ব্রজরমণী পরিচয়	১৩৭
ব্রজবালক পরিচয়	১৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব গ্রন্থ	
ঈশান নাগর, কর্ণপুর	১৪০
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কৃষ্ণদাস	
গোকুলানন্দ সেন,	১৪১
গোপাল দাস,	
গোপাল ভট্ট, গোবিন্দ	১৪২
ঘনশ্যাম	১৪৪
চণ্ডীদাস	ঐ
জগন্নাথ দাস	১৪৫
জগদানন্দ ঠাকুর	১৪৬
জয়দেব	১৪৬
দৈবকীনন্দন	১৪৮
নরহরি, নরোত্তম	ঐ
নাভাজী	১৪৯
প্রেমদাস	ঐ
প্রদ্যুম্ন মিশ্র, বলরাম,	
বল্লভ দাস	১৫০

বিষয়	পৃষ্ঠা
বংশীবদন, বিদ্যাপতি	১৫০
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী	১৫১
বিল্বমঙ্গল, বোপদেব	ঐ
বৃন্দাবন দাস	১৫২
মনোহর দাস	১৫২
মাধব মিশ্র, মালাধর বসু	ঐ
মুরারী গুপ্ত, যদুনন্দন	ঐ
রসিকানন্দ,	
রঘুনাথ গোস্বামী	
রামানন্দ রায়	১৫৪
রামচন্দ্র, রাধাবল্লভ,	
মামাই পণ্ডিত	১৫৫
রূপগোস্বামী, লোচন দাস	১৫৬
শচীনন্দন গোস্বামী	১৫৭
শশিশেখর, শ্যামানন্দ,	
শ্রীজীব গোস্বামী	ঐ
সনাতন গোস্বামী	১৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা	১৫৯

অষ্টম অধ্যায়।

বৈষ্ণব তীর্থ, পুরী বা	
জগন্নাথ ক্ষেত্র	১৭৫
জগন্নাথ মন্দির ও রথ	১৭৬
মথুরা	১৭৭
গিরিগোবর্দ্ধন	১৭৮
বৃন্দাবন	১৭৮
বদরিকাশ্রম	ঐ
দ্বারকা	১৭৮
প্রভাস তীর্থ	১৭৯

পরিশিষ্ট।

তিলক ধারণ	১৮০
বৈষ্ণব ব্রত পর্ব্বদিন	১৮২

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বৈষ্ণব-ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ স্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্‌॥"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাঁহার রূপ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ যাহার স্বরূপ, শ্রীমদদ্বৈত রূপে যিনি ভক্তাবতার, শুদ্ধভক্ত শ্রীবাস আদি রূপে যিনি ভক্তাখ্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীগদাধর আদি রূপে যিনি ভক্তশক্তি, সেই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।

অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ এই নয়টী ক্ষুদ্র দ্বীপ বেষ্টিত স্থান পূর্ব্বে নবদ্বীপ নামে অভিহিত হইত। বর্ত্তমান মায়াপুর প্রভৃতি স্থান অন্তর্দ্বীপের অন্তর্গত, বিল্বপুষ্করিণী শরডাঙ্গা বহিরগাছি কাসিয়াডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম সীমন্তদ্বীপের অন্তর্গত, গাদিগাছা প্রভৃতি গ্রাম

নবদ্বীপ।

গোদ্রুম দ্বীপের অন্তর্গত, শান্তিপুর, ভালুকা প্রভৃতি গ্রাম মধ্যদ্বীপের অন্তর্গত, সমুদ্রগড়, অম্বিকা, নাদনঘাট প্রভৃতি গ্রাম কোলদ্বীপের অন্তর্গত, বিদ্যানগর, রাহুতপুর প্রভৃতি গ্রাম ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত, জাননগর প্রভৃতি গ্রাম জহ্নুদ্বীপের অন্তর্গত, আধুনিক মামগাছি, একডালা প্রভৃতি গ্রাম মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত এবং পূর্ব্বস্থলী, চুপী, মেড়তলা প্রভৃতি গ্রাম রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল।

উল্লিখিত মতের সমর্থন জন্য বৈষ্ণব কবি নরহরি দাসের নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতির নিম্নলিখিত অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

> "নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
> নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥
> নয়দ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
> পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম॥"

কেহ কেহ বলেন এই স্থানটী প্রাচীনকালে গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী একটী চরভূমি ছিল। জলাঙ্গী (বর্ত্তমান খড়িয়া) নদী এই স্থানটীর চতুর্দ্দিক প্রবাহিতা ছিল। চরভূমি মানব বাসোপযোগী হইয়া ক্ষুদ্র পল্লীরূপে পরিণত হয়। গঙ্গা ও জলাঙ্গীর দ্বীপের উপর এই পল্লীটী সংস্থাপিত জন্য ঐ চরভূমি কালে নবদ্বীপ নাম ধারণ করে। নবদ্বীপের অন্য নাম নদীয়া।

এই নদীয়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে গঙ্গা ও জলাঙ্গীর মধ্যস্থিত চরে যখন জনসমাগম হইতে আরম্ভ

হয় সেই সময় একটী তান্ত্রিক ক্রিয়ান্বিত সন্ন্যাসী প্রতি রাত্রে নয়টী দীপ অর্থাৎ প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া তান্ত্রিক সাধনাদি কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। এজন্য দূরবর্ত্তী স্থান হইতে লোকে প্রথমতঃ উক্তস্থানটীকে "ন-দীয়ার চর" বলিতে আরম্ভ করিল, পরে ন-দীয়ার চর যখন মনুষ্য সমাগমে নবপল্লীতে পরিণত হইল তখন উক্তস্থান নদীয়া নামে অভিহিত হইতে লাগিল।

মহারাজ বল্লাল সেনের সময় নদীয়া রাজ্য অর্থ সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইত। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সময় বক্তিয়ার খিলিজী নবদ্বীপ জয় করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে বঙ্গদেশের রাজধানী স্থাপন করেন। চতুর্দ্দশ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গদেশ দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয়। সম্রাট গয়াসুদ্দিন বলবন সরস্বতী নদীর তীরস্থ সপ্তগ্রামকে বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগের রাজধানী মনোনিত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার ১৬০৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট জাহাঙ্গিরের এক ফরমান্ দ্বারা নদীয়া প্রভৃতি ১।২০ থানা পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। ভবানন্দপুত্র গোপাল দিল্লীর সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া শান্তিপুর ভালুকা প্রভৃতি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদবধি নদীয়া মুসলমান রাজ্যের সময়ও কৃষ্ণনগরের হিন্দুরাজগণের দ্বারা সুশাসিত হইত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় নদীয়া রাজ্যের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে ধুলিয়াপুর, উত্তরে পলাসী, পশ্চিমে ভাগীরথী দ্বারা ৮৪টী পরগণায় সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজাধিকারের প্রথম অবস্থায় নদীয়া রাজ্য বলিতে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগ বুঝাইত। কৃষ্ণনগর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, শান্তিপুর, চুয়াডাঙ্গা ও বনগ্রাম লইয়া প্রথম নদীয়া জেলা রূপে পরিগণিত হয়। পরে বনগ্রাম যশোহর জেলার

সহিত সংযুক্ত হওয়ায় নদীয়া জেলার কলেবর ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নদীয়া জেলার দক্ষিণে ২৪ পরগণা, পূর্ব্বে পাবনা ও যশোহর, উত্তরে রাজসাহী, পশ্চিমে বীরভূম, বর্দ্ধমান, হুগলী। মুর্শিদাবাদ জেলা নদীয়া জেলার উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। নবদ্বীপ ভাগিরথীর পূর্ব্বপারে। ছিল কথিত আছে ১২০৬ সনের প্রবল বন্যায় ভাগিরথীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় নবদ্বীপ ভাগিরথীব পশ্চিম পারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপে প্রতি বৎসর "ধুলট" নামক একটী কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়া থাকে। কথিত আছে প্রায় ৫০।৫৫ বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার মাববচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অর্থে ও উদ্যোগে এই উৎসবটী সংস্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মহাপ্রভুর বাড়ী, বড় আখড়া কলিকাতার আখড়া ও শ্রীবাস অঙ্গন প্রভৃতি স্থানে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়াগণ আসিয়া রসলীলা কীর্ত্তনে ব্রজলীলার রস বিতরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতার গোলদীঘির নিকট মাধববাবুব বাজার ইহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিত। উক্ত ধুলট উৎসব মাঘী শুক্ল একাদশী অর্থাৎ ভীম একাদশী হইতে আরম্ভ হইয়া মাঘী পূর্ণিমায় শেষ হইয়া থাকে।

শ্রীধাম নবদ্বীপে দশহরা গঙ্গা স্নানের উপলক্ষে বহুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

নবদ্বীপ ধামে পট পূর্ণিমার (কার্ত্তিকী পূর্ণিমা) মেলাও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান নবদ্বীপধামের দর্শনীয় বিষয় ও স্থান।

১। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার মন্দির। কথিত আছে কুলিয়া গ্রামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মহাপ্রভুর নিকট হইতে কাষ্ঠ পাদুকা

সেবার জন্য প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন এবং মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ মতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

২। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।

৩। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত প্রভু।

৪। পোড়ামাতা। বৃহদ্রথ নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ সন্ন্যাসী নবদ্বীপের এক প্রান্তদেশে ঘটস্থাপন করিয়া বাস করিতে ছিলেন, উক্ত সন্ন্যাসীর আগ্রহাতিশয়ে দেবী ভগবতী প্রতি দিন নবদ্বীপে দুইদণ্ডকাল পরিমিত সময় অবস্থান করিতে স্বীকৃতা হন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের পিতামহ নরহরি উক্ত সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী প্রবর ভ্রম বা স্নেহ বশতঃ নিজ সিদ্ধ মন্ত্র উক্ত ব্রাহ্মণকুমারকে প্রদান করেন, পর মুহূর্ত্তেই নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত ভাবে, নিজ স্থাপিত ঘটে দক্ষিণা কালিকাদেবীর পূজা করিতে, ব্রাহ্মণকুমার নরহরিকে আদেশ ও উপদেশ প্রদান করিয়া তথা হইতে স্থানান্তরে গমন করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌমের সময় উক্ত ঘট গ্রামের প্রান্ত স্থান হইতে গ্রামের মধ্য স্থানে বটবৃক্ষতলে স্থাপিত হয় এবং জন-সাধারণ ও পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। কিয়দ্দিবস পর বটবৃক্ষটী অগ্নিদগ্ধ হইলে উক্ত স্থান পোড়ামাতলা ও দেবী পোড়া মা বা বিদগ্ধ জননী নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

৫। সিদ্ধেশ্বরী।

৬। ভবতারণ ও ভবতারিণী।

৭। বুড়া শিব।

৮। আগমেশ্বরী মাতা।

৯। শ্রীবাস অঙ্গন।

শ্রীবাস অঙ্গন প্রথমে পুরাণ গঞ্জের দক্ষিণদিকে বাধি কলুর পাড়ায় ছিল। পরে তথা হইতে গঙ্গার চড়ায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের বাজারের উত্তর পূর্ব্বদিকে স্থানান্তরিত হয়।

পরে শ্রীবাস অঙ্গন নবদ্বীপের বাজারের দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সংস্থাপিত হইয়াছে।

১০। হরিসভা ও চতুষ্পাঠী। উক্ত সভা ও চতুষ্পাঠী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক প্রথমে সংস্থাপিত হইয়াছিল।

১১। গঙ্গার পরপারে মহাপ্রভুর জন্মস্থান মায়াপুর।

১২। বঙ্গ বিবুধ জননী সভা।

১৩। নবদ্বীপ সমাজ।

১৪। চাঁদ কাজীর কব্বর।

১৫। চরণ দাস বাবাজীর আশ্রম।

খ্রীঃ দশম শতাব্দীর শেষভাগে সামন্তসেন নামক কোন বীর-পুরুষ কর্ণাট প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়া ভাগীরথী তীরে একটী রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর পুত্র বিজয়সেন এবং পৌত্র বল্লালসেন এই রাজ্য বিস্তার করেন। বঙ্গদেশের অন্তর্গতঃ প্রেসিডেন্সি বিভাগের মধ্যে নদীয়া জেলার প্রধান নগর নবদ্বীপই সামন্তসেনের নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী হইল। এই সেনবংশীয় রাজগণ কখন এই নবদ্বীপে, কখন বঙ্গদেশের উত্তর পশ্চিমাংশে বর্ত্তমান মুরশিদাবাদের নিকট পণ্ড্র বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের সমৃদ্ধিশালী গৌড়নগরে, কখনও ঢাকা জেলার অন্তর্গতঃ রামপালে, কখনও বা উক্ত জেলার সুবর্ণগ্রামে বাস করিতেন।

বল্লালসেনের পুত্র অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেনের সময় ১১৯৮ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দিনের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি সপ্ত দশ জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অশ্ব বিক্রয় ছলে দিবা দ্বি-প্রহরে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতঃ নবদ্বীপ জয় করিয়া বঙ্গদেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমান রাজত্ব সংস্থাপন করেন। এই সময় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হলায়ুধ ও তাহার ভ্রাতা পশুপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন, এবং বটুদাস উক্ত মহারাজার সেনাপতি ছিলেন।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, ন্যায় সর্ব্বস্ব, স্মৃতি সর্ব্বস্ব ও মীমাংসা সর্ব্বস্ব প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার বাৎস্য গোত্রীয় ধনঞ্জয় পুত্র হলায়ুধ, হলায়ুধ ভ্রাতা শ্রাদ্ধাদি কৃত্য গ্রন্থের গ্রন্থকার পশুপতি, পবনদূত প্রণেতা ধোয়ী, রাজকবি জয়দেব ও উমাপতিধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গদেশে এইরূপে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপিত হইলেও হিন্দুরাজগণের প্রতিভায় বঙ্গের স্থানে স্থানে যে দেবভাষা সংস্কৃতের গৌরব ও আদর বৃদ্ধি হইয়াছিল, নবদ্বীপই তাহার আদর্শ স্থান। দেশের অবস্থা ও সময় অনুসারে নবদ্বীপ নিত্য নূতন কলেবর ধারণ করিলেও প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নগরটী সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।

শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণঢাক গ্রাম হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন মানসে জগন্নাথ মিশ্র নামক কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ইহারা বৈদিক শ্রেণীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ইহার পিতার নাম নীলকণ্ঠ মিশ্র। মাতার নাম শোভা দেবী। ইনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শচী ঠাকুরাণীর পাণিগ্রহণ

জগন্নাথ মিশ্র

করেন। কেহ কেহ বলেন উড়িষ্যা যাজপুর হইতে ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীহট্ট জেলায় বাস করেন। শচীদেবী শ্রীহট্ট জেলার জয়পুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জগন্নাথ মিশ্র শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পিতা বলিয়া জনসমাজে পুরন্দর মিশ্র, মিশ্রচন্দ্র, মিশ্রবর ইত্যাদি বহুনামে অভিহিত হন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবতের গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস তাহার গ্রন্থে এই সময়ের দেশের অবস্থা নিম্নলিখিত রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে॥
দম্ভকার বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥

* * * *

গীতা ভাগবত যে জনাতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখান নাই তাহার জিহ্বায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবস্থার বসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি নাহি কার বাসে॥
বাসুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥"

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন শান্তিপুরে শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য মহাশয় কলির জীবের দুরবস্থা দর্শন করিয়া প্রতিদিন গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা জীব-উদ্ধার হেতু ভগবানের অবতারের উপস্থিতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীনবদ্বীপ ধামে শচীঠাকুরাণীর ক্রমাগত ৮টী কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া বিনষ্ট হইল। পরে ৯ম গর্ভে ১টী পুত্র সন্তান হয়। এই পুত্রের নাম বিশ্বরূপ। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইহার ৭।৮ বৎসর বয়সের সময়ে জগন্নাথ মিশ্র স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে একবার জন্মভূমি দর্শনে শ্রীহট্টে দাক্ষিণঢাক গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। তৎপর ১৪০৬ শকে মাঘমাসে শচীঠাকুরাণীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার হয়। এই সময়ে নন্দনকাননের বিকশিত পারিজাত কুসুমের ন্যায় শচী দেবীর মুখশ্রী ও দেহকান্তি দিন দিন নূতন শোভায় শোভিত হইতে লাগিল; এই গর্ভাবস্থায় শচীদেবী ও জগন্নাথ মিশ্রের মাতা শোভাদেবী নানাপ্রকার অলৌকিক ঐশ্বরিক স্বপ্ন দর্শন করিতেন। শচীর এই গর্ভাবস্থার সময়, মাতার আদেশক্রমে, জগন্নাথ মিশ্র দশহারার গঙ্গাস্নান উপলক্ষে স্ত্রীপুত্র সহ শ্রীনবদ্বীপধামে প্রত্যাগমন করিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, দশম মাস উত্তীর্ণ হইল। কিন্তু সন্তান ভুমিষ্ঠ হইল না। ইহাতে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মনেই নানাপ্রকার চিন্তার বিষয় উপস্থিত হইল। এইরূপ চিন্তায় ত্রয়োদশ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল। পরে ১৪০৭ শকে, ইং ১৪৮৫ খ্রীঃ অব্দে চতুর্দ্দশ মাসে ফাল্গুনী দোলপূর্ণিমা তিথিতে রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া অস্তাচলচূড়ায় আরোহণ

শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম।

করিলে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, সিংহ লগ্নে, সিংহ রাশিতে, জীবের উদ্ধার হেতু হরিনাম বিতরণ করিবার নিমিত্ত, রাধার ভাব ধারণ করিয়া চন্দ্রগ্রহণের সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জন্ম গ্রহণ করিলেন। গ্রহণের সময় বলিয়া, শ্রীধাম নবদ্বীপের ভাগীরথী তীর কীর্ত্তন ও হরিধ্বনি শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ভবিষ্যৎ জীবন যে ভাবে অতিবাহিত হইবে তাহা যেন তাঁহার জন্মারম্ভ হইতেই গ্রহণ উপলক্ষ করিয়া অলক্ষিত ভাবে প্রকাশ পাইল।

"রাধা-ভাব, হরিভক্তি, জীবের নিস্তার,
এই তিন বাঞ্ছা পূরাইতে অবতার।"

সিদ্ধ পুরুষ পদকর্ত্তা জগদানন্দ ও বলরাম দাস নিম্নলিখিত সুললিত পদ দ্বারা শ্রীধাম নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

নিধুবনে দুহু জনে, চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশি শেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধু পাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গউর বরণ।
কিবা তার রূপ ঠাম, জিনি কত কোটী কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাবভূসা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈঞা।

অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া ॥
নব জলধর রূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে ॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে স্থিরপিত মন, না হইল কদাচন,
গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে ॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর ॥
শুনইতে রাই, বচন অধরামৃত,
বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাব প্রকাশিতে
ধনী অনুমতি ভেল জ্ঞান ॥
সুন্দরি যে কহিলে গৌর স্বরূপ।

কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা,
মোহে করবি হেন রূপ ॥ ধ্রু ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।

এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইয়া ওর ॥
ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে,
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেম গুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয়, প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥

ইহার অঙ্গের শোভা দর্শনে শচী দেবী ইহার নাম গৌরাঙ্গ রাখিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের গৃহধর্ম্মিণী সীতাঠাকুরাণী নিম্ব বৃক্ষের নীচে ইহাকে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া নিমাই নাম রাখিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অঙ্গের সুন্দর গৌরবর্ণ সন্দর্শন করিয়া প্রতিবাসীগণ ইহাকে গৌরহরি বলিয়া ডাকিতেন। ইনি জগতের ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া ইহার মাতামহ জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিদ্ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহাকে বিশ্বম্ভর নাম দেন। ইনি স্বয়ং কৃষ্ণাবতার এবং জীবকে চৈতন্য দান করিবেন বলিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের সময়, কেশব আচার্য্য বা ভারতী গোস্বামী ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আখ্যা প্রদান করেন। পরে পদকর্ত্তা ও পদকীর্ত্তনকারিগণ কর্ত্তৃক ইনি গোরাচাঁদ, শচীনন্দন, গৌরগোপাল ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নাম।

ক্রমে যেমন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের দেহকান্তিও তেমনই পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

বাল্যাবস্থা।

শ্রীগৌরাঙ্গ হাটিয়া বেড়াইতেন, তাহাতে পদযুগল হইতে যেন গলিত কাঞ্চন ক্ষরিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইত। জগন্নাথ মিশ্র ও শচীঠাকুরাণী দুইটী ভাইয়ের অনুপম মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দসাগরে ভাসিয়া যাইতেন। বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভব দুই ভাই পিতামাতার জীবনধারণেব ও জীবনের সুখশান্তির অবলম্বন স্বরূপ হইলেন।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা লোচনদাস নিম্নলিখিত পদ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন।

দেখ দেখ আসি, যত ন'দেবাসি,
আমার গৌরাঙ্গ চাঁদে।
প্রভাতে উঠিয়া, অঞ্চল ধরিয়া,
ননী দে বলিয়া কাঁদে॥
নহি গোয়ালিনী, কোথা পাব ননী,
একি বিষম হৈল মোরে।
শুনেছি পুরাণে, নন্দের ভবনে,
সেই সে আমার ঘরে॥
একি অদ্ভুত, অতি বিপরীত,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
আঙ্গিনায় দাঁড়াঞা, ত্রিভঙ্গ হইয়া,
মধুর মুরলী বায়॥

আর এক দিনে, খেলে শিশুগণে,
নয়নে গলয়ে লোর।
কহয়ে লোচনে, শচীর অঙ্গনে,
বাসনা পূরল মোর॥

ভগবানের এমনই নিয়ম যে, যেখানে মিলন, সেইখানেই বিয়োগ, যেখানে সুখ, সেইখানেই দুঃখ আসিয়া বসিয়া থাকে।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাস।

বিশ্বরূপ, বিশ্বম্ভর, জগন্নাথ মিশ্র ও শচী-ঠাকুরাণীর তাহাই ঘটিল! জগন্নাথ মিশ্র ও শচীঠাকুরাণীর আর অধিক দিন ঐ সুখভোগ ঘটিল না। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরও দীর্ঘ দিন ভ্রাতৃস্নেহ উপভোগ করিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ৭।৮ বৎসর বয়সের সময়েই বিশ্বরূপ ১৬ বৎসর বয়সের সময় সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। উপযুক্ত পিতা জগন্নাথ মিশ্রও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে ভগবন, বিশ্বরূপ বালক; ইহার যেন ধর্ম্ম নষ্ট না হয়।" অর্থাৎ পুনঃ যেন গৃহী হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম বিসর্জ্জন না দেয়। ইনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য নাম ধারণ করেন। বিশ্বরূপ ১৮ বৎসর বয়সের সময় পুনার নিকট পাণ্ডুপুর স্থানে অদর্শন বা অন্তর্দ্ধান হন। ইনিই শ্রীমন্নিত্যানন্দের শরীরে প্রবেশ করেন। কেহ কেহ বলেন, এই বিশ্বরূপই শ্রীমন্নিত্যানন্দকে তাঁহার পিতা-মাতার নিকট হইতে লইয়া আসিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী করেন।

বিশ্বরূপ লেখাপড়া শিক্ষালাভ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করায় পিতামাতার মনে দুঃখের সীমা রহিল না। তদবধি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরকে আর লেখাপড়া শিখিতে দিবেন না বলিয়া

মনে মনে সংকল্প করিলেন। কিন্তু মনে যাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায়, কার্য্যতঃ অনেক সময় তাহার পরিবর্ত্তন ঘটে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই দাঁড়াইল। শ্রীগৌরাঙ্গ বালচপলতায় লেখাপড়ায় কখন ঔদাস্য, কখনও বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতামাতার জ্যেষ্ঠপুত্র লেখা-পড়া শিক্ষালাভ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, প্রিয়তম পুত্রের বাক্যে আন্তরিক ইচ্ছা জন্মিল না। এদিকে প্রতিবাসীগণ ও বলিতে আরম্ভ করিল "তোমাদের ভাগ্য সুন্দর বলিয়া গৌরাঙ্গ সুন্দর নিজ ইচ্ছায় পড়িতে চায় আর তোমরা তাহাকে পড়িতে দাও না?" কেহ বা বলিলেন "পণ্ডিত হইলেই ঐরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকে।" এইরূপ নানা জনের নানাপ্রকার উত্তেজনায় জগন্নাথ মিশ্র, শ্রীগৌরাঙ্গের ৯ বৎসর বয়সের সময়ে যথারীতি যজ্ঞসূত্র ধারণ করাইয়া নিজেই পুত্রের কর্ণে গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান করিলেন। ইহার পর ইহাকে পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

উপনয়ন।

কিন্তু ভগবান তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দিলেন না। কিছু দিন যাইতে না যাইতেই উপনয়নের অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু কালস্বরূপ জ্বর রোগ আসিয়া জগন্নাথ মিশ্রকে আক্রমণ করিল। শ্রীগৌরাঙ্গের বয়স এই সময় ১০।১১ বৎসর। ইহার পাঠ্যাবস্থার প্রারম্ভেই এইরূপে জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ পূর্ব্বে ভ্রাতৃহীন, পরে পিতৃহীন হইয়া কেবলমাত্র স্নেহময়ী জননীকে লইয়া সংসারে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিলেন।

পিতৃবিয়োগ।

মাতা শচীদেবী পিতৃহীন বালককে লইয়া মুকুন্দ সঞ্জয়ের

বাড়ীতে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট লইয়া গেলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত বিশ্বরূপের সঙ্গে পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গকে দেখিয়াছিলেন।

শিক্ষা।

ইঁহাকে শিক্ষা দিতে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কোন আপত্তির কারণ রহিল না। তিনি বালককে যত্নের সহিত পড়াইতে লাগিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গও হৃষ্টমনে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এই ছাত্র-জীবনেই ইহার জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রতিভা সুন্দররূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইনি জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়া, নবদ্বীপে একজন প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। এই সময় শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত প্রভৃতি প্রধান ছাত্রগণ এই টোলে পাঠাভ্যাস করিতেন।

এই সময়ে নবদ্বীপ বিদ্যানগরের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র * বাসুদেব সার্ব্বভৌম নামক একজন পণ্ডিত মিথিলার পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায় শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত চারিখণ্ড "চিন্তামণি" শাস্ত্র সম্যকরূপে কণ্ঠস্থ করেন, তিনি কুসুমাঞ্জলীও কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য মিথিলায় প্রকাশ পাওয়ায় ন্যায়ের টীকা কণ্ঠস্থ করা বন্ধ হইলে অবশেষে শলাকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করতঃ নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ন্যায়ের টোল সংস্থাপন করেন। অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন বাসুদেব সার্ব্বভৌম "সার্ব্বভৌম নিরুক্ত" নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

---

* বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বংশের পুরুষোত্তম ঠাকুরের বংশধরগণ ঢাকা জেলার সুবা বাথুরা, ময়মনসিংহ জেলার দেউলী ইনামপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ছাত্রবৃন্দ তাঁহার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই রঘুনন্দন শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচর্য্য ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সহাধ্যায়ী ছিলেন।

ঈশান, তৎপুত্র বিদ্যামালী, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র রামচন্দ্র, তৎপুত্র গোবিন্দ। এই গোবিন্দের রঘুপতি ও রঘুনাথ নামে দুইটী পুত্র ছিল। ইহাদের মাতার নাম সীতাদেবী। রঘুনাথ শ্রীহট্টদেশে পঞ্চখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের পাঠ সমাধা অন্তে মিথিলার মহাপণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নার্থে তথায় গমন করেন এবং মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষালাভ করিয়া নবদ্বীপের সঙ্গতিসপন্ন গোয়ালা হরিঘোষের গোয়ালে ন্যায়ের টোল সংস্থাপন করেন। এই সময় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে উৎকলে ন্যায়শাস্ত্র প্রচার জন্য নবদ্বীপ হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। নবদ্বীপে রঘুনাথ শিরোমণিই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইহার একটী চক্ষুর অভাব হওয়ায় জনসমাজে ইনি কাণা শিরোমণি বা কাণভট্ট বলিয়াও অভিহিত হইতেন।

রঘুনাথ শিরোমণি।

বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যরূপে ও বর্ত্তমান স্মৃতি গ্রন্থের সংগ্রাহক বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান সময়ে উপনয়ন বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যাদি এই স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' নামক গ্রন্থের মতানুসারে হইয়া থাকে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।

কৃষ্ণানন্দ "তন্ত্রসার" নামক বৃহৎ গ্রন্থের সংগ্রাহক বলিয়া

কৃষ্ণানন্দ। আগমবাগীশ।

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য্য। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। কথিত আছে এই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই তান্ত্রিকমতে দেবী মূর্ত্তি সকলের সাকার পূজা প্রচলন করেন। বর্ত্তমানে যে শ্যামা পূজার পদ্ধতি আছে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশই তাহার প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র গোপাল "তন্ত্র দীপিকা" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার। ইহার তন্ত্র সর্ব্বত্র সমাদৃত।

শৈশবাবস্থায় পিতৃহীন হওয়াতে সময় সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সংসারে সাংসারিক অভাব উপস্থিত হইত। শচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আর্থিক অভাবের কথা জানাইলে তিনি মাঝে মাঝে ২।১ তোলা করিয়া সোণা আনিয়া শচীমাতার হাতে দিতেন। তাহাই বিক্রয় করিয়া শচীদেবী সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ এই সোণা কোথা হইতে আনিতেন, তাহা কেহ বলিতে পারিত না।

সাংসারিক অবস্থা।

যৌবনের প্রারম্ভে ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় ইনি বল্লভ ঠাকুরের কন্যা লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বনমালী ঠাকুর এই বিবাহের ঘটক ছিলেন। কিয়দ্দিনের পর শ্রীগৌরাঙ্গ নাম প্রচারের উদ্দেশ্য গোপন রাখিয়া, দেশ ভ্রমণ ছলে পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর অষ্টাদশ বৎসর মধ্যেই নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলেন, লক্ষ্মীপ্রিয়া সর্পদংশনে প্রাণ হারাইয়াছেন।

বিবাহ ও শোকসংবাদ।

লক্ষ্মীপ্রিয়া ইহধাম হইতে চলিয়া গেলে, শ্রীগৌরাঙ্গ বিংশতি বৎসরের মধ্যেই সনাতন ঠাকুরের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ

করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতার নাম মহামায়া। বিবাহের পর বর ও পাত্রী গৃহে প্রবেশ করিবার সময় বিষ্ণুপ্রিয়া পায়ে হুছট পাইয়াছিলেন। এই হুছট পাওয়া যে ভাবি কোন অমঙ্গলের কারণ, এরূপ ধারণা সন্ন্যাসের সময় পর্য্যন্ত তাঁহার মনে জাগরূক ছিল এবং সন্ন্যাসের সময়েও সেই কথা মনে করিয়া বিশেষ আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

পুনর্বিবাহ।

পিতৃহীন হইয়া পিতৃকার্য্য উপলক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গ গয়াধামে যাইতে পারেন নাই। তিনি শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া গয়াধামে গমন করিলেন। এই স্থানে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ হয় এবং ঈশ্বরপুরী এই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গকে গোপীজনবল্লভের দশাক্ষরী মন্ত্র প্রদান করেন।

গয়া যাত্রা ও ঈশ্বরপুরী সাক্ষাৎ। মন্ত্রগ্রহণ।

বিবাহের পূর্ব্বাবস্থা হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরূক হয়। [illegible] গদাধারী ও শ্রীবাস আদি ভক্তবৃন্দের সহিত কীর্ত্তনে দিনযামিনী অতিবাহিত করিতেন। ইতিপূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। পাছে শ্রীগৌরাঙ্গ সংসারের প্রতি অনাসক্ত হইয়া বিশ্বরূপের ন্যায় সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এই ভয়ে শচীদেবী বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া প্রাণ গৌরাঙ্গের জন্য সাময়িক অদর্শন জনিত মানসিক কষ্ট অনুভব করিলেও তাঁহাকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু মায়ের হৃদয়, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্র গৌরাঙ্গসুন্দরকে দূরে রাখিতেও ইচ্ছা হইত না। গৌরাঙ্গসুন্দরও বোধ হয় মায়ের মানসিক বেদনা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন, তজ্জন্য

ধর্ম্মভাব।

ভক্তের প্রাণ গৌরাঙ্গ অনেক দিন নিজ গৃহেই কীর্ত্তনাদি করিয়া কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন। গয়াধাম হইতে পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া গোপীজনবল্লভের দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণানন্তর নবদ্বীপ প্রত্যাগমন অবধি শ্রীগৌরাঙ্গের মনে ধর্ম্মভাব অধিকতররূপে বর্দ্ধিত হয়। তাই তিনি ভক্তগণ সঙ্গে অধিক সময়ই কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইতেন।

গৌরাঙ্গদেব বাল্যকাল হইতেই সময় সময় নানাপ্রকার অলৌকিক রূপ ধারণ করিয়া ও অমানুষিক কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া নিজ পরিবারবর্গ ও অপর ভক্তগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতেন। শ্রীবাসের মন্দিরে ব্যাস পূজার সময়, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গের গলদেশে মালা পরাইয়া দিবার সময় ইনি ষড়্ভুজ মহাপ্রভু মূর্ত্তি ধারণ করেন। অন্যান্য সময়েও ভক্তগণকে এই ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করেন। মুরারি গুপ্তের দেবগৃহে শ্রীবাসের মুখে গৌরাঙ্গদেব যজ্ঞবরাহ অবতারের শ্লোক শুনিয়া "আমি সেই" "আমি সেই" বলিয়া দেবাসনে উপবেশন পূর্ব্বক বরাহমূর্ত্তি ধারণ করেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যকে বিশ্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছিলেন।

অলৌকিক রূপ ধারণ।

এই সমস্ত নানা কারণে শ্রীনবদ্বীপবাসী অনেকের মনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয় এবং সেই সময় হইতেই তদ্ভক্ত সমাজে তিনি অবতার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন।

অবতার ও অবতারী।

মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

আসন বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগংতনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

১০ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিসা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম।
যজ্ঞৈ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

১১ স্কন্ধ শ্রীমদ্ভাগবত।

অজায়ধ্বমজায়ধ্বমজায়ধ্বং ন সংশয়।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ।

ভবিষ্য পুরাণ।

অহমেব দ্বিজ শ্রেষ্ঠ লীলাপ্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ।
ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকং রক্ষামি সর্ব্বদা॥

নৃসিংহ পুরাণ।

কলি ঘোর তমশ্ছন্নান সর্ব্বানাচার বর্জ্জিতান্।
শচীগর্ভে চ সম্ভূয় তারয়িষ্যামি নারদ।

বামন পুরাণ।

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহহসৌ মহীতলে।
ভাগীরথীতটে ভূমি ভবিষ্যতি সনাতন॥

পদ্ম পুরাণ।

ভবিষ্যতি কলৌকালে ভগবান ভূতভাবন।
দ্বিজাতীনাং কুলে জন্মে গ্রাহক পুরুষোত্তম॥

দেবী পুরাণ।

গোলোকঞ্চ পরিত্যক্ত্বা লোকানাং ত্রাণকারণাৎ।
কলৌ গৌরাঙ্গ রূপেণ লীলা লাবণ্য বিগ্রহঃ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

পুরা গোপাঙ্গনা আসীদিদানীং পুরুষোভবেৎ।
যাভির্ধ্যস্মাৎ কলৌ কৃষ্ণ ত্বদর্থে পুরুষাঙ্গনা॥

শিব পুরাণ।

ভবিষ্যামি চৈতন্যঃ কলৌ সংকীর্ত্তনাগমে।
হরিনাম প্রদানেন লোকান্নিস্তারয়াম্যহং॥

ব্রহ্মযামল।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্যগ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানংসৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

গীতা।

যাহা হইতে সকল অবতার অবতীর্ণ হন, তিনিই অবতারী গৌরাঙ্গদেব পরে মহা অবতারী বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বলিয়াছেন :—

"জয় জয় মহাপ্রভু মহা অবতারী,"

এদিকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-পরশমণির সহিত সংকীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। ইহাতে যেন মণি কাঞ্চনের যোগ হইল। ইহারা জীব উদ্ধার হেতু শ্রীগৌরাঙ্গের

কীর্ত্তন প্রচার।

আদেশক্রমে শ্রীধামনবদ্বীপবাসীদিগের প্রতি ঘরে ঘরে জীবের গতিমুক্তিদায়ী হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মাকে কলির জীবের মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—

"হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

কলিতে কলির জীব কেবলমাত্র হরির নাম লইয়া উদ্ধার হইবে। ইহাঁরা যেন তাহাই প্রতিপন্ন করাইবার জন্য নামকীর্ত্তন উপলক্ষ করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে "কীর্ত্তন" অর্থ নিম্নলিখিত রূপ লিখিত আছে।

"নামরূপ গুণাদিনা মুচ্চৈর্ভাষতু কীর্ত্তনম্।"

ভগবানের নাম রূপ গুণ ও লীলা উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিবার নাম কীর্ত্তন।

"বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সংকীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে।"

বহুভক্তগণ মিলিত হইয়া সমস্বরে কীর্ত্তন করিবার নাম সংকীর্ত্তন।

বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে উল্লেখ আছে——

"সর্ব্ব রোগোনাশনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
শান্তিদং সর্ব্বারিষ্টানাং হরের্নামানু কীর্ত্তনং ॥

হরিনাম কীর্ত্তন করিলে সর্ব্বরোগের উপসম, সকল প্রকার উপদ্রব নাশ এবং সর্ব্ববিধ রিষ্টের শান্তি হইয়া থাকে।

"তস্মাস্তি কর্ম্মজং লোকে বাগদং মানস মেবচ।
যন্ন ক্ষাপয়তে পাপং কলৌ গোবিন্দ কীর্ত্তনং॥"

কলিযুগে গোবিন্দ নাম যে পাপ বিনাশ করিতে পারেনা বাক্য জনিত মানস জনিত এরূপ পাপই নাই।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব দিব্যোন্মাদ সময়ে রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদরের নিকট নাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য ও উপকারিতা নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

"চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥"

যাহার দ্বারা চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয় যাহার দ্বারা ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, যাহাতে জীবের শ্রেয়ঃরূপ শুভ্র উৎপলের ভাবচন্দ্রিকা বিতরিত হয়, যাহার দ্বারা আনন্দ সমুদ্র উদ্বেলিত হয়, যাহা প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদ প্রদান করিয়া থাকে ও যাহা প্রাণ মন এবং আত্মাকে পরমানন্দ রসে অবগাহন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউক।

এই কীর্ত্তন ছলে ইঁহারা ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া নাম কীর্ত্তনকে প্রাতঃস্মরণীয় করিয়াছেন। ইহারা অবস্থাপন্ন শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ছিল। ইহাদিগের নাম জগন্নাথ রায় ও মাধব রায়। ইহারা নবদ্বীপের কোটাল ছিল। সুতরাং ইহাদের অনুচরবর্গের সাংখ্যাও

জগাই মাধাই

কম ছিল না। সে সময় নবদ্বীপে ইহাদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। মাধাই যে ঘাট হইতে স্নান করিয়া হরির নাম গ্রহণ করিয়া পবিত্র হইয়াছিল ও পরে ব্রহ্মচারী হইয়া তপস্যাদি করে, শ্রীধাম নবদ্বীপে অদ্যাপি সেই ঘাট "মাধাইর ঘাট" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মাধাইয়ের বংশধরগণ অদ্যাপি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

চাপাল গোপাল।

গোপাল নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল। ইহার চপল স্বভাবের জন্য এই ব্যক্তি চাপাল গোপাল বলিয়া অভিহিত হইত। চাপাল গোপাল পণ্ডিত ছিল বটে কিন্তু তৎকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে তাহার বড় ঘৃণা ছিল। অবশেষে নিজ কর্ম্মফলে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে থাকে। পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, নিত্যানন্দ ও শ্রীবাস পণ্ডিতের দ্বারায় হরিনামে এই চাপাল গোপালের মুক্তি সাধন হয়।

দেশের অবস্থা।

আফগানিস্থানের গজনির রাজা মামুদ ও তৎপর ঐ দেশের ঘোর বংশের রাজা মহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষ আক্রমণ ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করেন এবং অবশেষে মহম্মদ ঘোরী ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপন করিয়া তাঁহার সেনাপতি কুতুবউদ্দিনকে শাসনভার প্রদান করেন। পরে নিঃসন্তান মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন ভারতে বিজিত প্রদেশের রাজা হন। ইনিই পাঠানদিগের মধ্যে দাসবংশের প্রথম রাজা। দাসবংশ, খিলিজবংশ, তোগলক বংশ, সৈয়দবংশ তৎপর লোদিবংশ ১২০৭ খ্রীঃ অব্দ হইতে ৩২০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। পরে মোগলরাজ্য-সংস্থাপক বাবরসাহ

১৫২৬ খ্রীঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাস্ত এবং নিহত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন।

দেবকোটে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যুর পর গিয়াসউদ্দিন শাসন-কর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফলে দিল্লীর সম্রাট আলতামাস তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন এবং ১২২৭ খ্রীঃঅব্দে যুদ্ধে গিয়াসউদ্দিন পরাস্ত ও নিহত হইলেন। তৎপর বঙ্গদেশে নানা কারণে নানা স্থলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে এবং অল্পকাল মধ্যেই অনেক খণ্ড যুদ্ধ হইয়া অনেক ভূপতির পরিবর্ত্তন হয়। অবশেষে ১৪৯৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে *সৈয়দ আলাউদ্দিন হোসেন বঙ্গদেশে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী এই বাদসাহ হোসেন সাহের প্রধান রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। ১৫২১ খ্রীঃ অব্দে হোসেন সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র যথাক্রমে বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। হোসেন সাহের প্রথম পুত্র নসরত সাহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মামুদসাহ নসরতের পুত্রকে হত্যা করিয়া বাঙ্গালার রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু কিছু দিন রাজত্ব করিলে পর ১৫৩৮ খ্রীঃ অব্দে সের সাহ তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া বাঙ্গালার রাজা হন। ১৫৪৫ খ্রীঃ অব্দে বারুদের অগ্নিতে সের সাহের মৃত্যু হইলে ১৫৬৪ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইঁহার বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বঙ্গেশ্বরগণ।

---

* টীকা। মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কন্যা ফতিমার বংশধরগণ সৈয়দ উপাধিতে অভিহিত হন। মুসলমানদিগের মধ্যে সৈয়দ বংশীয় মুসলমান-গণ বিশেষ সম্মান্য।

কৃষ্ণনগর রাজবংশ।

কৃষ্ণনগর রাজবংশের একদেশ বংশাবলী।

(১) ভট্টনারায়ণ, (২) নীপ, (৩) হলায়ুধ, (৪) হরিহর, (৫) বিশ্বেশ্বর, (৬) কন্দর্প, (৭) নরহরি, (৮) নারায়ণ, (৯) প্রিয়ঙ্কর, (১০) তারাপতি, (১১) কামদেব, (১২) বিশ্বনাথ, (১৩) রামচন্দ্র, (১৪) সুবুদ্ধি, (১৯) কংসারি, (১৭) ত্রিলোচন, (১৭) ষষ্ঠীদাস, (১৮) কাশীনাথ, (১৯) রামসমাদ্দার, (২০) ভবানন্দ, (২১) গোপাল, (২২) রাঘব, (২৩) রুদ্ররাম, (২৪) রামজীবন, (২৫) রঘুরাম, (২৬) বাজপেয়ী মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র, (২৭) শিবচন্দ্র, (২৮) ঈশ্বর চন্দ্র, (২৯) গিরিশ চন্দ্র, (৩০) শ্রীশচন্দ্র, (৩১) সতীশচন্দ্র, (৩২) ক্ষীতিশচন্দ্র, (৩৩) মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর।

(২) নীপ কেশরকোনী গ্রাম প্রাপ্ত।

(১২) বিশ্বনাথ পূর্ব্ববঙ্গে কাগদি পরগণার জমিদর ছিলেন।

(১৯) রামচন্দ্র হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সমাদ্দার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(২০) ভবানন্দ নবাবের কাননগু পদ ও মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বঙ্গের শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহের অভিযান কালে ভবানন্দ মানসিংহকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া নদীয়া, ভালুকা, সুলতানপুর, কাসিমপুর, ইসলামপুর প্রভৃতি ১৫ ২০ খানা পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এই সময় তিনি মাটিয়ারীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

রাম সমাদ্দারের অন্য তিন পুত্র জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি। জগদীশ কুড়লগাছিতে হরিবল্লভ ফতেপুরে এবং সুবুদ্ধি পাটিকা বাড়ীতে বাস করেন।

(২১) ভবানন্দের ৩ পুত্র। গোপাল গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণ। গোপাল দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের নিকট হইতে শান্তিপুর, মুলাজোড়, রায়পুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া রেউই গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। গোবিন্দ দিগম্বরপুরের জমিদারী গ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ রাজ বৃত্তি দ্বারা জীবন যাপন করিত। ইহার বংশধরগণ শ্রীকৃষ্ণপুর শিবালয় ভাতশালা প্রভৃতি গ্রামে বাস করেন।

(২৩) রুদ্ররায় রেউই গ্রামকে কৃষ্ণনগর নামে অভিহিত করেন। রুদ্ররায়ের দুই পুত্র রামকৃষ্ণ ও রামজীবন।

(২৬) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালা ১১৮৯ সালে ১২ই আষাঢ় ৭৩ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন।

(২৭) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ৬ ছয় পুত্র (১) শিবচন্দ্র, (২) ভৈরবচন্দ্র, (৩) হরচন্দ্র, (৪) মহেশচন্দ্র, (৫) ঈশানচন্দ্র, (৬) শম্ভুচন্দ্র। শম্ভুচন্দ্রের বংশধরগণ কৃষ্ণনগরের মহারাজা। ঈশানচন্দ্রের সন্তানগণ শিব নিবাসের রাজা। শম্ভুচন্দ্রের সন্তানগণ হরধামের রাজা।

এই সময় গ্রাম্য বিচারাদি স্থানীয় কাজি দ্বারাই নির্ব্বাহ হইত। শান্তিপুরে মুলুক কাজি বাস করিতেন এবং নবদ্বীপে গৌড়ের রাজার দৌহিত্র চাঁদ খাঁ কাজি বাস করিতেন। ইহার গোড়াই নামক এক জন কর্ম্মচারী ছিল। এই

কাজি। ব্যক্তি হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এই সময় তথাকার স্থানীয় গোঁড়া শাক্তগণের প্ররোচনায় তত্রত্য রাজপ্রতিনিধি বিচারক গোঁড়াই কাজি দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদ হরিদাস ও নিত্যানন্দের নাম-

মহাসংকীর্ত্তন। কীর্ত্তন প্রচার বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তৎশ্রবণে গৌরাঙ্গদেব মহাসংকীর্ত্তনের বিরাট আয়োজন করিলেন। এইবার শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হইলেন। কাজেই গৌরভক্তগণের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। গৌরভক্তবৃন্দ শচীর প্রাঙ্গণে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁচর কেশের চূড়া বন্ধন করিয়া মনোহর মালতী মালা দ্বারা তাহা সুশোভিত করিলেন। কেহ চাঁদবদন খানি অলকা তিলকাবৃত করিলেন কেহ গৌর অঙ্গ সুগন্ধ চন্দনচর্চ্চিত করিলেন। কেহ বা সময় মত সুযোগ পাইয়া যুগল চরণে নূপুর পরাইয়া ভকত-জনম সফল করিলেন। এদিকে গৌরাঙ্গসুন্দর ফুল চন্দনে মনোহর নটবর বেশ ধারণ করিয়া, অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া গদগদ ভাবে নিজ অঙ্গ নাচাইয়া নদেবাসীর দেহ মন প্রাণ একবারে নাচাইয়া তুলিলেন। তৎপর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। শ্রীঅদ্বৈত একদল, শ্রীবাস ও হরিদাস একদল, এবং শচীনন্দন ভক্তের প্রাণগৌরাঙ্গ দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে গদাধর সহ একদল লইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে ভগীরথীর তীরদেশ দিয়া চাঁদ কাজির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ কীর্ত্তনে নিজ নয়নযুগল হইতে অবিরত জলধারা পতিত

হইতেছে। ইহাতে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীর পাষাণ হৃদয় গলিয়া যাইতেছে। এই সময়ের শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শ্রীমুখ-নিসৃত সর্বক্ষণ ও সর্ব্বত্র সমাদৃত সেই মহাসংকীর্ত্তনের সঙ্গীতটী এই :—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন ॥

চাঁদ কাজি এই মহাসংকীর্ত্তনের জনস্রোত দর্শন করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন এবং সেই জনস্রোতের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইলেন। এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তবৃন্দ সহ চাঁদ কাজির দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। এবং অবশেষে এই উচ্চ সংকীর্ত্তনের মূল উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্নের উত্তরে গৌরাঙ্গদেব বলিলেন "ঘরে বসিয়া কীর্ত্তন করিলে কেবল মাত্র নিজেরই ইষ্ট সাধন হয়, কিন্তু উচ্চ সংকীর্ত্তনে যাঁহারা কীর্ত্তন করেন এবং যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করেন, এতদুভয় পক্ষেরই ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ এইরূপ নানাবিধ উত্তর প্রত্যুত্তরে কাজি সাহেবকে সন্তুষ্ট করিয়া সংকীর্ত্তনের পথ মুক্ত করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে ভক্তগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তন করিয়া গৌরভক্তদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেন। একদা শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতও কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কীর্ত্তনে আনন্দ

ভক্তগৃহে শ্রীগৌরাঙ্গ।

উপস্থিত হইতেছে না। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ বিমর্ষ হইলেন, পরে কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। এবং কীর্ত্তন সময়েও শ্রীবাসের বাড়ীতেই মৃত পুত্রের শবদেহ পড়িয়া আছে। তখন সেই শিশুপুত্রের মৃত দেহের নিকট শ্রীগৌরাঙ্গ ইহধাম পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মৃত-দেহ হইতে শিশু উত্তর করিল "আমার এ জগতের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন আর আমার এ স্থানে অবস্থান করিবার আবশ্যক নাই। কাজেই আমি আমার প্রকৃত অথচ সুন্দর আবাস স্থানে গমন করিতেছি।" শিশুর কথা শেষ হইল। "আমি ও নিত্যানন্দ তোমার পুত্র হইলাম" এই বাক্য দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবাসের মনের আবেগ কথঞ্চিৎ দূর করিয়া পুনরায় কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মৃত শিশুর সহিত কথা বলিয়া শিশুর মুখে অপরকে "এ সংসার কিছু নয়" ইহাই বুঝাইলেন।

"সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ" ॥ গীতা।

কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ এই দুইই মোক্ষদায়ক। তত্ত্বজ্ঞান বা ঈশ্বর লাভ করিবার জন্য কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাস।

সন্ন্যাস।

অতঃপর কলির জীবগণকে যুগধর্ম্ম ও পরম বা চরম বৈরাগ্য-শিক্ষা দিবার মানসে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এবং অবিরত এই চিন্তা করিতে করিতে সহসা একদিন গভীর নিশীথে স্বীয় অঙ্গা-ভরণসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌরগৌরবিণী গৌর-বক্ষ-বিহারিণী পতিপ্রাণা নিদ্রাভিভূতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি শেষ কৃপা-কটাক্ষপাত

করিয়া সংসারের মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া জনমের তরে নিজ গৃহের বাহির হইলেন। গ্রাম পরিত্যাগের সময় কুলকুল-নাদিনী ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া গদগদ-লোচনে শ্রীধাম নবদ্বীপের শোভা সন্দর্শন করিয়া কাঞ্চনপুর (বর্ত্তমান কটোয়া গ্রাম) অভিমুখে গমন করিলেন। লীলাভূমি শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন যেন মহাপ্রভুর এই শেষ, তজ্জন্যই যেন তাহার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া মোহ-নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন, প্রভুর বহির্গমনের পর জাগরিত হইয়া আর মহাপ্রভুর দর্শন পাইলেন না। তৎক্ষণাৎ গৌরাঙ্গ-বিরহিণী গৌর উন্মাদিনী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বহির্গমনবার্ত্তা, পুত্রপ্রাণা শচীমাতাকে অবগত করাইলেন। এই সময় শচীমাতার বয়স ৬৭ বৎসরের কম নয়। শয়নকক্ষে ও বহির্গমন-পথে তাঁহার বসন ভূষণ নূপুর মালাদি পরিদর্শনে ইঁহাদিগের শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ এই সংবাদ নবদ্বীপবাসীদিগের কর্ণে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাড়িত বেগে প্রবাহিত হইল। এই শোকসংবাদ গৌরশূন্য নবদ্বীপ মাঝে প্রচার হইল, গৌরভক্তগণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক গৌর অন্বেষণে বাহির হইলেন বটে, শচীদেবীও ভক্তগণের সঙ্গে সঙ্গে "হা গৌরাঙ্গ! কোথা গৌরাঙ্গ! প্রাণ গৌরাঙ্গ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে সময়ে ভক্তের হৃদয়ের ধন শচীর নয়নতারা প্রাণগৌরাঙ্গের আর কেহ দর্শন পাইলেন না।"

এদিকে শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্য-সলিলা ভাগীরথী সন্তরণে পার হইয়া কাঞ্চন নগরে একটী মনোহর সুন্দর বট বৃক্ষের ছায়াতে

উপবেশন করিলেন। তখন কাঞ্চননগর যেন তপ্ত কাঞ্চন জিনি গৌরাঙ্গ রূপের আভায় নূতন শোভা ধারণ করিল। ভাগীরথীর যে ঘাট নবদ্বীপ হইতে গৌরাঙ্গসুন্দরকে পার করিয়া দিল, সেই ঘাট ভক্তগণ কর্ত্তৃক নিরুদয়ের ঘাট বলিয়া অভিহিত হইল। নিত্যানন্দ, বক্রেশ্বর, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর ও দামোদর, এই পাঁচজনে গৌরাঙ্গ অন্বেষণে কাঞ্চননগরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁচর কেশ মুণ্ডন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গের ভাব দর্শনে সকলেই কি যেন অজানা ভাবে বিভোর হইলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যাঁহাকে যে ভাবে পরিচালিত করিলেন তিনি সেই ভাবেই চলিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ সংকল্প হইতে বিরত করাইতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেই ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের কার্য্যাদি করিয়া তৎকার্য্যের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চিৎকাল পরে মধুশীল নামক একব্যক্তি গৌরাঙ্গসুন্দরের চাঁচর কেশ মুণ্ডনার্থে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কেশ মুণ্ডনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে তাহার হৃদয়ে সেই আদেশবাক্যগুলি শেলসম বিদ্ধ হইতে লাগিল। অনেক প্রকারে আপত্তিও করিল, কিন্তু নিয়তি অপরিহার্য্য, সুতরাং শ্রীগৌরাঙ্গের চাঁচর কেশ মুণ্ডন হইল। এদিকে তৎসঙ্গে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রত্যেকেরই নয়নযুগল হইতে দর দর করিয়া জলধারা পতিত হইয়া তাহাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষস্থল অভিষিক্ত করিতে লাগিল।

কেশ মুণ্ডন।

শ্রীগৌরাঙ্গ যেন সেই সংসার-আবদ্ধ জীবের নয়নধারার প্রতি উপেক্ষা করিয়া ভারতী উপাধিধারী কেশব আচার্য্য

সন্ন্যাস গ্রহণ। মহাশয়কে নিজ অঙ্গ সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। কেশব ভারতী স্নান করিয়া আসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। কোন্ প্রাণে গৌরাঙ্গের গৌর অঙ্গ ভিক্ষুক সন্ন্যাসীর বেশে সাজাইবেন? এই ভাবিয়া যেন কেশব ভারতী সন্ন্যাসোচিত গৈরিক বসন ভূষণ, দণ্ড, কমণ্ডলু, জপমালা, ভিক্ষার ঝুলি প্রভৃতি বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিলেন। তাহাতে বোধ হইল, শীতশীর্ণ জ্ঞানদ্রুম যেন, গৌরচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই পার্থিব সুখ সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস বেশ ধারণ করিল। গৌরসুন্দর পবিত্রসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন; তরুবর যেন আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিল না। তাই ক্রন্দনচ্ছলে টুপটাপ করিয়া শিশিরবিন্দু পাতে গৌরচরণ অভিষিক্ত করিল। কিন্তু গলিত কাঞ্চন জিনি গৌরাঙ্গের মন গলিল না। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের ২৪ বৎসরের শেষে পঞ্চবিংশ বৎসরের প্রারম্ভে মাঘমাসের সংক্রান্তির দিন কেশব আচার্য্য ভারতী গোস্বামী মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গের কোমল করে সন্ন্যাসোচিত বসন ভূষণ অর্পণ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও সাদরে কটিতটে কৌপীন আটিয়া গৈরিক বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন, ভালে তিলক, গলে তুলসীর মালা ধারণ করিলেন, এবং কক্ষে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া, পবিত্র নামাবলীর দ্বারা অঙ্গ আবরণ করণান্তর বাহুদ্বয়ে দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক অপরূপ দিব্য দীন ভিখারী সন্ন্যাসীর বেশে সাজিলেন। তাঁহার এই অভিনব দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলে তাঁহাকে করুণ রসের প্রবাহ, ক্ষমা ও সন্তোষের আধার এবং শান্তিনভাব মূল

বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে দেহ মন প্রাণ বিকাইতে ইচ্ছা করিলেন।

গৌরাঙ্গদেব দিব্য দেবোপম নবীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশব আচার্য্য মহোদয়ের নিকট হইতে কৃষ্ণ মন্ত্রের দীক্ষা শিক্ষা পাইবার অভি-প্রায় প্রকাশ করিয়া ভারতী গোস্বামীর কর্ণকুহরে নিজ অভীষ্ট মন্ত্র চুপে চুপে বলিয়া সেই মন্ত্র গ্রহণের প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে প্রকারান্তরে কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র দেওয়া হইল, ইহাও কেহ কেহ অনুমান করেন। ভারতী গোস্বামীও "তাহাই হইবে" বলিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কর্ণে গৌর-মনোনীত মন্ত্র প্রদান করিলেন। এই সময়, ইনি কৃষ্ণস্বয়ং অবতার হইয়াছেন এবং জীবের চৈতন্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া কেশব ভারতী মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আখ্যা প্রদান করিলেন।

এখন হইতে বৃক্ষছায়াই তাঁহার আতপ-নিবারক ছত্র হইল। নদ নদীই তাঁহার জলাধার। করোয়াই তাঁহার একমাত্র জলপাত্র হইল। এখন হইতে তিনি জগতে একা, আর স্ত্রীমুখ দর্শন করিতে পারিবেন না। অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে পারিবেন না, বসন ভূষণ ব্যবহার করিতে পারিবেন না, কেবল কৌপীন এবং বহির্ব্বাসই তাঁহার লজ্জা নিবারণের সম্বল রহিল।

সন্ন্যাসী মাত্রই নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হন। এখন হইতে তিনি কাহাকেও প্রণাম করিতে পারিবেন না। তাঁহাকে সকলেই প্রণাম করিবে।

"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বরুদ্রসনকাঃ সর্ব্বে তে ভুবি পাবকাঃ॥"

খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীর সময় শঙ্কর আচার্য্য মহাশয় শৈব ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি করেন। কিন্তু খ্রীঃ ১১৫০ অব্দে মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিম অংশে পেরুম্বুর নামক স্থানে কেশব আচার্য্যের ঔরসে ভূমিদেবীর গর্ভে রামানুজ নামক এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার মতে বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম ও সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। একমাত্র তাঁহার উপাসনা করাই সর্ব্বজীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। এই রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্য নাম শ্রীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর পৃথক বা যুগল রূপের উপাসনা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ রাম, কেহ কেহ সীতা, কেহ কেহ বা রাম সীতার যুগলরূপেরও আরাধনা করেন। এই রামাৎ সম্প্রদায় শ্রীসম্প্রদায়ের একটী শাখা মাত্র। রামানুজের শিষ্য দেবানন্দ, তৎশিষ্য হরিনন্দ, তৎ-শিষ্য রাঘবানন্দ ও তৎশিষ্য রামানন্দ। এই রামানন্দ কর্ত্তৃকই এই রামাৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। রাম সীতা লক্ষ্মণ হনুমান্ ইত্যাদির ভজন এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

সাম্প্রদায়িক অবস্থা

শ্রীসম্প্রদায়

১১৫০ খ্রীঃ

খ্রীঃ ১২০০ অব্দে দাক্ষিণাপথের অন্তর্গত তুলব দেশে মাধবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মধিজিভট্ট। ইনি অন্য একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় গঠিত করেন। এই সম্প্রদায়ের নাম মধ্বাচার্য্য মাধ্বী বা ব্রহ্ম সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হয়। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণও বিষ্ণুর উপাসনা করেন। কিন্তু ইহা-দের দেবমন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত হরপার্ব্বতী ইত্যাদির মূর্ত্তি থাকে।

মাধবাচার্য্য সম্প্রদায়

১২০০ খ্রীঃ

১৫২০ খ্রীঃ অব্দে ত্রৈলঙ্গ প্রদেশে বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম লক্ষ্মণ ভট্ট। ইনি অন্য এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন, তাঁহার নাম বল্লভাচারী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অন্য নাম রুদ্রসম্প্রদায়। ইহার মতে নির্জ্জন স্থানে কঠোর তপস্যায় বিশেষ কোন ফল হয় না। ঈশ্বর উপাসনায় অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ অনাবশ্যক। সংসারে থাকিয়া বিষয় ভোগাদি করিয়া ঈশ্বর উপাসনায় ফল লাভ হয় না। বলা বাহুল্য, ইনি পূর্ব্বে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পরে গৃহী হন।

রুদ্রসম্প্রদায়। ১৫২০ খ্রীঃ।

নিম্বাদিত্য এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই জন্য এই সম্প্রদায় নিম্বাদিত্য, নিম্বাৎ বা সনকাদি সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হয়। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তিই ইহাদিগের উপাসনার বিষয় এবং শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্র।

নিম্বাৎ বা সনকাদি সম্প্রদায়।

শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনকাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মাধ্বী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসম্প্রদায়ী গুরুপ্রণালী নিম্নে লিখিত হইল।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়।
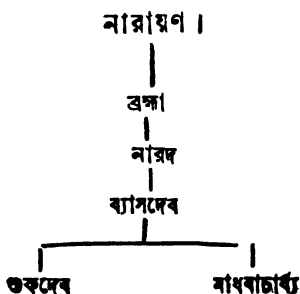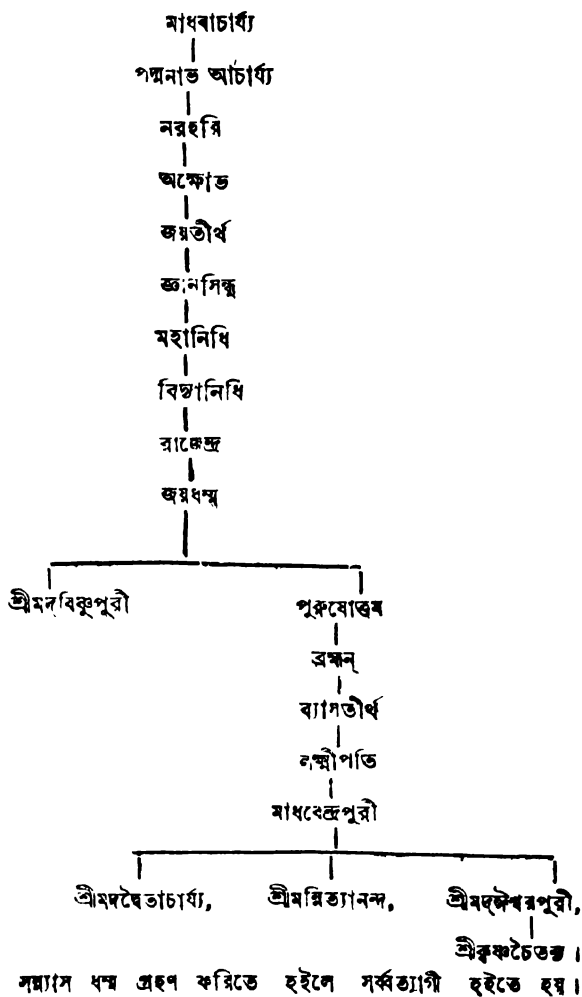
সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে দণ্ডী আচার্য্যের দ্বারা ৬টী আনুষঙ্গিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। উক্ত ছয়টী কার্য্য এই;—(১) দেবার্চ্চনা, (২) ঋষি অর্চ্চনা, (৩) পিতৃলোকের অর্চ্চনা, (৪) আত্মশ্রাদ্ধ, (৫) বীজ হোমাদি, (৬) শিখা ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ। ইহাকে কর্ম্মসন্ন্যাস বলা হইয়া থাকে। এই কর্ম্মসন্ন্যাস যথাবিহিত সম্পাদিত হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকট দণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। দণ্ড গ্রহণে সাধু পুরুষদের একরূপ পুনর্জ্জন্ম হয়। দণ্ড গ্রহণের পর হইতে সন্ন্যাসিগণ "তত্ত্বমসি", অহং ব্রহ্মাস্মি", অয়মাত্মা ব্রহ্ম". ইত্যাদির কোন একটী মন্ত্র বা মহাবাক্য গ্রহণপূর্ব্বক হৃদয়ে সর্ব্বদা ঐ মন্ত্রের ধ্যান করিয়া নিজেদের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসী

পরে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থাদি পর্য্যটন করিয়া দণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক "পরমহংস" হইয়া থাকেন। এই পরমহংস গণেরও এক একটী সম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায় "মণ্ডলী" বলিয়া অভিহিত হয়। এই মণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরমহংস "স্বামী' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পরমহংস সন্ন্যাসী "নর নারায়ণ" বলিয়া সর্ব্বজন-পূজিত। ইহাদিগকে "নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। ইঁহাদিগের মধ্যেও পরস্পর দর্শন হইলে উভয়েই এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইঁহারা দেবতা প্রণাম করেন না।

পূর্ণ সন্ন্যাসে নিম্নলিখিত সন্ন্যাস-মন্ত্র ব্যবহৃত হয়:—

"ওঁ সোঽহং হংসঃ পরমহংসঃ পরমাত্মা দেবতা।
চিন্ময়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপং সোঽহং ব্রহ্ম॥"

সন্ন্যাস মন্ত্রের গায়ত্রী নিম্নলিখিতরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

ওঁ হংসায় বিদ্মহে পরমহংসায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ ॥

সন্ন্যাসিগণ নানা সম্প্রদায়ের। সম্প্রদায় বিভেদে ইহাঁদিগের ক্ষৌর প্রণালীও বহুবিধ। কোন কোন সম্প্রদায় প্রতি পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করেন। কোন কোন সম্প্রদায় প্রতি ঋতু-সঙ্গমে ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক ঋতু-সঙ্গমেই অর্থাৎ গ্রীষ্ম বর্ষাদি প্রতি ঋতুর পূর্ণিমা তিথিতে (দুই মাস পর একবার) ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। স্ব স্ব সম্প্রদায় ভুক্ত সন্ন্যাসিগণ একত্র হইয়া এই ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই কার্য্যটী তাঁহাদের একটী উৎসব বিশেষ।

ছয় ঋতুর ছয় প্রকার ক্ষৌরের নাম।

গ্রীষ্ম	বৈশাখী	আচার্য্য ক্ষৌর
বর্ষা	আষাঢ়ী	ব্যাস ক্ষৌর
শরৎ	ভাদ্রপদী	বিশ্বরূপ ক্ষৌর
হেমন্ত	কার্ত্তিকী	জ্যোতিরূপ ক্ষৌর
শীত	পৌষী	ব্রহ্ম ক্ষৌর
বসন্ত	ফাল্গুনী	দত্তাত্রেয় ক্ষৌর

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
কৃষ্ণা বা রাধা।
আকারো দাতৃবচনস্তেন কৃষ্ণা প্রকীর্ত্তিতা।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক মোক্ষদাত্রী একমাত্র শ্রীরাধার নাম সম্বল করিয়া "বৃন্দাবন বিলাসিনী,

শ্যামকণ্ঠের হেম-মণি” “জয় রাধে” বলিয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এই সময় বৃন্দাবনে গমনেচ্ছা তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল বেগে জাগিতে ছিল। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যা-

তীর্থ পর্য্যটন।

নন্দ প্রভুর কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৃহে উপস্থিত হইতে হইল। এই স্থানে শচীদেবীর ও নবদ্বীপের অন্যান্য গৌর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গৌর-সাগরের ভাব তরঙ্গে মিলিত হইলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর স্ত্রীমুখ দর্শন নিষেধ, তাই গৌরউন্মাদিনী বিষ্ণুপ্রিয়া শান্তিপুরে যাইয়া গৌর-পতি-মুখ দর্শন করিতে পারিলেন না।

এই সময় বৃন্দাবন অত্যন্ত জঙ্গল-পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করিবেন বলিয়া শ্রীধামের লুপ্ত গুপ্ত তীর্থাদির সংস্কার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই লোকনাথ গোস্বামী ও ভূগর্ভ গোস্বামীকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শান্তিপুরে শচীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচলে অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে তিনি স্নেহময়ী জননীর আজ্ঞা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিলেন; এবং তৎপর গোবিন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও নিত্যানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে গমন করিলেন। শ্রীক্ষেত্রের এই পথেই গৌড় রাজ্যের প্রধান জমিদার আঠিসারা গ্রামের রামচন্দ্র খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইনি পূর্ব্বে বৈষ্ণবদ্বেষী ছিলেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপায় শেষে গৌরভক্ত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে অনেক তীর্থাদি পরিভ্রমণ করিয়া কমলাপুরে ভাগীনদী তীরে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দণ্ড ভাঙ্গিয়া-ছিলেন। এই স্থলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ড ভঙ্গ করিয়া নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিলেন। মহাপ্রভু এই স্থান হইতে

জগন্নাথ দেবের রথের চূড়া দর্শন করিয়া দৌড়িয়া গিয়া একেবারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং ভাবাবেশে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরে নিত্যানন্দ আসিয়া হরিনাম-মন্ত্রে মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা-ভঙ্গ করেন। এই সময় প্রতাপরুদ্র উৎকল প্রদেশের রাজা ছিলেন। তিনি স্বরাজ্যে ন্যায়শাস্ত্র প্রচার জন্য নবদ্বীপ হইতে বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে আনয়ন পূর্ব্বক উৎকলে রাজপণ্ডিত পদে নিযুক্ত করেন। ইঁহার সাহায্যে শ্রীগৌরাঙ্গ রাজগুরু কাশীমিশ্রের বাসভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই অনেক গৌরভক্তমণ্ডলী শ্রীশ্রীজগন্নাথধামে আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিলিত হইলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছা তিনি মহাপ্রভুর নিকট বেদান্ত পাঠ করিয়া মহাপ্রভুকে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী বানাইবেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রভুর নিকট বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন। ক্রমাগত ৭ দিন পাঠ অন্তে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাঠ শুনিয়া কিছুই বলিতেছ না কেন? ইহাতে আমার বোধ হইতেছে তুমি হয় ত ব্যাখ্যার অর্থ ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ না।' মহাপ্রভু বলিলেন "শ্লোকের অর্থ অতি সুন্দর বুঝিতেছি, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা ভাল বোধ হইতেছে না।' ইহাতে সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের অত্যন্ত ক্রোধ উপস্থিত হইল। তখন মহাপ্রভুকে বলিলেন "তুমি—

আত্মরামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি-মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা কর।' সার্ব্বভৌম এই শ্লোকের ৯ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া

পাণ্ডিত্যাভিমানী সার্ব্বভৌমকে স্তম্ভিত করিলেন। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পুনরায় তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পথে বল্লভাচার্য্য ও গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরের রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করেন। এইবার তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া আইসেন। এই সময়েই তাঁহার অগ্রজ বিশ্বরূপের অন্তর্ধানস্থান দর্শন করেন। এই তীর্থ ভ্রমণের সময় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস সঙ্গে ছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি যে যে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানেই হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন, এবার বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগ হইল। তিনি পুরীধাম হইতে অধিকাংশ ভক্তগণকে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বঙ্গদেশে নাম প্রচারের আদেশ করিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলেন। সার্ব্বভৌম ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইলেন। সার্ব্বভৌমের কন্যা শাঠি দেবীর জামাতা অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজন সময়ে একদিন উপস্থিত ছিল। অমোঘ অত্যন্ত নিন্দুক শ্রেণীর লোক ছিল, পাছে মহাপ্রভুর ভোজনের সময় অমোঘ কিছু বলে সেইজন্য সার্ব্বভৌম বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কিন্তু যেই একটু অন্যমন হইয়াছেন, অমনি নিন্দুকশ্রেষ্ঠ অমোঘ মহাপ্রভুর ভোজনগৃহে উপস্থিত হইল এবং মহাপ্রভুর সম্মুখে রাশীকৃত প্রসাদান্ন দর্শন করিয়া বলিল "দশজনের অন্ন একা এই ঠাকুর খাইতেছে।" সার্ব্বভৌম এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া লগুড় হস্তে করিয়া জামাতাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিলেন। সেই সময়েই

অমোঘ ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হয়, এবং মহাপ্রভু নিজ পদ্মহস্ত অমোঘের শরীরে দিয়া তাহার পীড়া দূর করিলেন। জামাতার রোগ আরোগ্য হইল, তদবধি অমোঘ অত্যন্ত গৌরপ্রেমিক ও কৃষ্ণভক্ত হইল।

সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া একবার মাত্র জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচ বৎসর পর একবার নবদ্বীপ দর্শন করেন। এই সময় শচীদেবী পুনরায় শ্রীগৌরাঙ্গের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার দর্শন বাসনাও এইবার চরিতার্থ হইয়াছিল। এই সময় শচীদেবীর বয়স ৭২ বৎসর, বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স ১৯ বৎসর।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও অবধৌত বেশে নামকীর্ত্তন ও তীর্থ পর্য্যটন আদি কার্য্যে লিপ্ত। ইহাতে গৌর ভক্তগণের অনেকের মনেই আর সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা রহিল না। শ্রীগৌরাঙ্গদেব ইহা বুঝিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সংসারে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও তাঁহার আদেশে প্রভুকে নীলাচলে রাখিয়া সংসারী হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর গৌর ভক্তবৃন্দকে ক্রমে ক্রমে বিদায় দিয়া গদাধরকে বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া বৃন্দাবন দর্শনে যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবন যাত্রা।

মহাপ্রভু প্রথমে পুরীধাম কটক পরিত্যাগ করিয়া পাণিহাটী গ্রামে সার্ব্বভৌমের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে পাণিহাটী গ্রাম

লোকে লোকারণ্য হইল। মহাপ্রভু পাণিহাটী পরিত্যাগ করিলেন। কুমারহট্ট হইতে কাঁচড়াপাড়ায় শিবানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুলীন গ্রামে বাসুদেব দত্তের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। এস্থানেও গৌর দর্শনেচ্ছু লোক সমাগমের বিরাম নাই। কাজেই মহাপ্রভু কয়েক দিন মাধব দাসের বাড়ী থাকিয়া কুলীন গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌড় নগরের নামান্তর রামকলী গ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হোসেন সাহের প্রধান হিন্দু রাজকর্ম্মচারী রূপ সনাতনের সহিত মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গে কানাইর নাটশালা গ্রাম পর্য্যন্ত গমন করেন। এদিকে জনস্রোত পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় গৌরদর্শন অভিলাষী হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। ইহাতে সনাতন ঠাকুর এত লোক সহ বৃন্দাবন যাত্রা মহাপ্রভুর পক্ষে সুবিধাজনক নহে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভুও সনাতন ঠাকুরের কথানুযায়ী সেই সময়ের জন্য বৃন্দাবন যাত্রা পরিত্যাগ করিয়া শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে সপ্তগ্রাম নিবাসী ধনকুবের গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস মহাপ্রভুর দর্শন ও অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগ্রহে তাঁহার প্রসাদ লাভ করেন। মহাপ্রভুর প্রসাদ রঘুনাথ সংসারে অনাসক্ত হইয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীধামে থাকিতে চাহেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "আমি শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে তুমি সেই সময় নীলাচলে যাইবে" এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। কুমারহট্ট গ্রাম দিয়া পাণিহাটীতে উপস্থিত হইয়া রাঘব পণ্ডিতের সহিত দেখা করিলেন। "নিত্যানন্দ ও আমাতে প্রভেদ জ্ঞান না করিয়া অভেদ জ্ঞান করিও" এই

কথা রাঘবকে বলিয়া বরাহনগর দিয়া ক্রমে গঙ্গার উকূলস্থিত গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া পুনরায় নীলাচলে চলিয়া গেলেন। নীলাচলে চারি মাস কাল অবস্থান করিয়া রাজপুত কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র নামক ব্রাহ্মণ কুমারকে সঙ্গে লইয়া বর্ত্তমান ছোটনাগপুর পথে পুনরায় বৃন্দাবন গমন উপলক্ষে কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীধাম হইতে ক্রমে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া ৩ দিন সেস্থানে অবস্থিতি করিলেন। প্রয়াগ হইতে ক্রমে নানা বন উপবন অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। পথে শ্রীযমুনা দর্শন করিয়া অমনি তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া সব কৃষ্ণময় দেখিতে লাগিলেন। সকল তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া মহা আনন্দে মহাভাবে বিভোর হইতে লাগিলেন। বৃন্দাবনবাসিগণও তাঁহাকে "কৃষ্ণ" বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবনে আগমনে ব্রজবাসিগণ যেন নবজীবন প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহারা যতই তাঁহার বিষয় অবগত হইতে লাগিলেন, ততই বৃন্দাবনে তাঁহার নিমন্ত্রণের ঘটা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে জনতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সর্ব্বদা মহাপ্রভুকে ভাবাবেশে উন্মত্ত দেখিয়া কৃষ্ণদাস ও বলভদ্র তাঁহাকে প্রয়াগে লইয়া আসিলেন।

মহাপ্রভু প্রয়াগে আসিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন। সেস্থানে কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করিয়া মহাপ্রভু নিজে কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। এ দিকে গৌরগত-প্রাণ সনাতন গোস্বামী হোসেন সাহেবের রাজ-কার্য্যে মনোযোগ না করায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই কারাগার

হইতে বহু যত্ন চেষ্টায় মুক্তি লাভ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। মহাপ্রভু সনাতনের সহিত তত্ত্ব কথার আলাপ করিয়া তাঁহাকে শাস্তি প্রদান করতঃ দুই মাস কাল ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন এবং পরে তাঁহাকে বৃন্দাবনে যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু সনাতনের অনুরোধ ক্রমে "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকের (সার্ব্বভৌমের নিকট পূর্ব্বে যে শ্লোকের ১৮ প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন) ৬১ প্রকার অর্থ করেন। মহাপ্রভু নিজে কাশীধামের অনেক বৈদান্তিক দণ্ডী ও শাস্ত্রীর মত পরিবর্ত্তন করাইয়া, ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করণান্তর নীলাচলে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ পশ্চিমে শ্রীধাম বৃন্দাবন ও দ্বারকা এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত দেশ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভারতের বহুস্থলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ১৫৩৩ খ্রীঃ ১৪৫৫ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে অন্তর্দ্ধান হইলেন।

অন্তর্দ্ধান।

কেহ কেহ বলেন মহাপ্রভু গদাধরের বিগ্রহ গোপীনাথের গৃহে অন্তর্দ্ধান হন।

অতঃপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে হরিদাস শ্রীবাস প্রভৃতির প্রতি দৈববাণী হইল যে "আর শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাওয়া যাইবে না। ভক্তমণ্ডলীর নিজ নিজ আবাস স্থলে প্রস্থান করাই প্রশস্ত।" তদনুসারে গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব সাধু পুরুষগণ দেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশ গুলি প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন।

কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"যে রাধার কারণে গৌরাঙ্গ অবতার।
নানা দেশ ভ্রমি নাহি দেখা পান তার॥
রাধা ভাবি ধ্যানেতে বসিলা চৈতন্য।
বিদ্যুৎ বরণী রাধা হইলা প্রসন্ন॥
নেত্র মুদি ধ্যান করে গৌরাঙ্গ রতন।
আপনি আসিলা রাধা দিতে দরশন॥
দেখিলেন না ভাঙ্গিল নিমাইএর ধ্যান।
আপনার রূপ লয়ে হইল অন্তর্ধান॥
ক্ষণপরে প্রভুর হলো ধ্যান ভঙ্গ।
দেখিলেন অঙ্গে নাহি রাধিকার অঙ্গ॥
হলেন সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ কলেবর।
সেই দেহ হয় চর্ম্মচক্ষুর অগোচর॥
দৃশ্য অগোচর হ'লো গিয়া শ্রীমন্দিরে।
দেখিবারে পায় তাহা কোন কোন ধীরে॥

জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই সিদ্ধি ও ইষ্ট লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। জ্ঞান সতত সন্দেহ সৃষ্টিকারক ও ভক্তি সন্দেহ নাশকারক। যাঁহারা জ্ঞানযোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধ হয়েন, তাঁহারা পূর্ব্বে শক্তি প্রার্থনা করেন ও পরে শক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভক্তি যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা শক্তি প্রার্থনা না করিয়া উপেক্ষা করেন। পরে শ্যামল সুন্দররূপ বিশিষ্ট ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। জ্ঞানিগণ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মত।

কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন ইন্দ্রিয়গণকে ধ্বংশ করিয়া ফেলেন। ভক্তগণ তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া সৎপথে আনয়ন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বিমল আনন্দ উপভোগ করেন। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই জীবাত্মাকে দেহরূপ উপপতির প্রতি আসক্তি হইতে অনাসক্ত করাইয়া স্বামীরূপে পরমাত্মাতে মিলন করাইয়া দেয়। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক পরমাত্মা বা ভগবানের সহিত জীবাত্মার মিলন করা। কেবল কর্ত্তব্যসিদ্ধির পথ বিভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তিকেই উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিই সাধনার প্রধান উপায়। বৈষ্ণবগণ নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। ইহাঁরা "সামীপ্য" প্রার্থনা করেন; তাহারা চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনির নিকট থাকিয়া তাহার রস আস্বাদন দ্বারা দিব্য আনন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, মুক্তির পরিবর্ত্তে সেবা প্রার্থনা করেন।

বৈষ্ণব।

বিষ্ণুমন্ত্র উপাসক মাত্রই বৈষ্ণব। চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য লীলার ১৬ পরিচ্ছেদে বৈষ্ণবের বহু প্রকার লক্ষণ উল্লেখ থাকিলেও নিম্নলিখিত রূপে বৈষ্ণবের বিশেষ লক্ষণ বর্ণিত আছে।

"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে।
সেই বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ ভজ তাহার চরণে॥
যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

ভক্তি।

"সা কস্মৈচিৎ পরম প্রেমরূপা।"

নারদ ভক্তি সূত্রে।

মহর্ষি নারদ কাহারও প্রতি পরম প্রেম ভাবকে ভক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শাণ্ডিল্য সূত্রে।

মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভগবানে একান্ত অনুরক্তিকে 'ভক্তি' বলিয়াছেন। এই ভক্তি বৈধ ও রাগানুগা এই দুই ভাগে বিভক্ত।

চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের মতোক্ত ভক্তি চৌষটি ভাগে বিভক্ত।

চৌষট্টী অঙ্গ ভক্তি।

"গুরুপদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন।
সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষাপৃচ্ছা সাধুমার্গানুগমন॥
কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস।
যাবৎ নিগ্রহ প্রতিগ্রহ একাদশ্যুপবাস॥
ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র বৈষ্ণব-পূজন।
সেবা নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন॥

অবৈষ্ণব সঙ্গ ত্যাগ বহু শিষ্য না করিবে।
বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে॥
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইবে।
অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিবে॥
বিষ্ণু বৈষ্ণব নিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে।
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পূজন বন্দন।
পরিচর্য্যা দাস্য সখ্য আত্মনিবেদন॥
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ নতি।
অভ্যুত্থান তত্ত্ব ব্রজ্যাতীর্থ গৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন।
ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।
নিজ প্রিয় দান ধ্যান তদীয় সেবন॥
তদীয় তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত।
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥
কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা তৎকৃপাবলোকন।
জন্ম দিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বদা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত।
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥

সাধুসঙ্গ নাম কীর্ত্তন ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমুর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন॥
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥"

কিন্তু সাধারণতঃ ভক্তির অঙ্গ নয়টী যথা :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোস্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ম অধ্যায়।

(১) শ্রীকৃষ্ণের নাম গুণাদি শ্রবণ। (২) তন্নাম কীর্ত্তন (৩) স্মরণ। (৪) পদ পরিচর্য্যা। (৫) পূজা। (৬) বন্দনা। (৭) দাস্য বা সেবকত্ব। (৮) সখ্য বা বন্ধুজ্ঞান। (৯) আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত দান।

ভক্তির এই নয়টী অঙ্গকে একত্রে নববিধা বা নবলক্ষণা ভক্তি বলা যায়। এই নববিধা ভক্তি অঙ্গ সংযোগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করা সহজ সাধ্য নহে। ভক্তির এক এক অঙ্গ সংযোগে শ্রীকৃষ্ণ ভজন দ্বারা ইষ্ট সাধন হইয়া থাকে।

ভক্তির প্রথম অঙ্গ, নাম গুণাদি শ্রবণ দ্বারা পরীক্ষিত; ২য় অঙ্গ, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন শুকদেব; ৩য় অঙ্গ, স্মরণে প্রহ্লাদ; ৪র্থ অঙ্গ, পদপরিচর্য্যায় লক্ষ্মী; ৫ম অঙ্গ, পূজায় পৃথুরাজ ৬ষ্ঠ অঙ্গ, অভিবাদনে অক্রূর; ৭ম অঙ্গ, দাস্য বা সেবকত্বে হনু-মান্; ৮ম অঙ্গ, সখ্যভাবে অর্জ্জুন; এবং নবম অঙ্গ, আত্ম-

নিবেদনে বলিরাজ চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে সকলেই ভক্তির এক এক অঙ্গ যাজন দ্বারা কৃষ্ণ লাভ করিয়াছিলেন।

চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যলীলার ২২ পরিচ্ছেদে ভক্তির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

"কৃষ্ণ ভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ।"

এই ভক্তি অঙ্গের সহিত ভাব সংযোগ হইলে মণি-কাঞ্চনের যোগ হয়। সাধক এই ভক্তি ও ভাব লইয়াই বিভোর থাকেন।

ভাব

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব অতি উৎকৃষ্ট ও বিমল আনন্দদায়ক। দাস্যভাব সুন্দর। কারণ ইহাতে শান্ত ও দাস্য দুইটী ভাবই আছে। সখ্যভাব, দাস্যভাব অপেক্ষা আরও সুন্দর। কারণ এক সখ্যভাবে সখ্য, দাস্য ও শান্ত এই তিন ভাবই মিশ্রিত। এই তিন ভাব অপেক্ষা বাৎসল্য ভাব আরও সুন্দর; বাৎসল্য ভাব যে আনন্দ প্রদান করে, শান্ত দাস্য ও সাখ্য ভাব সে আনন্দ প্রদান করিতে অসমর্থ।

শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য ভাব অপেক্ষা কান্ত ভাব বা মধুর ভাব সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই কান্ত বা মধুর ভাবে সকল ভাবের ভাবই মিশ্রিত। সেবক কেবল প্রভুর আজ্ঞা পালন করিয়া সন্তুষ্ট হয়। সখা কেবল প্রভুর প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করে। মাতা কেবল পুত্রস্নেহের আনন্দ উপভোগ করেন। স্ত্রী কেবল পতি-সোহাগিনী হইয়া একমাত্র স্বামীর

দাম্পত্যসুখ অনুভব করেন। কিন্তু মধুর ভাবের সাধক সকল প্রকার সুখই অনুভব করেন। কিন্তু মধব ভাবের সাধক সকল প্রকার সুখ অনুভব করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লহরীতে ভাসিতে থাকে। পরকীয়া ভাব এই ভাবের অন্তর্গত।

"বংশীশিক্ষা" নামক গ্রন্থে এই "পঞ্চভাব" সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"শান্ত তামা দাস্য কাঁসা সখ্য রূপা গণি।
বাৎসল্য সোণা শৃঙ্গার রত্নচিন্তামণি।

উক্ত বংশীশিক্ষা গ্রন্থে মহাপ্রভু এই পঞ্চভাব সম্বন্ধে বংশী-বদনকে বলিতেছেন :—

"মাত্র করমের ফলে তামা লাভ হয়।
জ্ঞানের ফলেতে কাঁসা লাভ সুনিশ্চয়॥
কর্ম্মমিশ্র ভক্তি ফলে রূপা লাভ জানি।
জ্ঞানমিশ্রভক্তি ফলে সোণা লাভ মানি॥
সুবিশুদ্ধা ভক্তি প্রেম পিরীতের ফলে।
রত্ন চিন্তামণি লাভ মহাজনে বলে॥"

এই ভাব, ভক্তি, প্রেম ও কৃষ্ণৈকশরণতা ভিন্ন কৃষ্ণ লাভের উপায়ন্তর নাই। ভগবানের জন্য প্রহ্লাদ, পরশুরাম, বিভীষণ, ভরত, শুকদেব, বলি এবং গোপীগণ গুরু-আজ্ঞা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।

ভক্ত ও ভজন।

ভক্ত সাধারণতঃ বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই প্রকার ভক্তেরই উদ্দেশ্য এক। কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে চৈতন্য চরিতামৃতে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"ধর্ম্মাচারি মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে একজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

এইরূপ হইলে বহিরঙ্গ ভক্তের প্রথম সোপানে উপস্থিত হওয়া যায়। নিজকে তৃণ অপেক্ষা নীচ মনে করিতে হইবে, বৃক্ষ অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইবে। নিজকে অতি নীচ মনে করিয়া অন্যকে সম্মান করিতে হইবে, এবং সর্ব্বদা * দশবিধ নাম অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনাম ও হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। এই ভাবে বহিরঙ্গ ভক্তের ক্রমে নামে রুচি হইলে, প্রেমভাব উপস্থিত হইবে।

---

* সাধুনিন্দা, কৃষ্ণ ও অন্য দেবতাতে ভেদজ্ঞান, [illegible] অভক্তি, শাস্ত্রনিন্দা, বেদনিন্দা, হরিনামে অর্থবাদ, নাম উপলক্ষে অসৎবৃত্তির চরিতার্থতা, অন্যমাঙ্গলিক কার্য্যের সহিত হরিনামের সমান জ্ঞান, অনধিকারী ও বহির্ম্মুখকে নাম উপদেশ, নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে অনিচ্ছা এই দশটী নামাপরাধ। কিন্তু "নাম অপরাধ হয় নামেতে খণ্ডন।"

মহামন্ত্র নাম।

চারি যুগের চারি প্রকার তারকব্রহ্ম নাম শাস্ত্রানুমোদিত যথা :—

১। সত্যযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা।
নারায়ণ পরামুক্তিঃ নারায়ণ পরা গতিঃ ॥

২। ত্রেতাযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশাব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥

৩। দ্বাপরযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে ॥
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো।
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

৪। কলিযুগের তারকব্রহ্ম নাম।

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ॥

ব্যাস অবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবের পঞ্চম বেদ চৈতন্য ভাগবতে এই নাম যে জপ্য ও কীর্ত্তনীয় তৎ প্রসঙ্গে

মহাপ্রভুর আদেশ ও উপদেশ বাক্য নিম্নলিখিত প্রকারে উল্লেখ করিয়াছেন।

"আপন সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরেহরে।
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে॥
প্রভু বলে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হ'তে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশে পাঁচে মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সবার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সবে চলে নিজ বাস॥
নিরবধি সবে জপ করে কৃষ্ণনাম।
প্রভুর চরণ কায় মনে করি ধ্যান॥

সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সবে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি॥
এই মতে নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥"

চৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ২৩ অধ্যায়।

চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলার ১৯ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে—

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়॥"
"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তাকে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য প্রেম মহাবল॥"

কবিরাজ গোস্বামী এইরূপে কাম ও প্রেমের পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটী স্বরূপ। এবং হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ এই তিনটী তাঁহার শক্তি। ভগবানের এই হ্লাদিনী শক্তি দ্বারাই প্রেম উৎপন্ন হয়। প্রেমের পরাকাষ্ঠাই "ভাব"। ভাবের চরম দশাই "মহাভাব"। এই মহাভাবই শ্রীরাধিকার স্বরূপ। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাব ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া মধুর বা মহাভাবে বিভোর হইয়া যান। এই ভাবে নিজকে রাধিকার স্বরূপ জ্ঞান

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী ভাবে তন্ময় হইয়া ভজনা করিতে হয়। এই ভাবের নাম "পরকীয়া ভাব।" এই ভাবে ভজনা করিবার নাম মধুর ভজন। মধুর ভজনের অন্য নাম "গোপীভজন" বা "রসরাজ উপাসনা"। গোপীগণ নিঃস্বার্থভাবে রাধাকৃষ্ণকে মিলন করাইয়া সুখ অনুভব করিতেন; এই জন্য এই ভজন নিঃস্বার্থ ও মধুর। এই ভজনের অতি প্রথমে নবমঞ্জরীর কোনও মঞ্জরীর আশ্রয় ও কৃপা লাভ করিতে হয়। এবং এই ভাবেই প্রথম ভজনা আরম্ভ হয়। তৎপর অষ্ট-সখীর কোনও সখীর আশ্রয় ও কৃপা লাভ করিতে হয়। এইরূপে নবমঞ্জরীর কোনও মঞ্জরী ও অষ্টসখীর কোনও সখীর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইলে ইঁহাদিগের শরণ লইয়া কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিতে হয়। মহাপ্রভু গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরের রামানন্দ রায়ের বাক্যের দ্বারা জীবকে নিম্নলিখিতরূপ ভজনপদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছেন।

* * * *

"প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান মিশ্র ভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ বাহ্য আগু কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্য ভক্তি সাধ্য সার॥

প্রভু কহে ইহ হয় আগু কহ আর।
রায় কহে প্রেম ভক্তি সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় আগু কহ আর।
রায় কহে দাস্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহ হয় কিছু আগু আর।
রায় কহে সখ্য প্রেম সর্ব্ব সাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগু কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার॥
প্রভু কহে ইহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্ত ভাব প্রেম সাধ্য সার॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীকেও নিম্নলিখিতভাবে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"কৃষ্ণনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ শান্তের দুই গুণ।
পরব্রহ্ম পরমাত্মা কৃষ্ণে জ্ঞান প্রবীণ॥
কেবল স্বরূপ জ্ঞান হয় শান্ত রসে।
পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রভু জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে॥"
"মমতা অধিক কৃষ্ণে আত্মসম জ্ঞান।
অতএব সখ্য রসে বশ ভগবান॥"

"আপনাকে পালক আর কৃষ্ণে পাল্য জ্ঞান।
চারি রসের গুণে বাৎসল্য অমৃত সমান॥
মধুর রসে কৃষ্ণ নিষ্ঠা সেবা অতিশয়।
সখ্যের অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক্য হয়॥
কান্তভাবে নিজ অঙ্গে করান সেবন।
অতএব মধুর রসে হয় পঞ্চগুণ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

চৈতন্যচরিতামৃতে এই পঞ্চভাবের দৃষ্টান্ত নিম্নলিখিত রূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

*   *   *   *   *

*শান্তভক্ত নব যোগীন্দ্র সনকাদি আর।
দাস্যভাব ভক্ত সর্ব্বত্র সেবক অপার॥
সখ্য ভক্ত শ্রীদামাদি পরে ভীমার্জ্জুন।
বাৎসল্যভক্ত মাতা পিতা যত গুরুজন॥
মধুর রসের ভক্ত মুখ্য ব্রজে গোপীগণ।
মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ অসংখ্য গণন॥

*কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন, "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর" (মধ্যলীলা ২২ পরিচ্ছেদে।) অর্থাৎ যিনি স্ত্রীসঙ্গরত তিনি এক অসাধু এবং যিনি কৃষ্ণভক্তি শূন্য তিনি এক অসাধু অতএব ইহারা শান্তভক্ত রূপে গণ্য নহে।

শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্ব্ব ইতিহাস।

দ্বাপরের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া বলিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ বলা যাইতে পারে :—

পর্জ্জন্য।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ধর্ম্মানন্দ	ধ্রুবানন্দ	উপানন্দ	অভিনন্দ	নন্দ	সুনন্দ	শুভানন্দ
				কৃষ্ণ		

দ্বাপরেতে পর্জ্জন্য গোপের সাত পুত্র ছিল। এই পর্জ্জন্য গোপই শ্রীহট্টে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

"পর্জ্জন্য নামেতে কৃষ্ণের পিতামহ।
শ্রীহট্টে জন্মিলা আসি পঞ্চ পুত্র সহ॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ।

বৈষ্ণবগ্রন্থ "ভক্তমাল" মতে নীলকণ্ঠ মিশ্রকে পর্জ্জন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে; এবং জগন্নাথ মিশ্রকে দ্বাপরের গোপরাজ নন্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়; ও শচীদেবীকে যশোদা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে।

"সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা পিতা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা॥
যশোদা মাতার মাতা পাটলা নামিনী।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী॥

ভক্তমাল গ্রন্থ।

এই শ্লোকের দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে যশোদার পিতা

সুমুখ নামক গোপ শচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

অবতার ও গৌর-অঙ্গ।

বৈষ্ণবগণ গৌরাঙ্গকে একাধারে কৃষ্ণ রাধিকা দুই দেহের সম্মিলন বা পূর্ণাবতার বলিয়া থাকেন। এই জন্য একটী শ্লোকও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে। শ্লোকটী এই :—

"অন্তঃকৃষ্ণো বহির্গৌরঃ।"

প্রবাদ আছে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে গৌরাঙ্গের অবতার সম্বন্ধে মীমাংসা করিবার জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে দৈবশক্তির প্রভাবে একটী স্ত্রীলোক শ্লোক রচনা করিলেন। শ্লোকটী এই :—

"গৌরাঙ্গো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো নচাংশকঃ।"

এই শ্লোক হইতে কেহ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেন। কেহ তাঁহাকে ভগবদ্ভক্তাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন। কেহ তাঁহাকে অংশাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোক তাঁহাকে পূর্ণাবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত কাশীধাম নিবাসী দশ সহস্র শিষ্যের গুরুদেব ভারতপূজ্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী এই মহাপ্রভুর সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—

অহো ন দুর্লভা মুক্তি ন চ ভক্তিঃ সুদুর্লভাঃ।
গৌরচন্দ্র প্রসাদস্তু বৈকুণ্ঠেঽপি সুদুর্লভঃ॥

উক্ত প্রবোধানন্দ সরস্বতী মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

অরে মূঢ়া গূঢ়াংবিচিনুত হরের্ভক্তি পদবীং
দবীয়স্যা দৃষ্টাপ্য পরিচিত পূর্ব্বাং মুনিবরৈঃ
ন বিশ্রস্ত শ্চিত্তে যদি যদি চ গৌর্লভ্যা মিবতৎ
পরিত্যজ্য শেষং ব্রজত শরণং গৌরচরণং

ওরে মূঢ় মন, গূঢ় ও দূরবর্ত্তী অদৃষ্টবশতঃ মুনিজন কর্তৃক পূর্ব্বে অপরিচিত শ্রীহরির ভক্তি পথ অনুসন্ধান কর। এবং যদি সেই দুর্লভ বস্তু কি প্রকার প্রাপ্তি হইবে এরূপ যদি অবিশ্বাস হয় তাহা হইলে তাহার উপায় শ্রবণ কর। "সকল পরিত্যাগ করতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের শরণাগত হও।"

উক্ত সরস্বতী মহাশয় অন্যস্থানে বলিতেছেন :—

হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরা।
দ্গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম॥

হে সাধুগণ তোমরা সকল পরিত্যাগ করিয়া গৌরাঙ্গ চরণে অনুরক্ত হও।

তৎকালের বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সভাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয়ও

নিম্নলিখিত শচীসুতাষ্টক শ্লোক দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের বন্দনা করিয়াছেন :—

উজ্জ্বল বরণ গৌর বর দেহং।
বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহং॥
ত্রিভুবন পাবন কৃপয়ালেশং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
অরুনাম্বর ধর সুচারু-কপোলং।
ইন্দু বিনিন্দিত নখচয়-রুচিরং॥
জল্পিত নিজগণ নাম বিনোদং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
বিগলিত নয়ন-কমল-জলধারং।
ভূষণ-নবরস ভাব-বিকারং॥
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
চঞ্চল চারু চরণ গতি-রুচিরং।
মঞ্জির রঞ্জিত পদযুগ মধুরং॥
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
ভূষণ-ভূরজ অলকবলিতং।
কম্পিত বিম্বাধরং বর রুচিরং॥

মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥
নিন্দিত অরুণ কমল দল নয়নং।
আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলং ॥
কলেবর-কৈশোর নর্ত্তক বেশং।
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং ॥
নবগৌরবরং নব পুষ্পশরং।
নবভাবধরং নবোল্লাস্যপরং ॥
নবহাস্যকরং নব হেমবরং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং ॥
নব প্রেমযুতং নবনীতশুচং।
নব বেশ কৃতং নব প্রেমরসং ॥
নবধা বিলাসং সদা প্রেমময়ং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং ॥
হরিভক্তি পরং হরিনামধরং।
করজপ্যকরং হরিনামপরং ॥
নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং ॥
নিজ ভক্তি করং প্রিয়চারুতরং।
নট কীর্ত্তন-নাগরী-রাজকুলং ॥

কুলকামিনী মানসোল্লাসকরং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
করতাল বলং নীলকণ্ঠকরং।
মৃদঙ্গ রবাব সুবীণা মধুরং॥
নিজ ভক্তি গুণা বৃত নাট্যকরং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
যুগধর্ম্মযুতং পুন নন্দ সুতং।
ধরণী সুচিত্রং ভব ভাবোচিতং॥
তনুধ্যান চিত্র নিজবাসযুতং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥
অরুণনয়নং চরণবসনং।
বদনে স্খলিতং স্বনাম মধুরং॥
কুরুতে সুরসং জগত জীবনং।
প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং॥

গৌর প্রেমিক ও ভাবুক বৈষ্ণবগণ শ্রীগৌরাঙ্গের গউর বরণ সম্বন্ধে এইরূপ মনে করেন যে—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীধাম বৃন্দাবন ভূমির মধ্যে গৌরাঙ্গিণী ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত নৃত্য করিতেন, তিনি সেই গৌরাঙ্গিণী ব্রজরমণীদিগের নিরন্তর দৃঢ় আলিঙ্গন জনিত মিলনের ফলে শ্রীধাম নবদ্বীপে "গউর অঙ্গ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

ব্রাহ্মণ সম্মান।

দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নিজবক্ষে ভৃগুপদ-চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গও তদনুরূপ গয়াধামে গমনপথে জ্বররোগে পতিত হইয়া ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করতঃ ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের পাদোদক-মাহাত্ম্য বাড়াইয়াছিলেন।

* বংশী ও দোহন ভাণ্ড।

দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে * বংশী ছিল, এই বংশীর পরিমাণ ও আকার ভেদে বিভিন্ন নাম ছিল। শ্রীকৃষ্ণের এই বংশী মহাপ্রভুর আকর্ষণে ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের ঔরষে ১৪১৬ শাকে চৈত্র মাসে কুলিয়াতে বংশী বদন দাস রূপে জন্মগ্রহণ করেন যথা :—

* টীকা—যাহাতে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণ ব্যবধানে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত ৮টী ছিদ্র আছে, যাহার মুখের ছিদ্র এক অঙ্গুল, মস্তক চারি অঙ্গুল, পুচ্ছ ও অঙ্গুল তাহারই নাম বংশী।

যে বংশীর মুখের ছিদ্র বংশীর শেষ ছিদ্র হইতে দশ অঙ্গুল ব্যবধান, সে বংশীর নাম মহানন্দা।

ঐরূপ শেষ ছিদ্র হইতে মুখের ছিদ্র দ্বাদশ অঙ্গুল ব্যবধান হইলে সেই বংশীর নাম আকর্ষণী বলা যায়। আকর্ষণী বংশীর অন্য নাম হৈমী বা স্বর্ণময়ী। ঐরূপ শেষ ছিদ্র হইতে মুখের ছিদ্র চতুর্দ্দশ অঙ্গুল ব্যবধান হইলে সেই বংশীর নাম আনন্দিনী বলা যায়। এই বংশনির্ম্মিত আনন্দিনী বংশীর অন্য নাম বৈণব।

"পাটলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায়॥"

*　　*　　*　　*

"চৌদ্দশত ষোল শকে মধুপূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥"

শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা।

পদকর্ত্তা প্রেমদাস তাঁহার পদে এই বংশী বদনের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপে পরিচয় দিয়াছেন।

নদীয়ার মাঝখানে,　　সকল লোকেতে জানে,
কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ ধাম,　　শ্রীছকড়ি চট্ট নাম,
মহাতেজা কুলীন সন্তান।
ভাগ্যবতী পত্নী তার,　　রমণী কুলেতে যার,
যশোরাশি সদা করে গান।
তাহার গর্ব্ভেতে আসি,　　কৃষ্ণের সরলা বাঁশী,
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥

*　　*　　*　　*

কেহ কেহ বলেন শ্রীকৃষ্ণের এই বংশীই দেহ মন ও আত্মার সাধর্ম্মার্থ শ্রীগৌরাঙ্গের দণ্ডরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। দ্বাপরেতে শ্রীকৃষ্ণের দোহনভাণ্ড ছিল তাহা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কমণ্ডলু, করঙ্গ বা করোয়া রূপ ধারণ করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার।
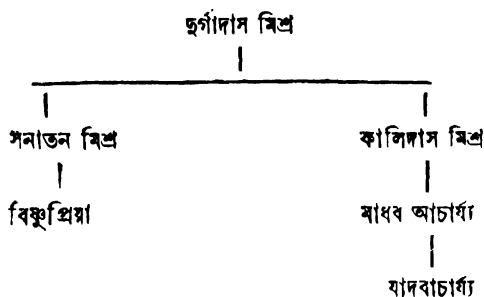
কোন কোন মতে নিম্নলিখিত রূপ বংশ তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়।
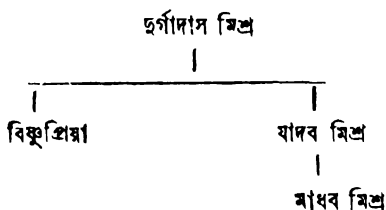
প্রেম বিলাস গ্রন্থমতে যাদবাচার্য্য বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌরাঙ্গ মূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত যাদবাচার্য্যের বংশধরগণ বিষ্ণু প্রিয়া—পরিবার নামে প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—— ০০০ ——

নিত্যানন্দ।

লূপ লাইনে বল্লভীপুর ষ্টেশনের নিকট বীরভূম জেলায় একচক্র বা একচাকা গ্রামে ১৩৯৫ শকে মাঘী শুক্ল ত্রয়োদশী তিথিতে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন।

জন্ম।

ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড ওঝা। মাতার নাম পদ্মাবতী। পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাড়ুরী। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে কোন কোন স্থানে হাড়াই পণ্ডিতের অন্য নাম শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর ব'লয়া উল্লেখ আছে। হাড়াই পণ্ডিত বা হাড় ওঝা ও মুকুন্দ ঠাকুর এই দুই নাম মধ্যে একটী ডাকনাম হইবার বিশেষ সম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে হাড়াই পণ্ডিত ও মুকুন্দ ঠাকুর যে একই ব্যক্তি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

"তার মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ।
রাঢ়ে স্থিত যাহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র ॥"

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে অদ্বৈত প্রকাশ নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়:—

"তের শত পঁচানব্বই শকে মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু প্রথমতঃ দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্বগৃহে অবস্থান করেন, তৎপর একদিন একটী সন্ন্যাসী একচাকা গ্রামে আগমন পূর্ব্বক হাড়ুওঝার নিকট হইতে নিত্যানন্দ প্রভুকে ভিক্ষাস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। কোন কোন প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে এই সন্ন্যাসীকে শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপ বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পিতা মাতা নিত্যানন্দকে বাটীর বাহির করিতেন না। সুতরাং প্রথমে সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় ব্রাহ্মণ দম্পতির অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সন্ন্যাসীর অভিসম্পাত ভয়েই হউক অথবা আর যে কোন কারণেই হউক জনমের তরে প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে লইয়া চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দও এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে মাতৃভূমি জন্মস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীর্থ পর্য্যটনে নিযুক্ত হইলেন।

গৃহ পরিত্যাগ।

দেশ পর্য্যটন ও তীর্থ ভ্রমণে যে, কেবল যিনি ভ্রমণাদি করেন, তাঁহারই স্বার্থ সিদ্ধি হয় তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মহাপুরুষ যে যে দেশ তীর্থ প্রভৃতি স্থান দিয়া পরিভ্রমণ করেন, সেই সমস্ত স্থান গুলিও পবিত্র হয়। পাপীদিগের সংস্পর্শে স্থান সকল অত্যন্ত কলুষিত হয়। মহাত্মা সাধু সন্ন্যাসীগণের পদধূলির সেই সমস্ত পাপরাশি দূরীভূত হইয়া পবিত্রতম হয়। নিত্যানন্দ প্রভু ২০ বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বোম্বাই প্রদেশের পাণ্ডারপুর নামক তীর্থস্থানে মাধবাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।

দেশ পর্য্যটন ও তীর্থ ভ্রমণ।

বৈদ্যনাথ, গয়া, প্রয়াগ, কাশী, হস্তিনাপুর, দ্বারকা, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা, হরিদ্বার, দ্রাবিড়, বদরিকাশ্রম, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, শ্রীপর্ব্বত, মলয়-পর্ব্বত, ব্যাস-আলয়, নন্দীগ্রাম, ঋষ্য পর্ব্বত, মহেন্দ্র পর্ব্বত, মল্লতীর্থ, ধেনুতীর্থ, গোমতী, গোদাবরী, কাবেরী, গণ্ডকী, গঙ্গাসাগর বা সাগরসঙ্গম প্রভৃতি বহুদেশ, ও তুরঙ্গ-কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-দলিত বহু পর্ব্বত ভ্রমণ এবং বহু তীর্থে স্নানাদি করণান্তর কতিপয় দিবস মথুরা বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে নন্দন আচার্য্যের গৃহে প্রথমতঃ অবস্থান করেন।

"হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকিয়া ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য গোচর॥"

নিত্যানন্দের নবদ্বীপে আগমন শ্রীগৌরাঙ্গদেব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রথমতঃ নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিয়া আসিবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে নন্দন আচার্য্যের-গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সেই সময় শ্রীবাস পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইলেন না। পরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তবৃন্দ লইয়া উক্ত আচার্য্যের গৃহে পদার্পণ করিলে তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত নিত্যানন্দ প্রভুর শুভ সম্মিলন হয়।

শুভ সম্মিলন।

নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রম-নাম কুবের ছিল। ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ

নিত্যানন্দ। দেবকে নিত্য আনন্দ প্রদান করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম নিত্যানন্দ হইয়াছে। গৌরভক্তগণ এইরূপে নিত্যানন্দ নামের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

বিশ্বম্ভর ধব। কীর্ত্তন অবস্থায় চৈতন্যদেব বা বিশ্বম্ভর অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে ধরিয়া রাখিতেন বলিয়া ইঁহাকে বিশ্বম্ভর-ধব বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবধিয়া। চৈতন্য-ভাগবতে নিত্যানন্দকে "ব্রহ্ম বধিয়া," ও "মাতালিয়া" বলা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, ব্রহ্ম বধিয়া—ব্রহ্মহত্যাকারী, অর্থাৎ যিনি ব্রহ্ম বা বেদের অধিকার অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম-বধিয়া—নিত্যানন্দ।

মাতালিয়া। নিত্যানন্দকে চৈতন্যভাগবতে মাতালিয়া বলা হইয়াছে। ইহাতে তিনি যে সুরাপান করিতেন তাহা নহে। নিত্যানন্দ প্রেম-মদিরা পানে উন্মত্ত ছিলেন বলিয়া ইঁহাকে মাতালিয়া বলা হইয়াছে।

নিত্যানন্দ স্বরূপ। বৈষ্ণব গ্রন্থের স্থানে স্থানে ইঁহাকে নিত্যানন্দস্বরূপ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, নিত্যানন্দ—নিত্য আনন্দ স্বরূপ। সন্ন্যাসধর্ম্ম অনুসারে সন্ন্যাসীগণের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি দশ প্রকার উপাধি আছে। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত উপাধির কোন উপাধি গ্রহণ না করেন, তাঁহাদিগকে স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কোনরূপ যোগ পট্ট গ্রহণ না করায় ও নিত্য আত্মানন্দে

নিমগ্ন থাকায় এবং কোনরূপ আশ্রমাদির অভিমানে আবদ্ধ না থাকায় ইহাঁকে নিত্যানন্দস্বরূপ বলা হইয়া থাকে।

সাধু মহাপুরুষগণ যেরূপে দণ্ড পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরমহংস হইয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই পরমহংসগণ দ্বিবিধ—(১) দণ্ডী ও (২) অবধূত। যাঁহারা দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ড রাখিয়া দণ্ড পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা দণ্ডী; এবং যাঁহারা অবধূতি বৃত্তি সম্পাদন পূর্ব্বক পরমহংস হইয়াছেন, তাঁহারা অবধূত পরমহংস হইয়া থাকেন। এই অবধূত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা:—(১) ব্রহ্মাবধূত, (২) শৈবাবধূত, (৩) হংসাবধূত, (৪) ভক্তাবধূত।

অবধূত।

তন্ত্রশাস্ত্রকারগণ বলেন কলিযুগে বেদ লিখিত সন্ন্যাসধর্ম্ম নাই। তন্ত্রে যে অবধূত আশ্রমের বিষয় উল্লেখ আছে, তাহাই কলিযুগের সন্ন্যাস আশ্রম। পরমহংস, দণ্ডী ও অবধূত আশ্রমের বিষয় মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়, সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ, ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের চতুর্দ্দশ পটলে দ্রষ্টব্য।

সকল শ্রেণীর লোকেরই অবধূত হইবার অধিকার আছে। কিন্তু পিতা, মাতা, উপযুক্তা স্ত্রী, কিম্বা শিশু পুত্র বর্ত্তমানে কাহারই অবধূত হইবার অধিকার নাই।

১। যে সকল অবধূত ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহারা "যতি" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

২। যাঁহারা পূর্ণাভিষেক অবধূত হন, তাঁহারা "শৈবাবধূত" বলিয়া কথিত হন।

৩। যাঁহারা "হংসাবধূত" তাঁহাদের দান গ্রহণ করিবার নিয়ম

নাই। স্ত্রীসংসর্গ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইহাঁদিগের খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিভেদ নাই।

৪। ভক্তাবধূত দুইশ্রেণীতে বিভক্ত (১) "পূর্ণাবধূত" (২) "অপূর্ণ ভক্তাবধূত।" যাঁহারা পূর্ণ ভক্তাবধূত, তাঁহাদিগকে "তুরীয় পরমহংস" বলা যায়। যাঁহারা অপূর্ণ ভক্তাবধূত, তাঁহারা "পরিব্রাজক" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন।

অবধূতগণ পঞ্চতত্ত্ব সেবায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া ধর্ম্মবীরের ন্যায় ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন করিবেন। অবধূতগণের মস্তক মুণ্ডন অনাবশ্যক, লজ্জা নিবারণ জন্য কেবল কৌপীন ধারণ করিতে পারেন। অবধূতগণ সংসার-কারামুক্ত, বর্ণাশ্রম-চিহ্নশূন্য মহাপুরুষ। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সংসারের মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন না এবং তাঁহাতে বর্ণাশ্রমের কোন চিহ্নও পরিলক্ষিত হয় নাই, এজন্য তাঁহাকে অবধূত বলা হইয়া থাকে।

একচাকা গ্রাম হইতে চারি ক্রোশ দূরে বর্ত্তমান ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে ময়ূরেশ্বর গ্রামে এক মহা অজগর সর্প বাস করিত। সর্পটী মধ্যে মধ্যে গভীর গর্জ্জন করিত এবং তাহার আহারের নিমিত্ত প্রতিদিন একটী করিয়া মানুষ যাইত। এক দিন তত্রত্য এক ব্রাহ্মণ-বাড়ীর পালা পড়িয়াছে এবং সেই বাড়ী হইতে সেই দিন কে সেই অজগর সর্পের আহারের নিমিত্ত যাইবে, এই জন্য একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে বলিতেছে "তোমরা থাক, আমিই সর্পের আহারের স্বরূপ যাইতেছি।" ইতিমধ্যে এই সংবাদ নিত্যানন্দ প্রভুর কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সংসারের প্রত্যেককে বলিলেন "তোমাদের

মৌড়েশ্বর দেব।

কাহাকেও যাইতে হইবে না, আমিই যাইব।" এই বলিয়া তিনি সেই অজগর সর্পের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজ কর্ণকুণ্ডল সেই অজগর সর্পের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন ও তদবধি সর্প পৃথিবী মধ্যে লুক্কায়িত হইল; এবং নিত্যানন্দ প্রভুর কর্ণকুণ্ডল প্রস্তররূপে পরিণত হইল। এই প্রস্তরই শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজিত।

জগাই মাধাই উদ্ধার।

এই নিত্যানন্দ প্রভুই হরিদাস সহ সংকীর্ত্তন উপলক্ষে দ্বিজকুলোদ্ভব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন।

মহাপ্রভু ও ষড়্ভুজ।

নিত্যানন্দ প্রভুও সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ব্যাস পূজা করিতে হইত। নিত্যানন্দ প্রভু এই ব্যাস পূজার সময় মহাপ্রভুকে যখন মালা পরাইয়া দেন, সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গদেব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রচার ও বিবাহ।

মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ প্রভু ধর্ম্ম প্রচারার্থে নীলাচল হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বহু নর নারী শিষ্য করিয়া নিজ পরিবারভুক্ত করিলেন। পরে নবদ্বীপের উত্তরে সালিগ্রামের সূর্য্যদাস সরখেল পণ্ডিত মহাশয়ের দুইটী কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন একজনকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ এরূপও বলিতে চাহেন যে, তিনি বসুধা জাহ্নবী ভিন্ন আরও বিবাহ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

চন্দ্রমোহন, অলোকমোহন প্রভৃতি। চন্দ্রমোহন পুত্র নিত্যানন্দ তৎপুত্র গোরাচাঁদ। অলোকমোহন পুত্র কৃষ্ণগোপাল, প্রাণগোপাল। (নিত্যানন্দ হইতে অধস্তন ১১)। গোপীকৃষ্ণ দৌহিত্র রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়। রত্নকৃষ্ণ পুত্র নন্দকিশোর, তৎপুত্র রমণীমোহন। রমণীমোহন পুত্র যতীন্দ্র, মহেন্দ্র।

নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা গঙ্গাদেবীকে মাধব চট্টোপাধ্যায় বিবাহ করেন। ইহাদের পুত্র গোপীবল্লভ গোস্বামী। ইহাদের বংশধরগণ গঙ্গাবংশীয় জিরাটের গোস্বামী নামে পরিচিত।

নিত্যানন্দ প্রভুর বহু শিষ্য প্রশিষ্য ছিল। তন্মধ্যে ইঁহার দ্বাদশ শাখার নাম উল্লেখযোগ্য। সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ কতিপয়

পরিকর।

নিত্যানন্দ-শিষ্যশাখার নাম নিম্নে উল্লেখ করা গেল। উদ্ধারণ দত্ত, কৃষ্ণদাস, কংসারি সেন, গৌরীদাস, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ, আত্মারাম দাস, কানুরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস, পরমেশ্বর দাস, পুরুষোত্তম, বৃন্দাবনদাস, বাবা আউল মনোহর দাস, বলরাম দাস।

উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণ বণিকবংশে শ্রীকরচন্দ্র দত্তের ঔরসে ভগবতীর গর্ভে ১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নৈহাটীর রাজার দেওয়ান ছিলেন। ইনি শেষকালে যে স্থানে বাস করিতেন, সেই স্থানের নাম উদ্ধারণপুর।

উদ্ধারণ দত্ত।

এই গ্রাম নৈহাটির উত্তরে অবস্থিত। এইস্থানে উদ্ধারণ দত্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইনি পূর্ব্বলীলায় সুবাহু গোপাল ছিলেন।

গৌরীদাস।

গৌরীদাস, মুখোপাধ্যায়-বংশে কংসারিমিশ্রের ঔরসে কমলা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কংসারিমিশ্রের অন্য পাঁচ পুত্রের নাম দামোদর, জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, কৃষ্ণদাস, নৃসিংহচৈতন্য। ইঁহাদিগের বাসস্থান কালনার নিকট অম্বিকা গ্রাম। ইঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস শালিগ্রাম। গৌরীদাসের পত্নীর নাম বিমলা দেবী। এই গৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের বংশধরগণ অদ্যাপিও অম্বিকায় বাস করিতেছেন। গৌরীদাস পূর্ব্বলীলায় সুবল ছিলেন।

জগদীশপণ্ডিত।

জগদীশ পণ্ডিত পূর্ব্বলীলায় সৌরভিণী সখী ছিলেন। ইঁহার বংশধরগণ ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন জাফরগঞ্জের নিকট ধুবরীয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ১৪২৮ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা। ইনি নৈহাটীর নিকট ঝামঠপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইনিই চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ১৫০৪ শকের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ইঁহার অন্তর্দ্ধান হয়।

কানুরাম দাস।

কানুরাম দাস, বৈদ্যবংশে সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের ঔরসে জাহ্নবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, দ্বাদশ দিনের শিশুসন্তান কানুরাম দাসকে রাখিয়া ইঁহার মাতা জাহ্নবী মানবলীলা

সংবরণ করিলে, নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবী তাঁহাকে প্রতিপালন করেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবীর সহিত পুরুষোত্তমের স্ত্রী জাহ্নবীর "সই" পাতান ছিল।

সুখসাগর নামক গ্রাম ইহাদের বাসস্থান ছিল, পরে, বোধ-খানা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই বংশধর ৺কৃষ্ণকমল গোস্বামী ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন জন্মগ্রহণ করেন, ও পরে "স্বপ্নবিলাস", "রাই উন্মাদিনী", "বিচিত্র-বিলাস" প্রভৃতি গীতিকাব্য রচনা করিয়া বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন দাস, শ্রীবাসের ভ্রাতার কন্যা নারায়ণীর সন্তান। ইনি অষ্টাদশ মাস গর্ভে থাকিয়া ১৪২৯ শকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যমঙ্গল বা চৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন। ইঁহার রচিত অন্যান্য আরও গ্রন্থ আছে। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। বৃন্দাবন দাস ১৫১১ শকে ৮১ বৎসর বয়সে অন্তর্ধান হন।

বৃন্দাবন দাস।

বলরাম দাস বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সত্যভানু উপাধ্যায়ের পুত্র। পূর্ব্বে ইঁহাদিগের পূর্ব্ববঙ্গে বাসস্থান ছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া নদীয়া জেলার কৃষ্ণ-নগরের নিকটবর্ত্তী দোগাছী গ্রামে বাস করেন। ইঁহার ভজনপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার নিজ মস্তকের শিরোভূষণ—"পাগড়ী" বলরাম দাসকে প্রদান করেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিবস বলরামের তিরোভাব উপলক্ষে যে "মেলা হইয়া থাকে, সেই সময় অনেক

বলরাম দাস।

বৈষ্ণব সেই স্থানে গমন করিয়া বলরাম দাসের বংশধরগণের নিকট অদ্যাপি সেই পবিত্র "নিত্যানন্দ পাগড়ী" দর্শন করিয়া থাকেন।

বলরাম দাস পূর্ব্বলীলায় সুমন্দিরা সখী ছিলেন। অন্য এক বলরান দাস ছিলেন, তিনি পূর্ব্বলীলায় বড়াই বুড়ী ছিলেন বলিয়া কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিঙ্কর।

নারায়ণদাস গুপ্ত, কৃষ্ণদাস গুপ্ত, দেবানন্দ গুপ্ত ও মনোহর গুপ্ত এই চারি ভ্রাতা নিত্যানন্দের ভক্ত কিঙ্কর বলিয়া পরিচিত।

নিত্যানন্দতিলক।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন তিলকধারণ-পদ্ধতি আছে। নিত্যানন্দ-পরিবার-ভুক্ত ব্যক্তিগণের "বংশ-পত্রিকার" ন্যায় তিলক ধারণ করিবার নিয়ম উল্লেখ আছে।

অন্তর্ধান।

কোন্ সময় যে নিত্যানন্দ প্রভুর অন্তর্ধান হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কেহ কেহ ১৪৬৪ শকে নিত্যানন্দ অপ্রকরের সময় নির্ণয় করিয়াছেন।

সামাজিক অবস্থা।

বন্দ্যবটী গাঁই সম্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগণ কৌলিন্য মর্য্যাদা ভ্রষ্ট হইয়া বংশজদি দোষে দূষিত হইলে তাহারা বাড়ুরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। নিত্যানন্দের পিতামহ সুন্দরামল্ল বাড়ুরী সে শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না। ইহারা রাঢ়ীব ব্রাহ্মণ সমাজে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সন্দিগ্ধ বটব্যাল শ্রোত্রিয়রূপে পরিগৃহিত হইয়াছেন। এই সম্বন্ধে কুলকল্পতরু গ্রন্থে নিম্নখিত বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(তাহা পর পৃষ্ঠায় লিখিত হইল।)

"সিন্দুরামল্লক গাঁই আছিল নিতাই।
অবধৌত কল্পতরু বন্দ্যবংশ গাঁই ॥
*　　　*　　　*
উভয় বর্জ্জনে বীর সঙ্কেত হইল।
কুলাচার্য্য বটব্যাল রটনা করিল ॥"

বীরভদ্রের বংশধরগণ আপনাদিগকে শুদ্ধ শ্রোত্রিয় বটব্যাল (বড়াল গ্রামী) বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু উক্তবংশের রাঢ় দেশে স্থিত ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে শুদ্ধগামল্ল বাড়ুরীয় সন্তান বলিয়া আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

বীরভদ্রী থাক।
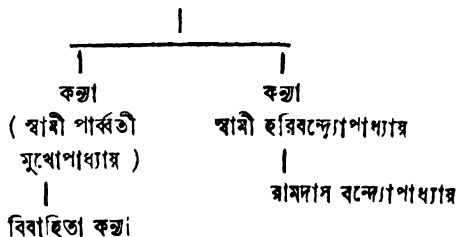
নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্রের নাম বীরভদ্র গোস্বামী এবং কন্যার নাম গঙ্গাদেবী। মাধব চট্টোপাধ্যায় গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করেন। ইহাদিগের বংশধরগণ জিরাটের গোস্বামী নামে পরিচিত। বীর-ভদ্র গোস্বামীর গাঞি অজ্ঞাত থাকায় কুলজ্ঞ ও ঘটকগণ তাঁহাকে

সন্দিগ্ধ বটব্যালরূপে সমাজে গ্রহণ করেন। ফুলিয়া মেলের পার্ব্বতী নাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত বীরভদ্র গোস্বামীর কন্যা বিবাহ করিয়া দোষ প্রাপ্ত হইলে তাহার কন্যাকে কুলীন সন্তান মধ্যে কেহই বিবাহ করিতে স্বীকার করিলেন না। শেষে পার্ব্বতীনাথ গয়ঘড় লক্ষ্মীকান্ত বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র হরিবন্দ্যকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তৎসঙ্গে নিজ কন্যা বিবাহ দিলেন কিন্তু হরিবন্দ্যো পরদিন বাসি-বিবাহ না করিয়া পলায়ন করেন। পার্ব্বতীনাথ হরিবন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন অনুসন্ধান না পাইয়া হরিবন্দ্যোর পুত্র রামদাসকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বলিলেন গত কল্য তুমিই আমার কন্যা বিবাহ করিয়াছ তোমাকেই বাসি-বিবাহ করিতে হইবে।

এই ভাবে হরি বন্দ্যোর পুত্র রামদাসের সহিত পার্ব্বতীনাথের কন্যার বাসি বিবাহ সম্পন্ন হইল। পূর্ব্বে কানু রায়ের দুই কন্যার মধ্যে হরি বন্দ্যোর সহিত এক কন্যার বিবাহ হয় এবং পার্ব্বতী নাথের সহিত অপর কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ইহাতে পার্ব্বতী নাথের কন্যা রামদাসের প্রথমতঃ ভগ্নি ছিল। হরিবন্দ্যো উক্ত কন্যা বিবাহ করায় ঐ কন্যা রামদাসের বিমাতা হয় এবং পরে বাসি বিবাহ দ্বারা উক্ত কন্যা রামদাসের স্ত্রী হয়। এই ঘটনা হইতে বীরভদ্র থাকের উৎপত্তি হয়।

এ সম্বন্ধে মুলো পঞ্চাননের একটী শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

"হরি সুত রামদাস বিমাতার পতি।
মুখের কন্যা বিহা করি গেল তার জাতি॥
কন্যার বরের মাতা দুই সহোদরা।
বিমাতা ভগিনীপতি কোথা আছে কারা॥"

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব্ব ইতিহাস।

নিত্যানন্দ প্রভু পূর্ব্বলীলায় দ্বাপরে বলরাম ছিলেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপে আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে তিনি একচাকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ নিত্যানন্দ-শরীরে প্রবেশ করেন, এরূপও কোন কোন প্রামাণিক বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। পূর্ব্বলীলায় বলরাম শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। গৌরাঙ্গলীলায়ও ঐরূপ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক বিধায় বিশ্বরূপের নিত্যানন্দ শরীরে প্রবেশ অসম্ভব নহে। পূর্ব্বলীলায় রোহিণী বলরামের মাতা ছিলেন। গৌরাঙ্গলীলায় পদ্মাবতীকে রোহিণী বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বলীলায় বলরামের বারুণী ও রেবতী নামে দুইটী স্ত্রী ছিলেন। গৌরাঙ্গলীলায় সেই বারুণী বসুধা রূপে ও রেবতী জাহ্নবী রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

"বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয়া দোহে অতুলন প্রভা॥
সূর্য্যসম তেজ শ্রীল সূর্য্যদাস যেঁহো।
পূর্ব্বে যে ককুদ্মী নাম মহারাজা তেঁহো॥
রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।
করিতে আছিলা লীলা অপূর্ব্ব বিনোদ॥"

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ।

পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন :—

হরি হরি বড় দুঃখ রহিল মরমে।
গৌর কীর্ত্তন রসে জগজন মাতল,
বঞ্চিত মো হেন অধমে ॥
"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচী সুত হলো সেই
বলরাম হইল নিতাই।"

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
সাক্ষী তার জগাই মাধাই ॥
হেন প্রভুর শ্রীচরণে, রতি না জন্মিল কেনে,
না ভজিলাম হেন অবতার ;
দারুণ বিষয় বিষে সতত মজিয়া রৈনু
মুখে দিনু জ্বলন্ত অঙ্গার ॥
এমন দয়াল দাতা, আর না পাইবে কোথা,
পাইয়া হেলায় হারাইনু।
গোবিন্দ দাসিয়া কয়, অনলে পড়িনু নয়,
সহজেই আত্মঘাত হইনু ॥

নরোত্তম দাস নিম্নলিখিত পদে বলিতেছেন :—

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু।
মনুষ্য জনম পাঞা, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥ ধ্রু ॥
গোলকের প্রেমধন, হরিনাম সংকীর্ত্তন,
রতি না হইল কেন তায়।

সংসার দাবানলে, নিরবধি হিয়া জ্বলে
জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥
নন্দের নন্দন যে, শচীর নন্দন সে,
বলরাম আপনি নিতাই।

দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এই বার।
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার॥

পদকর্ত্তা কৃষ্ণদাস নিম্নলিখিত পদে বলিতেছেন ঃ—

রাঢ় দেশে নাম এক চাকা নাম
হারাই পণ্ডিত ঘর।
শুভ মাঘ মাসি, শুক্লা ত্রয়োদশী
জনমিলা হলধর॥

হারাই পণ্ডিত অতি হরষিত
পুত্র মহোৎসব করে।
ধরণী মণ্ডল করে টলমল
আনন্দ নাহিক ধরে॥
শান্তিপুর নাথ মনে হরষিত
করি কিছু অনুমান।

অন্তরে জানিলা বুঝি জনমিলা
কৃষ্ণের অগ্রজ রাম ॥
বৈষ্ণবে মন হইল প্রসন্ন
আনন্দ সাগরে ভাসে।
এ দীন পামর হইবে উদ্ধার
কহে দীন কৃষ্ণদাসে ॥

পদকর্ত্তা আত্মারাম দাস বলিতেছেন,—

আরে মোর নিতাই নায়র।
সংসার সায়র জীবের জীবন
নিতাই মোর সুখের সায়র ॥
অবনী মণ্ডলে আইলা নিতাই
ধরি অবধূত বেশ।
পদ্মাবতী নন্দন বসু জাহ্নবীর জীবন
চৈতন্য লীলায়ে বিশেষ ॥
রাম অবতারে অনুজ আছিলা
লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ অবতারে গোকুল নগরে
জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম ॥
গৌর অবতারে নদীয়া বিহরে
ধরে নিত্যানন্দ নাম।
দীনহীন যত উদ্ধারিলা কত
বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥

হরিদাস ঠাকুর।

বৈষ্ণব গ্রন্থে ৭ জন হরিদাসের নাম উল্লেখ আছে। যথা :— (১) ছোট হরিদাস; (২) বড় হরিদাস; (৩) দ্বিজ হরিদাস; (৪) পণ্ডিত হরিদাস; (৫) নিত্যানন্দ শাখার হরিদাস ব্রহ্মচারী; (৬) গদাধর শাখায় হরিদাস ব্রহ্মচারী; (৭) হরিদাস ঠাকুর বা ব্রহ্ম হরিদাস। ব্রহ্ম হরিদাসের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

সুমতি নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে গৌরী দেবীর গর্ভে হরিদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। সুমতি ও গৌরী এই ব্রাহ্মণ দম্পতীর হরিনামের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল। নামই ব্রহ্ম এই বিশ্বাসে, এই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাঁহার নাম ব্রহ্মহরিদাস রাখা হইল।

জন্ম।

হরিদাসের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। মাতা গৌরীদেবীও তৎস্বামীর সহগামিনী হইলেন। তদবধি ব্রহ্ম-হরিদাস প্রতিবাসী যবন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; কিন্তু যবনগৃহে প্রতিপালিত হইলেও তিনি শৈশব কাল হইতেই অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। এই জন্য গোরাই কাজী ও মুলুক কাজী প্রভৃতি মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ ইঁহাকে হরিনাম ছাড়াইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন।

পিতৃমাতৃহীন।

হরিনাম ছাড়াইবার অভিলাষে ইঁহাকে বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া বেত্রঘাত করা হইল, কিন্তু তথাপি সাধু হরিদাস কিছুতেই হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। এইরূপ বহু অত্যাচারেও যখন হরিদাস হরিনাম ত্যাগ করিলেন না,

শাস্তি।

তখন সকলে তাঁহাকে প্রকৃত হিন্দু বলিয়া ছাড়িয়া দিল। তদবধি তিনি ফুলিয়া গ্রামে পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন।

হরিদাস এই সময় হইতে প্রতিদিন ৩ লক্ষ করিয়া হরিনাম জপ করিতেন, কিন্তু সে স্থান তাঁহার নিরাপদ হইল না। জনৈক বেশ্যা কোন জমিদারের প্ররোচনায় হরিদাসের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সঙ্গগুণে বেশ্যার হরিভক্তির উদয় হইল।

ধর্ম্মে বিঘ্ন।

হরিদাস সেই বেশ্যাকে তাঁহার নিজ আশ্রম ছাড়িয়া দিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের কীর্ত্তনের সহিত যোগদান করিলেন।

শুভ সম্মিলন।

অনেক দিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর আদেশে নাম প্রচার করেন। পরে ভাদ্র মাসে শুক্ল চতুর্দ্দশী তিথিতে ইঁহার তিরোভাব হয়।

তিরোভাব।

হরিদাসের পূর্ব্ব ইতিহাস।

দ্বাপরেতে কৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে ব্রহ্মার ভ্রম হয়। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতার কি না তাহা জানিবার নিমিত্ত বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং গোচারণ সময়ে শ্রীকৃষ্ণের ধেনুবৎস হরণ করেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ মায়া দ্বারা পুনরায় পূর্ব্বরূপ ধেনুবৎস সকল সৃষ্টি করিলেন। তখন ব্রহ্মা বুঝিলেন যে, স্বয়ং ভগবান্ই বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণাবতার হইয়াছেন এবং তখন ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বহু প্রকার স্তব স্তুতি দ্বারা তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। ব্রহ্মা ধেনুবৎস হরণ কা[illegible]ন্য শ্রীকৃষ্ণ

তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, ধেনুবৎস হরণ করিবার জন্য যবনগৃহে থাকিতে হইবে। সেই জন্য ব্রহ্মা মর্ত্ত্যধামে আসিয়া হরিদাসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া যবনগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

ছোট হরিদাস।

ছোট হরিদাস।

ছোট হরিদাস নবদ্বীপে গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মধুর ছিল জন্য তিনি মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন।

এই ছোট হরিদাসের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন। নীলাচলেও এই ছোট হরিদাস সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। মহাপ্রভুও এই হরিদাসকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু দৈবাধীন একদিন এই হরিদাস শিখী মাহিতীর ভগিনী পরম তপস্বিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য নিজ ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল পরিবর্ত্ত করিয়া উত্তম চিক্কণ চাউল আনিয়া ছিলেন জন্য মহাপ্রভু এই ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেন। পুরী গোস্বামীর অনুরোধেও মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে গ্রহণ করিলেন না।

ছোট হরিদাস প্রয়াগে যাইয়া ত্রীবেণীতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে ইনিই খোল বাদ্যের প্রচলন করিয়া বৈষ্ণব সমাজে সম্মানিত হন।

ফুলের মুখটী নৃসিংহের সান্তন দ্বিজ হরিদাস। দ্বিজ হরিদাস রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। ইহারও

গৌরগত প্রাণ ছিল। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বৃন্দাবনে ইনি দেহরক্ষা করেন। ইহার দুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীদাসের বংশধরগণ বর্ত্তমানে সাঠিগ্রামে এবং গোকুলানন্দের বংশধরগণ চৈত্রা বৈদ্যপুরগ্রামে বাস করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত নিত্যানন্দ শাখায় একজন হরিদাস ব্রহ্মচারী ছিলেন এবং গদাধর শাখায় অন্য একজন হরিদাস ছিলেন।

পণ্ডিত হরিদাস শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার অধ্যক্ষ ছিলেন। যথা :—

"সেবার অধ্যক্ষ শ্রীপণ্ডিত হরিদাস।
তার যশোগুণ সর্ব্ব জগতে প্রকাশ॥

চৈতন্যচরিতামৃত।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য।

অদ্বৈতাচার্য্যের প্রপিতামহ নরসিংহ মিশ্র বা নরসিংহ নাড়িয়াল গৌড়ের বাদসাহ গিয়াসুদ্দিনের পৌত্রের কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাদশাহের কার্য্যোপলক্ষে শান্তিপুরে আসিয়া প্রথমতঃ বাস করেন এবং পরে উক্ত শান্তিপুরে বাসভবন নির্ম্মাণ করেন।

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউড় গ্রামে দিব্যসিংহ নামক জনৈক রাজা ছিলেন। নরসিংহ মিশ্রের পৌত্র কুবের আচার্য্য এই লাউড়ের রাজার মন্ত্রী ছিলেন। এই কুবের আচার্য্যের

জন্ম।

ঔরসে নাভা দেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শাকে মাঘমাসে শুক্ল সপ্তমী তিথিতে লাউড় গ্রামে কুবের আচার্য্যের ৮০ বৎসর বয়সের সময় অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্ব্ব নাম কমলাক্ষ আচার্য। লক্ষ্মীকান্ত, শ্রীকান্ত, হরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল এবং কীর্ত্তিচন্দ্র এই ছয় জন—আচার্য্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রীয় রত্নাবলী গাঁঞি সম্ভূত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

আচার্য্যপ্রভু বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন তজ্জন্য

বিদ্যা।

ইঁহার "বেদপঞ্চানন" উপাধি ছিল। কথিত আছে, মহাপ্রভু ইঁহার নিকট কয়েক দিন বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করেন।

আচার্য্য প্রভু, সীতাঠাকুরাণী ও শ্রী এই ২ জনের পাণিগ্রহণ করেন। সীতাঠাকুরাণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া

বিবাহ। অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থে ও কীর্ত্তনাদিতে আচার্য্য প্রভু সীতানাথ বলিয়া অভিহিত।

"তাঁহার নন্দন শ্রীল অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী নাম্নী দুই॥
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু প্রতি যার স্নেহের বিলাস।"

অদ্বৈত বংশের একদেশ বংশাবলী।
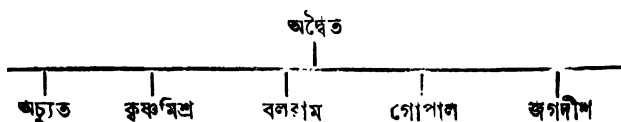
অচ্যুত ১৪১৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন।

কৃষ্ণমিশ্রের দুই পুত্র রঘুনাথ ও দোলগোবিন্দ।

রঘুনাথের বংশে পণ্ডিত মদনগোপাল গোস্বামীর জন্ম।

দোলগোবিন্দের বংশধরগণ ঢাকা জেলায় উথলী গ্রামে বাস করিতেছেন।

বলরামের ১০ পুত্র মধ্যে মধুসূদন, দৈবকী নন্দন, রামচন্দ্র, কুমুদানন্দ, কামদেব, [illegible], নিত্যানন্দ ও মথুরেশ প্রসিদ্ধ। মধুসূদনের বংশীয় গোস্বামীগণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে অভিহিত। দৈবকীনন্দন বংশীয় গোস্বামীগণ আতাবনে গোস্বামী নামে অভিহিত। কুমুদানন্দ বংশীয় গোস্বামীগণ পাগলা গোস্বামী নামে খ্যাত। মথুরেশ বংশীয় গোস্বামীগণ শান্তিপুরের

বড় গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ। মথুরেশের ৩ পুত্র রাঘবেন্দ্র, ঘনশ্যাম, রামেশ্বর। ঘনশ্যামের সন্তানগণ শান্তিপুররে মঠো গোস্বামী বা মধ্যম বাড়ীর গোস্বামী নামে পরিচিত।

শান্তিপুরের এই অদ্বৈত বংশীয় গোস্বামী বংশে মদন গোপাল গোস্বামী, নীলমণি গোস্বামী, বিজয় গোপাল গোস্বামী, গোরাচাঁদ গোস্বামী, অদ্বৈত চরণ গোস্বামী, শ্রীবাস গোস্বামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মহোদয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অদ্বৈত বংশের গোস্বামীগণ নদীয়া জেলার শান্তিপুর, মেহেরপুর, কুমারখালী, পাবনা জেলার বাহাদুরপুর, ঢাকা জেলার উথলী, নটাখোলা, ফরিদপুর জেলার গোপালপুর, ঘোপেরহাট, যশোহর জেলার তেঘড়ি, গড়ইটুপী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন।

পরিকর।

অদ্বৈত প্রভুর বহু শিষ্য ছিল। শিষ্যশাখাগণের মধ্যে ঈশান, অনন্তদাস, গোপালদাস, বিষ্ণুদাস ও অনন্ত আচার্য্যের নাম উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈততিলক।

ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্নরূপ তিলক ধারণ করা পদ্ধতি আছে। অদ্বৈত-পরিবারভুক্ত বৈষ্ণবগণের বটপত্রের ন্যায় তিলক ধারণ করিবার নিয়ম।

শ্রীপাট।

আচার্য্য প্রভু লাউড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীহট্ট জেলার নবগ্রামে কয়েক দিন বাস করেন। পরে নবগ্রাম হইতে শান্তিপুরে নিজ বাসভবন স্থির করেন।

তিরোভাব।

আচার্য্য প্রভু ১২৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। পরে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান হইবার প্রায় ২৫ বৎসর পর ১৪৮০ শকে ১৫৫৭ খ্রীঃ অব্দে আচার্য্য প্রভু অন্তর্ধান হইয়াছেন।

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর পূর্ব্ব ইতিহাস।

পূর্ব্বে কুবের দেবাদিদেব মহাদেবকে পুত্রভাবে প্রাপ্তি কামনায় বহুবিধ কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেব কুবেরের সেই আরধনায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিয়া "তথাস্ত" বলিয়া বর প্রদান করেন। এবং স্বয়ং কুবেরের পুত্র হইবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। তৎপর বারেন্দ্রকুলে কুবের কুবেরাচার্য্যরূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবং প্রাপ্ত বয়সে নাভা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে কুবের আচার্য্যের ঔরসে নাভা দেবীর গর্ভে মহাদেব শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্বৈতাচার্য্যের সহধর্ম্মিণী সীতা ঠাকুরাণীকে কৈলাসের দেবী ভগবতী বলা যাইতে পারে। ইঁহার দুইজন সহচরী ছিল। তাহাদের নাম নন্দিনী ও জঙ্গলী। ইহারা পূর্ব্বে কৈলাসের জয়া ও বিজয়া রূপে দেবী ভগবতীর সহচরী ছিল।

"নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।
পূর্ব্বে যেহো শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥"

শ্রীশ্রীভক্তমাল।

অদ্বৈতাচার্য্য পুত্র অচ্যুতানন্দ কার্ত্তিকেয় বলিয়া বর্ণিত।

কোন কোন গ্রন্থে আচার্য্যপ্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার কোন কোন গ্রন্থে ব্রজের গোপেশ্বর নামে বর্ণিত।

"কৈলাসে পার্ব্বতীনাথ ব্রজে গোপেশ্বর।"

ঈশাননাগর

ও

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ঈশাননাগর বংশ।
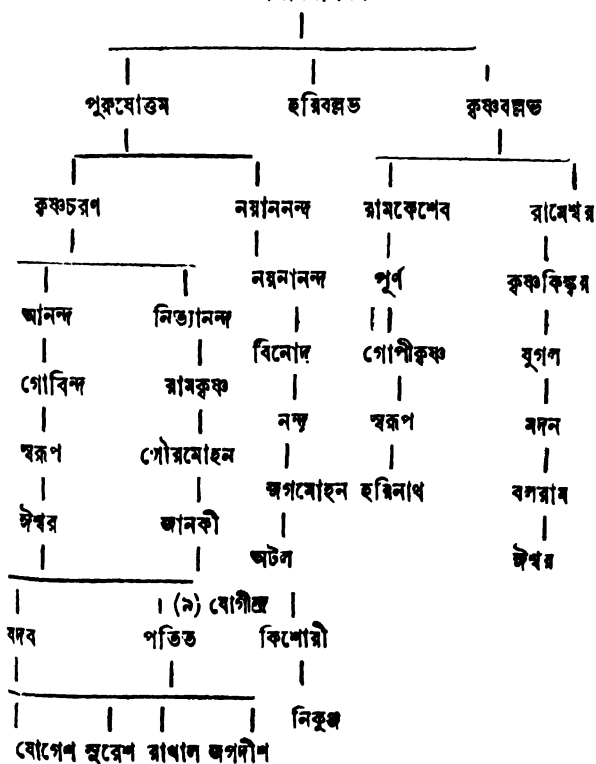
ঈশাননাগর নামক একজন মহাত্মা অদ্বৈতাচার্য্যের পালক পুত্র ও মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। ১৪১৪ শকে ঈশান নাগর ও অদ্বৈত আচার্য্য পুত্র অচ্যুত জন্ম গ্রহণ করেন। ঈশাননাগর অদ্বৈতাচার্য্যের আদেশমতে অদ্বৈত প্রকাশ নামক গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ১৪৯০ শকে উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কথিত আছে ঈশাননাগর ১০ বৎসর বয়সের সময় বিবাহ করিয়া মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন ঝাকপাল গ্রামে বাস করেন।

এই ঈশান নাগরের (১) পুরুষোত্তম, (২) কৃষ্ণবল্লভ, (৩) হরিবল্লভ, এই তিন পুত্র ছিল।

ঈশান নাগরের আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগণার অন্তর্গত নবগ্রাম। ইনি শান্তিপুর হইতে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ঝাকপাল গ্রামে আসিয়া বৃন্দাবন চন্দ্র নামক বিগ্রহ স্থাপন করতঃ তথায় বাস করেন। পতিত যোগেশ সুরেশ প্রভৃতি ঝাকপাল আছেন। (৯) যোগেন্দ্র ফরিদপুর জেলার হয়দারপুর গ্রামে বাস করেন। হরিনাথ ফরিদপুর জেলার সোণাকন্দর গ্রামে বাস করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ছয় গোস্বামী ও পার্ষদ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত, এই তিন মহাপুরুষ তিন প্রভু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। গো অর্থ ইন্দ্রিয় যাহারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ তাহারাই গোস্বামী পদ বাচ্যতিৎকালে (১) শ্রীরূপ, (২) সনাতন, (৩) শ্রীজীব, (৪) গোপাল ভট্ট, (৫) রঘুনাথ ভট্ট, (৬) রঘুনাথ দাস। এই ছয়জন ছয় গোস্বামী নামে প্রসিদ্ধ।

(১) শ্রীরূপ, (২) সনাতন এবং (৩) শ্রীজীব গোস্বামী যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহাদের সপ্তম পুরুষের একদেশ বংশাবলী নিম্নলিখিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বজ্ঞ
(কর্ণাট প্রদেশের রাজা)
|
অনিরুদ্ধ
|
রূপেশ্বর
|
পদ্মনাভ
|
মুকুন্দ
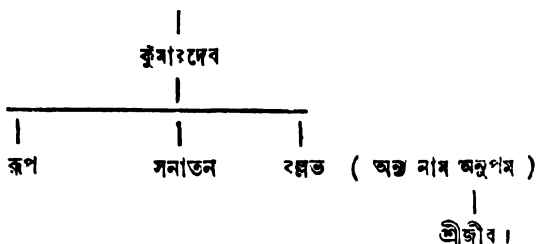
পদ্মনাভ বর্ত্তমান নৈহাটীতে আসিয়া বাস করেন। পরে রূপ সনাতন হোসেন সাহ বাদসাহের উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামকেলীতে বাস করিতেন। রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় রূপের "সাঁকর মল্লিক" এবং সনাতনের "দবির খাস" উপাধি ছিল। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্ট ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক রামকেলীর নিকট ভট্টগ্রামে স্থাপন করেন। ইঁহারা অত্যন্ত কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন। মহাপ্রভুর প্রথমবার বৃন্দাবনযাত্রার সময় রূপ সনাতনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই সময় ইঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পরে মহাপ্রভু বৃন্দাবনযাত্রা করিলে অনুপম সহ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রয়াগে যাইয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তৎপর মহাপ্রভুর আদেশক্রমে বৃন্দাবনে গমন করিয়া লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে লাগিলেন এবং অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামীর রাজকার্য্যে অমনো-যোগ হইল। ইঁহারও গৌরগত প্রাণ। কিরূপে শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত মিশিবেন, সেই চেষ্টাই করিতে লাগিলেন। এদিকে রাজ-কার্য্য বিশৃঙ্খল হওয়াতে সনাতন গোস্বামী বন্দী হইলেন। কারা-গারের অধ্যক্ষকে শতসহস্র মুদ্রা ও অনেক অনুনয় বিনয় দ্বারা

বাধ্য করিয়া কারাগার হইতে পলায়ন পূর্ব্বক ঈশান নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া গৌরাঙ্গ অন্বেষণে বাহির হইলেন। পথিমধ্যে পিতৌড়া পর্ব্বতে দস্যুহস্তে পতিত হইলেন। সেখানে দস্যুগণকে স্বর্ণমুদ্রাদি দিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তি পাইলেন, এবং ঈশানকে বিদায় দিয়া একাকী গৌর অনুসন্ধানে চলিলেন। পথে ভগ্নীপতি শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। শ্রীকান্ত সনাতনকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে শ্রীকান্ত সনাতন গোস্বামীকে একখানা ভোট-কম্বল দিলেন। তিনি শ্রীকান্তের বিশেষ অনুরোধে কম্বল-খানা গ্রহণ পূর্ব্বক কাশীধামে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হই-লেন। মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে ভোট-কম্বলখানা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরে মহাপ্রভুর নিকট অনেক আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহার আদেশক্রমে বৃন্দাবনে গমন করিলেন কায়স্থ-কুলোদ্ভব সুবুদ্ধি খাঁ কোন সময়ে গৌড়ের প্রতাপশালী রাজা ছিলেন এবং হোসেন সাহ ইহার রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই সুবুদ্ধি খাঁ গৌরাঙ্গকৃপায় পরম বৈষ্ণব হইয়া এই সময়ে বৃন্দাবনে বাস করিতেন। ইনি সনাতনকে অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। রূপ ও অনুপম দুই ভাই শেষে বৃন্দা-বন হইতে সনাতনের অনুসন্ধানে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে শ্রীরূপ, অনুপমের পুত্র ও শ্রীরূপের মন্ত্রশিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী, সকলেই একত্রে বৃন্দাবনে অবস্থান পূর্ব্বক বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ ও ভক্তি-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নে ইহারাই বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয়।

সনাতন গোস্বামী ১৪১০ শকে জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষ জীবনে ৪৩ বৎসর পর্য্যন্ত বৃন্দাবন অবস্থান করিয়া ১৪৮৬ শকে অপ্রকট হইয়াছিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী ১৪১১ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ২৭ বৎসর গৃহস্থাশ্রমে ছিলেন। পরে ১৪৮০ শকে ইহার অন্তর্ধান হয়।

শ্রীজীব গোস্বামী ১৪৫৫ শকে জন্মগ্রহণ করনান্তর ২০ বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে অবস্থান করিয়া শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। ১৫৪০ শকে শ্রীজীব গোস্বামীর অন্তর্ধান হয়।

শ্রীনিবাস।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চাখণ্ডী গ্রামে ১৪৩৫ শকে (অন্যমতে ১৪৬৬ শকে) শ্রীনিবাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চৈতন্যদাস, অন্যনাম গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য। ইহারা সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ বংশীয় ঘণ্টাগাঞি সম্ভূত ব্রাহ্মণ।

শ্রীনিবাসের মাতার নাম লক্ষ্মীদেবী। যাজিগ্রামের বলরাম আচার্য্য লক্ষ্মী দেবীর পিতা ছিলেন।

শ্রীনিবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষে উৎকলে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানবার্ত্তা অবগত হইয়া সে আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীধামের কেবল গৌরভক্তবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে

শ্রীধাম বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী পাঠ অভ্যাস করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম শিক্ষা করতঃ ভক্তিতত্ত্বে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসকে "আচার্য্য উপাধি প্রদান করেন। শ্রীনিবাস গোপালভট্টের মন্ত্রশিষ্য। এই শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও উৎকল দেশের শ্যামানন্দ পুরী সহ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার জন্য অনেক বৈষ্ণবগ্রন্থ লইয়া বনবিষ্ণুপুরের পথে আসিতেছিলেন। কিন্তু গোপালপুর নামক স্থানে তথাকার রাজা বীর হাম্বীর রায়ের দস্যুগণ কর্ত্তৃক সেই অমূল্য গ্রন্থগুলি অপহৃত হয়। শ্রীনিবাস আচার্য্য সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রন্থগুলির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। একদিন বীর হাম্বীরের বাড়ীতে ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং শেষে রাজা ও শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে নিজেই ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। এই ভাগবত পাঠ শ্রবণে রাজা বীর হাম্বীর সন্তুষ্ট হইয়া অপহৃত গ্রন্থনিচয় প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইলেন। ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য দুই বিবাহ করেন। প্রথম স্ত্রীর নাম ঈশ্বরী দেবী এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া। কেহ কেহ ইহার নাম পদ্মাবতী বলেন। পদ্মাবতীর পিতার নাম পশ্চিম-গোপালপুর নিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী। শ্রীনিবাস আচার্য্যের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। (১) জ্যেষ্ঠপুত্র বৃন্দাবনবল্লভ (২) দ্বিতীয় পুত্র রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, (৩) তৃতীয় পুত্র গতি গোবিন্দ।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের একদেশ বংশাবলী
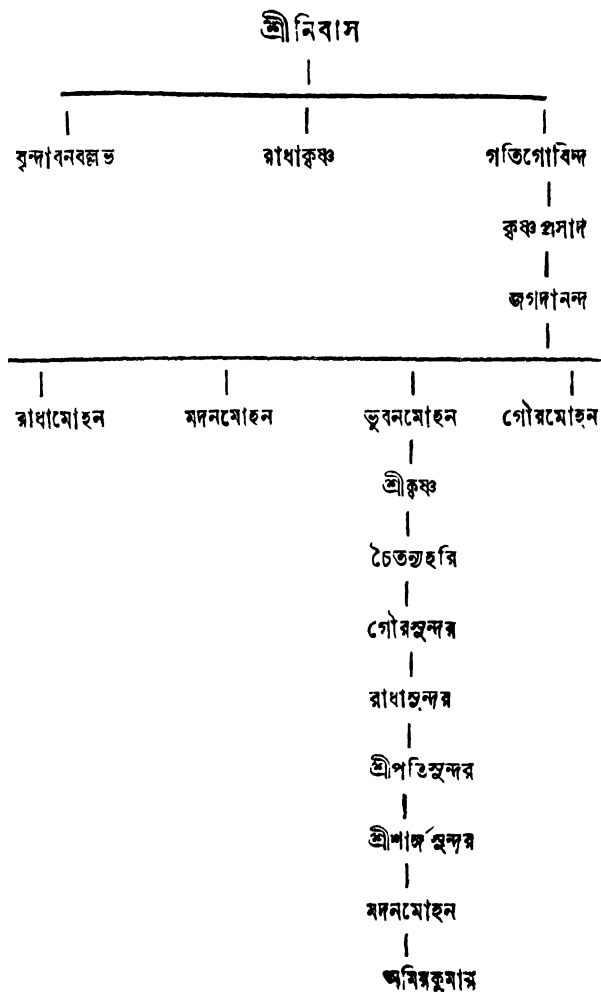
শ্রীনিবাসের তিন কন্যার নাম (১) কৃষ্ণপ্রিয়া, (২) * হেমলতা, (৩) ফুলঝি ঠাকুরাণী।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ পদকর্ত্তা। গতিগোবিন্দের পৌত্র জগদানন্দ পদকর্ত্তা। রাধামোহন ১৬২০ শকে (অন্যমতে ১৬২১ শকে) জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি মহারাজা নন্দকুমার ও পুটীয়ার রাজা রবীন্দ্র নারায়ণের গুরুদেব ছিলেন।

রাধামোহন পদামৃত গ্রন্থের সম্পাদক ছিলেন। ইনি মালিহাটী গ্রামে বাস করিতেন। ১১২৫ সালে মুর্শিদাকুলী খাঁর দরবারে স্বকীয়া ও পরকীয়া ভাবের বিষয় লইয়া যে বিচার হয় সেই বিচারে ইনি উপস্থিত ছিলেন। ১৭০০ শকে ইনি পরলোক গমন করেন।

গৌরসুন্দর পদকর্ত্তা ছিলেন এবং নববিধান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সংস্থাপক কেশব চন্দ্র সেন প্রথমে ইহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীপতি সুন্দর চিত্রকাব্য নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার। ভুবনমোহনের বংশধর মদনমোহন প্রভৃতি মুর্শিদাবাদ জেলার সোমপাড়া ডাকঘরের অধীন মাণিক্যহার গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুর গ্রামনিবাসী চৌহান ক্ষত্রিয়-

বীর হাম্বীর ও মদনমোহন।

বংশের রঘুবর সিংহের পুত্র গোপাল ৬৩৪খ্রীঃ অব্দে লাউ গ্রামের পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের গোশালায় জন্মগ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে মল্লরাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রায় পঞ্চাশ

---

* মণিপুরবাসী গোপীজনবল্লভ চট্টরাজ হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। হেমলতা দেবী অর্দ্ধকালী নামে প্রসিদ্ধা ছিলেন।

পুরুষ অধস্তন রাজা বীর হাম্বীর তাহার গুরুদেব শ্রীনিবাস প্রভুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে যাজি গ্রামে গমন করিবার সময় বীরভূম জেলার বৃষভানুপুর গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে অতিথি ভাবে রাত্রিযাপন করেন। এই ব্রাহ্মণ গৃহে শ্রীশ্রীমদনমোহন ও রাধারাণী বিরাজ করিতেন। বীর হাম্বীর মদনমোহন বিগ্রহের রূপমাধুরী দর্শনে মুগ্ধ হইয়া আত্মসাৎ করিবার ইচ্ছা করিলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন বিগ্রহ ও বীর হাম্বীরের মনোগত ভাব বুঝিয়া স্বপ্নাদেশ করলেন যে যাজিগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে বিষ্ণুপুরে লইয়া যাইবে। আদেশ অনুসারে কার্য্যও হইল। রাজা বীর হাম্বীর শ্রীশ্রীমদনমোহনকে লইয়া বিষ্ণুপুর আসিলেন। সেবাইত ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীমদনমোহনের প্রাপ্তি কামনায় বিষ্ণুপুরে আসিলেন। মদনমোহন ব্রাহ্মণকে স্বপ্নাদেশ করিলেন, "আমি দিবসে বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিব, রাত্রে তোমার তথায় বিশ্রাম করিব।" এইরূপে স্বপ্নাদেশে ব্রাহ্মণ মদনমোহনকে বিষ্ণুপুরে রাখিয়া গেলেন। মদনমোহন বীর হাম্বীরের সময় হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর বিষ্ণুপুরে অবস্থান করিয়া বীর হম্বীরের ৭ম পুরুষ অধস্তন চৈতন্য সিংহের সময় বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা গোকুল মিত্রের গৃহে উপস্থিত হন। চৈতন্য সিংহ গৃহ বিবাদের মোকদ্দমা উপলক্ষে কলিকাতা আসিতেন। এই সময় তিনি শ্রীশ্রীমদনমোহনকে গোকুল মিত্রের নিকট লক্ষাধিক টাকার ঋণে আবদ্ধ রাখেন। শেষে সমস্ত টাকা পরিশোধ না হওয়ায় ১৭৯৫ সনে ৭৩৩৭৮/০ দাবীতে গোকুল মিত্র নালিশ করেন। এই উপলক্ষে তদবধি শ্রীশ্রীমদন-মোহন বিগ্রহ কলিকাতা বাগবাজারস্থ গোকুল মিত্রের বাড়ীতে

অবস্থান করিতেছেন। মদনমোহনের সঙ্গে সঙ্গে দেবোত্তর সম্পত্তি এবং সেবায়েত পূজারী প্রভৃতি মিত্র মহাশয়ের করতলগত হয়।

নরোত্তম ঠাকুর।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত রামপুর বোয়ালীয়ার ৬ ক্রোশ দূরে পদ্মা নদীর নিকট খেতুরী নামক গ্রামে কায়স্থকুলোদ্ভব দত্তবংশীয় কৃষ্ণানন্দ মজুমদার নামে একজন রাজা ছিলেন। এই কৃষ্ণানন্দ মজুমদারের ঔরসে নারায়ণী দাসীর গর্ভে নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থা হইতেই ইহার বৈষ্ণবধর্ম্মে আগ্রহ ছিল। এদিকে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নরোত্তমের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নরোত্তম গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। লোকনাথ গোস্বামী প্রথমতঃ নরোত্তমকে কায়স্থ বলিয়া মন্ত্র দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু নরোত্তমের সেবা শুশ্রূষায় ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া * লোকনাথ গোস্বামী এক বৎসর পর তাঁহাকে মন্ত্রশিষ্য ও ঠাকুর উপাধি প্রদান করেন। পরে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরীর সহিত দেশে প্রত্যাগমন করিয়া খেতুরীর নিকট বর্ত্তমান ভজনটুলী গ্রামে ভজনালয় স্থির করিয়া লইয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, রাধামোহন, রাধাকান্ত, ব্রজমোহন, বল্লভীকান্ত ও

---

* লোকনাথ গোস্বামী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাদের বংশ কাচনার মুখটী, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য নামে পরিচিত।

মহাপ্রভু, এই ছয়টী মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে একটী বৃহৎ মহোৎসব করেন। এই মহোৎসবই "খেতুরীর মহোৎসব" বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি অনেকে এই নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুর আজীবন অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন। ইহার শিষ্যশাখাগণ "ঠাকুর মহাশয়ের পরিবার" বলিয়া প্রসিদ্ধ। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার বালুচর নিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ আচার্য্য এবং উক্ত জেলার সয়দাবাদ নিবাসী রাঢ়ী-শ্রেণী ব্রাহ্মণ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই গঙ্গানারায়ণের শিষ্য নরোত্তম ঠাকুরের অনুশিষ্য রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী ঢাকা জেলার বেতিলার গোস্বামীগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ঠাকুর মহাশয়ের পরিবারবর্গের চাঁপা ফুলের কলিকার ন্যায় তিলক দিবার বিধান আছে।

১৪৫৬ শকে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অন্য নাম কৃষ্ণদাস। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম দুরিকা। ইঁহারা উৎকল দেশে বাহাদুর পুরে বাস করিতেন। ইঁহারা জাতিতে সদ্‌গোপ। ইনি হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। শ্যামানন্দ শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া শ্রীনিবাস ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন, এবং উৎকলদেশে নৃসিংহপুরে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন।

শ্যামানন্দ।

কথিত আছে, কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে এক দিন রাসমণ্ডল পরিষ্কার করিতে করিতে রাধিকার নূপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ললিতা সখী কৃষ্ণদাসের ললাটে সেই নূপুর স্পর্শ করাইয়া রাধার নিকট

লইয়া যান। রাধিকার এক নাম শ্যামা; কৃষ্ণদাস নূপুর প্রত্যার্পণ করিয়া শ্যামার বা রাধিকার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণদাসকে শ্যামানন্দ নাম প্রদান করেন। শ্যামানন্দ এই নূপুরচিহ্ন তিলকচিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। এবং তাঁহার শিষ্যশাখাগণও সেই 'নূপুরচিহ্নতিলক' ব্যবহার করিয়া থাকেন।

গোপাল ভট্ট।

গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য প্রদেশের ভট্টমারী গ্রামে ১৪২৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বেঙ্কট ভট্ট। মহাপ্রভু পুরীধাম হইতে তীর্থভ্রমণ কালে কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গ নামক গ্রামে এই গোপাল ভট্টের বাড়ীতে অবস্থান পূর্ব্বক চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অনুগ্রহে গোপালভট্ট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৃন্দাবনে রাধারমণ বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীরূপ সনাতনের সহিত বাস করিয়া ১৫০০ শকে অপ্রকট হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইহারই মন্ত্রশিষ্য।

রঘুনাথ ভট্ট।

১৪২৭ শকে রঘুনাথভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীনিবাসী তপনমিশ্র। তপনমিশ্রের পূর্ব্ববাস শ্রীহট্টে ছিল। মহাপ্রভু যখন কাশীতে তপনমিশ্রের আলয়ে দুই মাস ছিলেন, সেই সময় তপনমিশ্র-পুত্র রঘুনাথ তাঁহার নিকট ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা করেন। ২৮ বৎসর গৃহে থাকিয়া মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবন গমন করিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গে একত্রে বাস করেন। কথিত আছে এই ভট্ট রঘুনাথ প্রত্যেক দিন এক সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন, এবং এক লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। ১৫০১ সনে ইঁহার তিরোভাব হয়।

সপ্তগ্রাম নিবাসী কায়স্থকুলোদ্ভব গোবর্দ্ধনদাস বার লক্ষ মুদ্রার অধীশ্বর ছিলেন। নবদ্বীপের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইঁহার অর্থে জীবন ধারণ করিতেন। রঘুনাথ দাস ইঁহারই পুত্র। এই রঘুনাথ দাস ১৪২০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে ইঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে বিশেষ আগ্রহ ছিল। পাছে রঘুনাথ গৃহত্যাগী হন, এইজন্য রঘুনাথকে একটী পরম রূপবতী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। কিন্তু কি ঐশ্বর্য্য, কি রূপবতী ভার্য্যা, কিছুতেই তাঁহাকে গৃহে রাখিতে পারিল না। ইনি পূর্ব্বে শান্তিপুরে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পরে গৌরাঙ্গদেব পুরীধামে গমন করিলে রঘুনাথ গৌর দর্শন অভিলাষে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। পরে ১৯ বৎসর কাল গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। দ্বাদশ দিন অনবরত পদব্রজে চলিয়া গৌরাঙ্গ-সন্নিধানে নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে স্বরূপ গোস্বামীর সহিত ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রভুর সেবা পরিচর্য্যাদি করিলেন। নিজের আহারের জন্য সিংহদ্বারে বা রাজপথে হাত পাতিয়া থাকিতেন। যাহার যাহা ইচ্ছা হইত, অঞ্জলবদ্ধ হস্তে দিত। সেই ভিক্ষা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। অবশেষে পরিত্যক্ত বা পতিত অথবা উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ কুড়াইয়া আনিয়া ধৌত করিয়া লইয়া তাহা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরে শেষ জীবনে ৪১ বৎসর কাল বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড-তীরে বাস করিয়াছিলেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ৩।৪ দণ্ড কাল আহার ও নিদ্রারজন্য ব্যয় করিয়া রাধাকুণ্ডে স্নান, লক্ষনাম গ্রহণ, বৈষ্ণব অভিবাদন ও যুগলমূর্ত্তির আরাধনার জন্য অবশিষ্ট সময় কাটাইতেন। ১৪৯৩ শকে ইঁহার তিরোভাব হয়।

রঘুনাথ গোস্বামী।

গদাধর ও তৎ পরিবার।

১৪০৮ শকে বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গদাধর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম মাধব মিশ্র। মাতার নাম রত্নাবতী। গদাধরের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাণীনাথ। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গদাধর পণ্ডিত বিবাহ করেন নাই। বাণীনাথ বিবাহ করেন। গদাধর পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্রশিষ্য। ১৪৫৫ শকে ৪৭ বৎসর বয়সে জ্যৈষ্ঠ মাসে গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্ধান হয়।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের কাঠাদিয়া গ্রামে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ বংশে অনেক পুরুষ পর রত্নাকর মিশ্রের জন্ম হয়। এই রত্নাকর মিশ্রের দুই পুত্রের নাম সর্ব্বানন্দ ও প্রকাশানন্দ। সর্ব্বানন্দের পুত্র জগন্নাথ দাস। বর্ত্তমান কাঠাদিয়া গ্রামের পূর্ব্বনাম কাষ্ঠকাঠা ছিল। এজন্য জগন্নাথ দাস কাষ্ঠকাঠা জগন্নাথ দাস নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশে শান্তিপুর গমন পূর্ব্বক তথায় গৌরাঙ্গ দেবের দর্শন লাভ করেন। এবং মহাপ্রভুর উপদেশ মতে গদাধরপণ্ডিতের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার মন্ত্রশিষ্য হইয়া ছিলেন। জগন্নাথের পিতৃব্য মহাপ্রভুর অনুমতি ক্রমে জগন্নাথ দাস সহ শান্তিপুর হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তৎপর জগন্নাথ দাস বিবাহ করেন এবং নবাব সরকারে রাজ কার্য্য করিয়া আরিয়ল গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং পত্নীসহ উক্ত

আরিয়ল গ্রামে বাস করেন। এই জগন্নাথ দাসের বংশধরগণ বর্ত্তমানে আড়িয়াল, কামারখাড়া, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। কাঠাদিয়া গ্রামে জগন্নাথ দাসের শ্রীপাট বর্ত্তমানেও বিদ্যমান আছে। এই জগন্নাথ দাসের বংশীধরগণ গদাধর পরিবার নামে বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন জগন্নাথ দাস ব্রজলীলায় চম্পকলতাসখীর যূথে তিল-কিণী সখী ছিলেন।

ঠাকুর বল্লভ নামক এক ব্যক্তি গদাধরের সেবাইত ছিলেন। ইহার দুইপুত্র। একপুত্র জমিদারী ও বিষয় সম্পিত্ত গ্রহণ করিয়া চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইহার বংশ-ধরগণ পঞ্চসার গ্রামে বাস করিতেছেন। অন্য পুত্র শিষ্য সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া গোস্বামী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার বংশধরগণ পঞ্চসার, ইছাপুরা, শিয়ালদি, টোল বংশাইল, পাওলদিয়া, দেওভোগ প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। এই চৌধুরী বংশ ও গোস্বামী বংশের বংশধরগণ গদাধর পরিবার নামে পরিচিত। ইহাদের পৈত্রিক বিগ্রহ চন্দ্রমাধব বর্ত্তমানে শিয়ালদি গ্রামে অবস্থান করিতেছেন।

বাকুড়া জেলায়ও গদাধর পরিবারের গোস্বামীগণ বিদ্যমান আছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৃন্দাবন-পরিচয়।

মথুরা ও ব্রজমণ্ডল।

যে বৃন্দাবন মহাপ্রভু এবং ছয় গোস্বামী ও পার্ষদ ভক্তবৃন্দের অতি আদরের স্থান, তাহার সম্বন্ধে কৃষ্ণপ্রেমিক গৌরভক্তবৃন্দের কিছু জানা আবশ্যক, তজ্জন্য বৃন্দাবনের কতিপয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাল্মীক মুনি কৃত রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে যে মধুনামক এক দৈত্য যে পুরী নির্ম্মাণ করেন ঐ পুরী বা নগর উক্ত দৈত্যের নাম অনুসারে মধুপুরী বা মধুনগর নামে অভি-হিত হইত। তৎকালে উক্ত স্থানের নাম সুরসেন পুরী নামেও কথিত হইত। মধু দৈত্যের পুত্রের নাম লবণ। লবণ ঋষিগণকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলে অযোধ্যাপতি দশরথ তনয় শ্রীরামচন্দ্র তদীয় অনুজ শত্রুঘ্নকে উক্ত লবণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শত্রুঘ্ন উক্ত লবণ দৈত্যকে যুদ্ধে নিধন করিয়া ঋষিগণকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করতঃ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়া মধুদৈত্য প্রতিষ্ঠিত মধুপুরীতে হিন্দুরাজধানী প্রথম সংস্থাপন করিলেন।

পরবর্ত্তীকালে উগ্রসেন কংস প্রভৃতি উক্ত স্থানে রাজত্ব করিতেন। তৎকালে ঐ মধুপুরীই ব্রজমণ্ডল নামে পরিচিত।

বায়ু পুরাণ মতে ব্রজমণ্ডলের পরিমাণ ৪০ যোজন।

আদি বরাহ পুরাণ মতে এই ব্রজমণ্ডলের পরিমাণ বিংশতি যোজন ছিল।

পদ্ম পুরাণ মতেও উক্ত মথুরা মণ্ডলের পরিমাণ বিংশতি যোজন ছিল।

স্কন্দ পুরাণে উক্ত ব্রজমণ্ডল বা মথুরা মণ্ডলের পরিমাণ দ্বাদশ যোজন বলিয়া বর্ণিত। মথুরার ৮৪ চোরাশী ক্রোশ পরিমিত স্থানকে ব্রজবাসীগণ ব্রজমণ্ডল বলিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ উল্লেখ আছে যে মহারাজ যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের রাজ্যভার এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে মথুরা মণ্ডলের রাজত্বভার অর্পণ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন।

বজ্রনাভ ১৬টী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ১৬টী দেব মূর্ত্তির মধ্যে ৪টী দেবমূর্ত্তি, ৪টী গোপাল মূর্ত্তি ৪টী শিবলিঙ্গ মুর্ত্তি, এবং ৪টী দেবী মূর্ত্তি।

চারিটী দেবমূর্ত্তি।

চারিটী দেব মুর্ত্তির মধ্যে বজ্রনাভ বৃন্দাবনে (১) গোবিন্দ দেব মুর্ত্তি স্থাপন করেন। মথুরায় (২) কেশব দেবের মুর্ত্তি সংস্থাপন করেন। গোবর্দ্ধনে (৩) হরিদেবের মুর্ত্তি এবং মহাবনে (৪) বলদেবের মুর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

চারিটী গোপাল মূর্ত্তি।

চারিটী গোপাল মূর্ত্তির মধ্যে ব্রজনাভ বৃন্দাবনে (১) সাক্ষী গোপাল, (২) গোপীনাথ গোপাল ও (৩) মদন গোপাল মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং গোবর্দ্ধনে (৪) শ্রীনাথ গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

চারিটী শিবলিঙ্গ।

চারিটী শিবলিঙ্গ মধ্যে বজ্রনাভ শ্রীধাম বৃন্দাবনে (১) গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ, মথুরায় (২) ভূতেশ্বর শিবলিঙ্গ, গোবর্দ্ধনে (৩) চক্রেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং কাম্যবনে (৪) কামেশ্বর শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন।

চারিটী দেবীমূর্ত্তি।

চারিটী দেবীমূর্ত্তি মধ্যে বজ্রনাভ বৃন্দবানে (১) বৃন্দাদেবী, মথুরায় (২) মহাবিদ্যা, বস্ত্রহরণ ঘাটে (৩ কাত্যায়নী দেবী এবং সঙ্কেত গ্রামে (৪) সঙ্কেত বাসিনী দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রজমণ্ডল।

ব্রজমণ্ডলে ব্রজনাভ প্রতিষ্ঠিত গ্রামগুলিই বন নামে অভিহিত। প্রকৃত পক্ষে তাহা বিজন অরণ্য নহে। ব্রজমণ্ডলে ১২টী প্রসিদ্ধ বন বা গ্রামের নান উল্লেখ যোগ্য।

ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশটী বন শ্রীযমুনার পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শ্রীযমুনার পূর্ব্বতীরে (১) ভদ্রবন, (২) ভাণ্ডীর

বন, (৩) লৌহবন, (৪) বিল্ববন, (৫) মহাবন অবস্থিত এবং শ্রীযমুনার পশ্চিমতীরে, (১) শালবন, (২) মধুবন, (৩) কুমুদবন, (৪) বাহুলাবন, (৫) কাম্যবন, (৬) খদিরবন, (৭) বৃন্দাবন, অবস্থিত। শ্রীযমুনার উত্তর পার্শ্বস্থিত এই দ্বাদশটী বন ব্যতিত কোকিলছত্র কদম্ব কটক লাঠাবন প্রভৃতি স্থান গুলি উপবন নামে অভিহিত।

বন পরিচয়।

১। ভদ্রবন। ভদ্রবন ও ভাণ্ডীর বন প্রায় দুই মাইল ব্যবধান।

২। ভাণ্ডীরবন। এই ভাণ্ডীর বনে প্রলম্বাসুর বধ হয়।

৩। লৌহবন। এই লৌহবনে শ্রীকৃষ্ণ লৌহ জঙ্ঘাসুরকে নিহত করেন।

৪। বিল্ববন। এই বিল্ববনে লক্ষ্মীদেবীর একটী মন্দির বর্ত্তমান আছে।

৫। মহাবন। মহাবনে আশী খাম্বা নামক একটী পুরাতন গৃহ বর্ত্তমান আছে, স্থানীয় লোকে ইহাকে নন্দ মহারাজার প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই স্থানেই যশোদারাণী কৃষ্ণবদনে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শকট ও যমলার্জ্জুন ভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্ত ও পুতনা বধ হইয়া ছিল। মহাবনের নিকট গোকুল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু কংস ভয়ে বসুদেব যমুনা পার হইয়া গোকুলে নন্দ মহারাজের বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের গোস্বামীগণের গোকুলনাথ বিগ্রহ বিদ্যমান আছে। বল্লভাচার্য্য

সম্প্রদায়ের গোস্বামীগণ কৃষ্ণ বলরামের মূর্ত্তি বাৎসল্য ভাবে সেবা করিয়া থাকেন।

কংসচরগণ এই স্থানে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিলেশ্রীকৃষ্ণকে লইয়া নন্দ মহারাজ গোপীগণ সহ নন্দীশ্বর বা নন্দ গ্রামে বাস করেন। এই নন্দীশ্বরেই পাবন সরোবর নামক একটী সরোবর বিদ্যমান আছে। এখানে একটী শিবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার চিহ্নাদিও তথাকার অধিবাসীগণ দেখাইয়া থাকেন। মহাবনের নিকটবর্ত্তী রাভেল গ্রামে শ্রীমতী রাধিকার জন্ম স্থান। বৃষভানু রাজা কংসচরগণের উপদ্রবে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়া বর্ষাণ নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বৃষভানুনামের অপভ্রংশ হইতে বর্ষাণ নামের উৎপত্তি অনুমান করা যাইতে পারে। এই বর্ষাণ গ্রামে কয়েকটী বৃক্ষে নূপুর আকারের ফল ধারণ করে। শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান নন্দীশ্বর গ্রামে, শ্রীমতী রাধিকার বাসস্থান বর্ষাণ। এতদুভয় গ্রামের মধ্যস্থানের নাম সঙ্কেত বট।

(৬) তালবন। এই তালবনে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুকাসুর বধ করিয়া সখাগণসহ তাল ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

(৭) মধুবন। পূর্ব্বে এই স্থানে মধুনামক দৈত্যের বাসস্থান ছিল। কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম এই স্থানে মধুপান করিয়া ছিলেন।

(৮) কুমুদবন। এইস্থানে কুমুদসরোবরে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলী করিয়া ছিলেন। এই কুমুদবনে দন্তবক্র বধ হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের অন্য নাম দতিহা বলা হইয়া থাকে। কুমুদবনের নিকট শান্তানু কুণ্ড। কথিত আছে মহারাজা শান্তানু এই স্থানে তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীর গর্ভে ভীষ্ম (সত্যব্রত) নামক

পুত্র লাভ করেন। অনেক অপুত্রক রমণী পুত্র কামনায় এই স্থানের বিগ্রহের নিকট সন্তান কামনা করিয়া থাকেন।

(৯) বহুলাবন। বহুলাবন কুমুদবন হইতে প্রায় ৪ চারি মাইল দূরবর্ত্তী। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে বহুলা নামক ধেনুকে ব্যাঘ্র হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ছিলেন। কেহ কেহ বলেন বকুল বনের অপভ্রংশই বহুলা বন।

(১০) কাম্যবন। কাম্যবনের ক্ষুদ্র পর্ব্বতগাত্রে শ্রীমতী রাধিকার পদচিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। কথিত আছে শ্রীমতী রাধিকার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ লঙ্কা কুণ্ডের উপর সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। এই স্থানে সখীগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ ভোজন স্থলীতে ভোজন করিয়াছিলেন।

(১১) খদিরবন। এই খদিরবনে শ্রীকৃষ্ণ বকাসুর বধ করেন।

(১২) বৃন্দাবন। শ্রীমতী রাধিকার সখী বৃন্দাদেবী এই স্থানে তপস্যা করিয়া ছিলেন জন্য উক্ত সখীর নাম অনুসারে এই বন বা গ্রামের নাম বৃন্দাবন হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শ্রীমতী রাধিকার অন্য এক নাম বৃন্দা। তাহার বন বা গ্রাম এই অর্থে এই স্থানের নাম বৃন্দাবন। এবং শ্রীমতী রাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরী।

বৃন্দাবনের পূর্ব্ব উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকই শ্রীযমুনা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্ত্তমান বৃন্দাবনের পরিধি পূর্ব্বে ৫ ক্রোশ ছিল কিন্তু নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সাড়ে তিন ক্রোশ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনের অধিকাংশ বাটীই একতালা। দোতালা

প্রভৃতি বাড়ীর সংখ্যা খুব কম কিন্তু অধিকাংশ বাটীতেই দেব-মূর্ত্তি বা শালগ্রাম শিলা ও তুলসী বৃক্ষাদি থাকায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের বাটীগুলি কুঞ্জ নামে অভিহিত।

বৃন্দাবনের বাহিরে ময়ূরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। শুক-জাতীয় চন্দনা টীয়া প্রভৃতি ও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হরিণ প্রভৃতিও কদাচিৎ দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু কাকের সংখ্যা বৃন্দাবনে অত্যন্ত অল্প। কৃষ্ণভক্তগণ বলেন রাধাকৃষ্ণের নিদ্রা-ভঙ্গ ভয়ে প্রভাতে কাক ডাকেনা। কেহ কেহ বলেন বানরের ভয়ে কাক সকল ভিন্ন গ্রামে বাস করিয়া তথা হইতে বৃন্দা-বনে আসিয়া থাকে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে স্থলে বানর ও শ্রীযমুনার জলে কচ্ছপ বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন সময়ে শ্রীমতী রাধিকার চরণে তেঁতুলের খোস বিদ্ধ হইয়াছিল জন্য শ্রীমতীর অভিসম্পাতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তেঁতুল সুপক্ক না হইয়া কাঁচা অবস্থায় শুষ্ক হইয়া পড়িয়া যায়।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীমতীকে কেহ মাতৃ সম্বোধন করেনা। তাহারা শ্রীমতীর সখী ভাবাপন্না। কাজেই সখীতে মাতৃভাব আনয়ন করা অসঙ্গত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লেখ আছে গোলকেতে রাধা একটী সুবর্ণ অণ্ড প্রসব করিয়া নষ্ট করিয়া ছিলেন তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীকে অভিসম্পাত করেন যে আর তোমাকে কেহ মাতৃ সম্বোধন করিবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম রাত্রিতে মথুরা হইতে মহাবন বা গোকুলে আগমন করেন। পরে আড়াই বৎসর কাল পর্য্যন্ত নন্দগ্রামে বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণ একাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত

বৃন্দাবনে ব্রজলীলা করেন। দ্বাদশ বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় অবস্থান করেন। ষোড়শ বৎসর হইতে ১২৫ বৎসর পর্য্যন্ত দ্বারকায় অবস্থান করিয়া ইহ লীলা সম্বরণ করেন।

বৃন্দাবনে বজ্রনাভের রাজত্বের পর তথাকার ঐতিহাসিক অবস্থা কোন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। পরে বহু শতাব্দি কাল পর গজনির অধিপতি মামুদ ১০১৮ খ্রীঃ অব্দে মথুরামণ্ডল লুণ্ঠন করিয়া ছিলেন। তৎপর ঐ স্থানে বহুকাল জনশূন্য অবস্থায় জঙ্গলাবৃত হইয়া পতিত অবস্থায় ছিল।

এক সময় দিল্লীর সম্রাট আকবার সাহেবের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী মান সিংহ ও রাম রায় সিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনের দেব মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া ছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে নন্দ কুমারের নাম উল্লেখ যোগ্য।

তৎপর শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের কৃপা দৃষ্টিতে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ ও গুপ্ত দেবমূর্ত্তি গুলির উদ্ধার সাধন হয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মতে মথুরায় (১) কেশবজী (২) দীর্ঘবাহু ও (৩) বিশ্রাম দেব নামক তিনটী বিষ্ণুমূর্ত্তি (৪) স্বয়ম্ভু ও ভূতেশ্বর নামে ২ দুইটী শিবলিঙ্গ এবং (৬) গোকর্ণেশ্বর নামক ১টী শিব মূর্ত্তি এবং (৭) মহাবিদ্যা নামে একটী যোগমায়ার মূর্ত্তি এই সাতটী দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে হরিদেব ও গোপাল দেবের মূর্ত্তি ছিল। খদির বনে অনন্ত নাগ মূর্ত্তি এবং নন্দীশ্বরে মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত গোপাল দেবমূর্ত্তি ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনে সে সময় কোন দেবমূর্ত্তিই ছিল না। এজন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ইঙ্গিত ও ইচ্ছায় রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ

ভট্ট, রঘুনাথ দাস, ভূগর্ভ, লোকনাথ গোস্বামী, উদ্ধব দাস, যাদবাচার্য্য, গোপাল দাস, নারায়ণ দাস, গোস্বামী কৃষ্ণদাস, ঈশান, জগদানন্দ, পুণ্ডরীকাক্ষ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে যাইয়া বৃন্দাবনের গুপ্ত দেব মন্দির ও লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করেন।

এই সকল নানা কারণে গৌরাঙ্গদেবের সময় গৌড়ীয় গোস্বামী ও বৈষ্ণবগণের প্রাদুর্ভাব বৃন্দাবনে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই সময় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের বল্লভভট্ট, বিঠল দাস ভট্ট, গোপীনাথ ভট্ট, হরিদাস স্বামী, হিত হরিবংশ, অন্ধ সুরদাস হরিনাম ব্যাসজী, আশেশ্বরী জগন্নাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণও এই সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে আগমন করতঃ দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনের শোভা ও সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করেন। ইহাদের পরবর্ত্তী সময়ে নরোত্তম, শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাত্মা গণ বৃন্দাবনে গিয়া ছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তমকে ঠাকুর উপাধি দিয়া ছিলেন, শ্রীনিবাসকে আচার্য্য উপাধি প্রদান করেন এবং দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্যামানন্দ উপাধি প্রদান করেন।

বৃন্দাবনের দেব মূর্ত্তি।

—০**০—

গোবিন্দ দেব।

শ্রীরূপ গোস্বামী কোন ব্রজবাসীর নিকট এরূপ জানিলেন যে গোমা টিলাতে প্রত্যহ প্রাতে একটী সুন্দর গাভি আসিয়া দুগ্ধস্রাব করিয়া থাকে। এই সংবাদে শ্রীরূপ গোস্বামী কতিপয় ব্রজবাসী সহ উক্ত গোমা টীলাতে গমন করতঃ তথা হইতে গোবিন্দ দেবের শ্রীমূর্ত্তি আনয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

মদন গোপাল।

সনাতন গোস্বামী ১৫৩৩ খ্রীঃ অব্দে মহাবনের পরশুরাম চৌবের নিকট হইতে মদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে উক্ত বৎসর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে কৃষ্ণদাস নামক এক বণিক শ্রীমদন গোপালের মন্দির নির্ম্মাণ ও ভোগাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরবর্ত্তী কালে অরঙ্গজেবের উপদ্রবে শ্রীমদনমোহন বৃন্দা-বন হইতে প্রথমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। জয়-পুরের মহারাজা নিজ শ্যালক যদুবংশের সুরসেন বংশের করৌ-লীর রাজা গোপাল সিংহকে সেবার জন্য উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রদান করেন। তদবধি করৌলীর রাজনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীমদনমোহনজীর সেবার কার্য্য চলিতেছে। পরবর্ত্তী কালে গোস্বামীগণ শ্রীমদনমোহনের

প্রতিভূ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিভূ মদন গোপালের মন্দিরটী ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে ৺নন্দকুমার বসু নামক জনৈক বাঙ্গালী ভক্ত কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

গোপীনাথজী।

বংশীবটের নিকট যমুনাতট হইতে পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য গোপী-নাথজী বিগ্রহকে আনয়ন করিয়া বংশীবটের নিকটেই স্থাপিত করিয়া-ছিলেন। পরে আকবর বাদসাহের পাঁচহাজারী মনসবদার রায় রায় সিংহ উক্ত গোপীনাথজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন এবং তথায় গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা চলিতে থাকে কিন্তু অরঙ্গজেবের উপদ্রবে গোপীনাথজী বিগ্রহও জয়পুরে স্থানান্তরিত হইলে তাহার প্রতিভূ বৃন্দাবনে স্থাপিত হইয়াছেন। ৺নন্দকুমুর বসু মহাশয় এই গোপী-নাথজীর প্রতিনিধির মন্দিরও নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

রাধা দামোদর।

শ্রীরূপ গোস্বামীর রাধা দামোদর মূর্ত্তি নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া ১৫৪২ খ্রীঃ অব্দে মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে স্থাপিত করেন। কিন্তু উক্ত রাধা দামোদরজী জয়পুরে স্থানান্তরিত হইলে তাহার প্রতিনিধি বিগ্রহ মুর্ত্তি যমুনার নিকটবর্ত্তী শৃঙ্গার বটের নিকট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাধা রমণ।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত শ্রীরঙ্গ পত্তনের পরম বৈষ্ণব বেঙ্কট ভট্টের পুত্র গোপালভট্ট একাদেশ বৎসর বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট গোপাল মন্ত্র দীক্ষিত হইয়া-

ছিলেন। কথিত আছে তিনি গণ্ডকী নদী হইতে একটী শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সেবা করিতেন। একদা কোন ভক্ত দেবতার জন্য কতকগুলি অলঙ্কার উপহার দিলেন কিন্তু হস্ত পদাদি বিশিষ্ট বিগ্রহ না হওয়ায় তাহা শালগ্রাম শিলায় সজ্জিত ও সুশোভিত করিতে না পারিয়া মনে মনে দুঃখ প্রকাশ করেন। ভক্ত বৎসল ঠাকুর পরদিন মুরলীধর ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমিত উচ্চ হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব শালগ্রামের চিহ্নটী এই শ্রীবিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে বর্ত্তমান রহিল। লক্ষ্ণৌ নিবাসী সাহ কুন্দনর ও তাহার ভ্রাতা এই রাধারমণের মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়া ছিলেন।

রাধা বিনোদ।

লোকনাথ গোস্বামী ছত্রবনের কিশোরী কুণ্ড হইতে রাধা বিনোদ ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়া রাধা রামণের মন্দিরের নিকট বিগ্রহকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উক্ত বিগ্রহ জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। রাধারমণের প্রতিভু রাধা রমণের মন্দিরের নিকটে একটী মন্দিরে স্থাপিত আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের টীককার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত গোকুলানন্দ বিগ্রহও এই সঙ্গে একস্থানে অবস্থান করিতেছেন। গৌরাঙ্গদেব প্রদত্ত রঘুনাথ দাস পূজিত গোবর্দ্ধন শিলাও এই মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন।

কুঞ্জ বিহারী বা বাঁকে বিহারী।

সারস্বত ব্রাহ্মণ হরিদাস স্বামী ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহই কুঞ্জ বিহারী বা বঙ্কবিহারী নামে প্রতিষ্ঠিত। এই হরিদাস স্বামীর শিষ্য রামতনু মিশ্র মিঞা তানসেন নামে প্রসিদ্ধ।

রাধাবল্লভ।

গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্রীয় ব্যাস মিশ্র পুত্র হরিবংশ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহই রাধাবল্লভ নামে পরিচিত।

যুগল কিশোর।

বুন্দেল খণ্ডের অন্তর্গত উর্চ্চ গ্রামের হরিরাম ব্যাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহই যুগল কিশোর নামে পূজিত হইতেছেন।

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পুরলিয়া গ্রামের নিত্যানন্দ বংশধর পরমানন্দ গোস্বামী ও একটী দেবমন্দিরে ও দেবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তৎ বংশের বংশধরগণ তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা কার্য্য পালানুক্রমে চালাইতেছেন।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত বুতনী গ্রামের নিত্যানন্দ বংশধর লক্ষীকান্ত গোস্বামী বৃন্দাবনে মন্দির ও মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়া একটী কুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করেন অদ্যাপিও তাহা লক্ষীকান্ত গোস্বামীর কুঞ্জ নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব পর্ব্ব।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে ফুলদোল, স্নানযাত্রা, রথ যাত্রা, অন্নকুট, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস, হোলী অর্থাৎ দোল যাত্রায় বৈষ্ণবগণ উৎসব করিয়া থাকেন। ঝুলন, জন্মাষ্টমী, রাস ও দোল যাত্রার সময় শ্রীধাম বৃন্দাবনে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে।

দুরত্ব ও ভাড়া।

হাবড়া হইতে বৃন্দাবন প্রায় ৮৩০ মাইল দূরে অবস্থিত। ভাড়া তৃতীয় শ্রেণীতে প্রায় ১৫॰ টাকা। মথুরা হইতে বৃন্দাবন প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত, পূর্ব্বে পদব্রজে যাওয়া যাইত। বর্ত্তমানে রেলে যাওয়া যায়। এই বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকস্থ ৮৪ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানকে ব্রজমণ্ডল বলা যায়।

গোবর্দ্ধন গিরি মথুরা হইতে প্রায় ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এস্থানে হরিদেব ও চক্রেশ্বর নামে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাকুণ্ড শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে অবস্থিত।

হাবড়া হইতে মথুরা প্রায় ৮৮৯ মাইল দূরে অবস্থিত।

ব্রন্দাবনের মন্দিরাদির মধ্যে গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদন-মোহনের রাধাবল্লভ, ও বঙ্কুবিহারীর মন্দিরই প্রাচীন। তীর্থযাত্রীদের বৃন্দাবনের দেবদর্শন ও বন-ভ্রমণ এবং নন্দালয় গোকুল, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্দ্ধন পরিভ্রমণাদি কর্ত্তব্য।

বৃন্দাবনের সপ্তবট।

১ ভাণ্ডীরবট, ২ শিঙ্গারবট, ৩ বংশীবট, ৪ অক্ষয়বট, ৫ সঙ্কেত বট, ৬ নন্দবট, ৭ যাবট।

১। "ভাণ্ডীর নামে যে বট কৃষ্ণ যার তলে।
সখীগণ সনে নিত্য নানা খেলা করে॥
২। শিঙ্গার নামেতে বট রাধা প্রেয়সীরে।
যার তলে বসি বেশ কৈল নিজ করে॥
৩। বংশীবট নাম যার তলে দণ্ডাইয়া।
বংশীধ্বনি কৈলা গোপীগণে আকর্ষিয়া॥
৪। অক্ষয় বটের তলে রাসাদিক করে।
৫। সঙ্কেত যে বট প্যারী সহিত বিহরে॥
৬। নন্দবট নন্দমহারাজার কীরিতি।
গোচারণ কালে স্নিগ্ধচ্ছায়ে বৈসে তথি॥
৭। যাবট যে বট যথা শ্রীমতীর গেহে।
কে কহিতে পারে তার মহিমা-সমূহে॥"

বৃন্দাবনের সপ্ত সরোবর।

১ নয়ন সরোবর, ২ নারায়ণ সরোবর, ৩ চন্দ্রসরোবর, ৪ কুসুম-সরোবর, ৫ পাবন সরোবর, ৬ প্রেম সরোবর, ৭ মান সরোবর।

"নয়ন নামেতে সরোবর রমণীয়।
নারায়ণ সরোবর মহামহোদয়॥

চন্দ্র সরোবর চন্দ্রাবলীজীর হয়।
পরম সৌন্দর্য্য তীরে কল্পবৃক্ষময়॥
কুসুম সরোবর-তীরে কুসুম বিহার।
নন্দগ্রামে পাবন সরোবর মনোহর॥
বিশাখা সখীর পিতা পাবন আভীর।
তাহার নির্ম্মিত হয় সুধাসম নীর॥
প্রেম সরোবর যবে কিশোরী কিশোর।
সঙ্কেত মিলন হৈল গোপনে দোহার॥
বিচ্ছেদ কালে যে দোহার নয়ন ঝরিল।
তাহাতে সুন্দর সরোবর জনমিল॥
মান সরোবর যার পরম মাধুরী।
মান করি যথা গিয়া বসিলেন প্যারী॥"

বৃন্দাবনের সপ্তনদী।

১ কৃষ্ণগঙ্গা, ২ জাহ্নবী, ৩ সরস্বতী, ৪ মানসগঙ্গা, ৫ অলকনন্দা, ৬ যমুনা, ৭ গোমতী।

কালিন্দী নদী যমুনার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বিশেষ। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ জলকেলী করিতেন।

সূর্য্যের একটী কন্যার নাম কালিন্দী। ইনি তপস্বিনী বেশে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্তি কামনা করেন।

বৃন্দাবনের কূপ ও কুণ্ড।

"চৌরাশীতি কূপ আর চৌরাশীতি কুণ্ড।
সর্ব্বতীর্থ-শিরোমণি জানিয়া ব্রহ্মাণ্ড॥

রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড পরাৎপর সার।
ত্রিজগত মধ্যেতে উপমা নাহি তার॥
রাধাকুণ্ডে স্নান যেই করে একবার।
রাধিকা সমান প্রেম জনমে তাহার॥
স্নান পান মাত্র ছুটে সংসারের ফাঁসি।
তৎক্ষণাৎ হয় সেই রাধিকার দাসী॥
শ্যামকুণ্ড স্নানে শ্রীরাধিকা প্রীতি হন।
রাধাকুণ্ড স্নানে কৃষ্ণ বিক্রীত মানেন॥"

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড সৃষ্টিপ্রকরণ।

শ্রীকৃষ্ণ একদিন বৃষাসুরকে বধ করিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত হইলে শ্রীমতী রাধিকা গোবধকারী শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ স্পর্শ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং তিনি "গোহত্যাকারীকে স্পর্শ করিতে নাই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নানাপ্রকার কটু উক্তি ও ধিক্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং কি করিলে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করিলেন। সখীগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরাধা বলিলেন "সর্ব্বতীর্থ জলে স্নান করিতে পারিলে এই পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" তখন শ্রীকৃষ্ণ বংশীর অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা আঘাত করিয়া একটী কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে সর্ব্বতীর্থ আনয়ন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পবিত্রদেহ হইলেন। এই কুণ্ডই "শ্যামকুণ্ড" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এই শ্যামকুণ্ড ও তন্মাহাত্ম্য দর্শনে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া নিজ করকঙ্কণাঘাতে এক কুণ্ড সৃষ্টি করিলেন; এবং ইহাতে বহুতীর্থ-বারি আনয়ন পূর্ব্বক পূতসলিল কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন। তদবধি এই কুণ্ড "রাধাকুণ্ড" বলিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবনের দ্বাদশ বন।

১ বৃহদ্বন (মহাবন)।
২ মধুবন।
৩ তালবন।
৪ কাম্যবন।
৫ বহুলাবন।
৬ কুমুদবন।
৭ খদিরবন।
৮ ভদ্রবন।
৯ ভাণ্ডীরবন।
১০ শ্রীবন (বিল্ববন)।
১১ লোহবন।
১২ বৃন্দাবন।

নিকুঞ্জবন নামে একটী ভিন্ন আছে।

উক্ত বন নিধুবন নামেও অভিহিত।

পঞ্চম অধ্যায়।

পঞ্চতত্ত্ব

ও

ব্যক্তিগত সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পঞ্চতত্ত্ব।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত এই পাঁচ জনই পঞ্চতত্ব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

(পুর্ব্বলীলায়)	(শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়)
শ্রীকৃষ্ণ	শ্রীগৌরাঙ্গ। *
বলরাম	নিত্যানন্দ।
শিব	অদ্বৈত।
ব্রহ্মা	হরিদাস।
নারদ	শ্রীবাস। †

* শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি।

† শ্রীবাস পণ্ডিতেরা চারি সহোদর। শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি, নিধি। শ্রীবাসের স্ত্রীর নাম মালিনী দেবী। মহাপ্রভু নীলাচল গমন করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত বর্ত্তমান হালিসহরে বাস করিতেন।

প্রধান পুরুষগণ।

(পূর্ব্বলীলায়)	(শ্রীগৌরাঙ্গলীলায়)
পর্জ্জন্য	নীলকণ্ঠ মিশ্র।
নন্দ	জগন্নাথ মিশ্র।
বাসুদেব	হাড়াই পণ্ডিত।
বৃষভানু	পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
অক্রুর	কেশব ভারতী।
উদ্ধব	পরমানন্দ পুরী।
অর্জ্জুন	রামানন্দ রায়। *
প্রদ্যুম্ন	রঘুনন্দন।
অনিরুদ্ধ	বক্রেশ্বর
ইন্দ্রদ্যুম্ন	রাজা প্রতাপরুদ্র। †
বৃহস্পতি	সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য।
বিশ্বকর্ম্মা	ভাস্কর ঠাকুর
বিশ্বামিত্র	বনমালী আচার্য্য।
হনুমান	মুরারি গুপ্ত।

---

* ভবানন্দ রায়ের পঞ্চ পুত্র (১) রামানন্দ (২) গোপীনাথ, (৩) কলানিধি, (৪) সুধানিধি এবং (৫) বাণীনাথ। ইঁহারা সকলেই রাজ-সরকারের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। রামানন্দ বিদ্যানগরের রাজ-প্রতিনিধি ছিলেন। এই রামানন্দ রায় মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরীর শিষ্য ছিলেন।

† উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র গঙ্গাবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে কাশীমিশ্রের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অত্যন্ত গৌরভক্ত হইয়াছিলেন।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়)
সুগ্রীব	গোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ	রামচন্দ্র পুরী।
জয় বিজয়	গোবিন্দ ও গরুড়।
বেদব্যাস	বৃন্দাবন দাস।
শুকদেব	কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

প্রধানা রমণীগণ।

যশোদা	শচীদেবী।
রোহিণী	পদ্মাবতী। (১)
রাধিকা	গদাধর।
চন্দ্রাবলী	সদাশিব কবিরাজ।
রুক্মিণী	লক্ষ্মীদেবী।
সত্যভামা	জগদানন্দ।
বারুণী	বসুধা। (২)
রেবতী	জাহ্নবী। (২)
বৃন্দাদেবী	মুকুন্দ দাস।
ভগবতী (যোগমায়া)	সীতাঠাকুরাণী। (৩)

(১) পদ্মাবতী নিত্যানন্দের মাতা।

(২) বসুধা ও জাহ্নবী নিত্যানন্দের পত্নী।

(৩) সীতাঠাকুরাণী অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী।

অষ্টসখীগণ।

(১) ললিতার পিতার নাম বিশোক, মাতার নাম বিশারদী, স্বামীর নাম ভৈরব। ললিতা শ্রীমতীরাধিকা হইতে ২৭ সাতাইশ দিনের বড় ছিলেন।

(২) বিশাখার পিতার নাম পারল, মাতার নাম (জটিলার ভগ্নির কন্যা) দক্ষিণা, স্বামীর নাম বাহিক। শ্রীমতী রাধিকার জন্ম দিনে ইহার জন্ম হয়।

(৩) চিত্রার পিতার নাম চতুর, মাতার নাম চার্ব্বিকা স্বামীর নাম পিঠর। চিত্রা শ্রীমতী রাধিকা হইতে ২৫ পঁচিশ দিনের ছোট ছিলেন।

(৪) চম্পকলতার পিতার নাম আরাম, মাতার নাম বাটিকা, স্বামীর নাম চণ্ডাক্ষ। চম্পকলতা শ্রীমতী রাধিকা হইতে ১ এক দিনের ছোট ছিলেন।

(৫) রঙ্গদেবীর পিতার নাম রঙ্গসার, মাতার নাম করুণা, স্বামীর নাম বক্রেক্ষণ। রঙ্গদেবী শ্রীমতী রাধিকা হইতে ৩ তিন দিনের ছোট ছিলেন।

(৬) সুদেবী ও রঙ্গদেবী যমজ ভগ্নি। সুদেবী কনিষ্ঠা। সুদেবীর স্বামীর নাম রক্তেক্ষণ (বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)।

(৭) তুঙ্গবিদ্যার পিতার নাম পুষ্কর, মাতার নাম মেধা, তুঙ্গবিদ্যা শ্রীমতী রাধিকা হইতে ৫ পাঁচ দিনের বড় ছিলেন।

(৮) ইন্দুরেখার পিতার নাম সাগর, মাতান নাম বেলা,

স্বামীর নাম দুর্ব্বল। ইন্দুরেখা শ্রীমতী রাধিকা হইতে ৩ তিন দিনের ছোট ছিলেন।

ব্রজলীলার অষ্টসখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে যিনি যে নামে অভিহিত হইতেন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়)
১। ললিতা	শ্রীস্বরূপ গোস্বামী। *
২। বিশাখা	শ্রীরামানন্দ রায়।
৩। চিত্রা	শ্রীশিবানন্দ সেন।
৪। চম্পকলতা	শ্রীরাঘব পণ্ডিত। †
৫। রঙ্গদেবী	শ্রীগোবিন্দ ঘোষ।
৬। সুদেবী	শ্রীবাসু ঘোষ।
৭। তুঙ্গদেবী	শ্রীমাধব ঘোষ।
৮। ইন্দুরেখা	শ্রীগোবিন্দানন্দ।

---

* শ্রীস্বরূপ গোস্বামী বা স্বরূপ দামোদরের অন্য নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য।

† শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বংশধরগণ অর্দ্ধকালীর সন্তান বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা ঢাকা জেলার অন্তর্গত মেতরা কালাগড়িয়া গ্রামে ও পাবনা জেলার বেতীল গ্রামের নিকট ব্রাহ্মণগ্রাম [বামনগাঁও] ও অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন। কোন কোন গ্রন্থ রাঘব পণ্ডিতকে ধনিষ্ঠা সখী বলিয়াছেন।

রাঘব পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পাণিহাটীতে বাস করিতেন। মহাপ্রভু ইহার গৃহে শ্রীক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে একদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুও ইহার গৃহে তিনমাস অবস্থান করিয়াছিলেন।

নবমঞ্জরী-পরিচয়।

ব্রজলীলার নবমঞ্জরীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সময় শ্রীধাম নবদ্বীপে যিনি যে নামে অভিহিত হইতেন তাহার পরিচয়।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়)
শ্রীরূপ মঞ্জরী	শ্রীরূপ গোস্বামী।
শ্রীনব মঞ্জরী	শ্রীসনাতন গোস্বামী।
শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী	শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।
শ্রীরস মঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী।
শ্রীবিলাস মঞ্জরী	শ্রীজীব গোস্বামী।
শ্রীপ্রেম মঞ্জরী	শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী।
শ্রীরাগ মঞ্জরী	শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বমী।
শ্রীলীলা মঞ্জরী	শ্রীলোকনাথ গোস্বামী)
শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী	শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।

অষ্ট-কবিরাজ।

ব্রজলীলায় যে যে সখীগণ শ্রীগৌরাঙ্গের সময় অষ্টকবিরাজ বলিয়া অভিহিত হইতেন তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গ লীলায়)
সুলোচনা	রামচন্দ্র কবিরাজ।
ভাণ্ডোদরী	গোবিন্দ কবিরাজ।

বৈষ্ণবগ্রন্থে মুকুন্দ কবিরাজের ও বনমালী কবিরাজের নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দ কবিরাজ হারকণ্ঠা ও বনমালী কবিরাজ চিত্রা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়)
গোপালী	কর্ণপুর কবিরাজ।
সুচণ্ডিকা	নরসিংহ কবিরাজ।
স্বরস্বতী	ভগবান কবিরাজ।
বগলা	বল্লভদাস কবিরাজ।
সুতারা	গোকুলচন্দ্র কবিরাজ।
কস্তুরী	কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

অন্যান্য ব্রজরমণী-পরিচয়।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়)
রঙ্গদেবী	গঙ্গাধর ভট্ট।
সুন্দরী	অনন্তাচার্য্য। *
শশিরেখা	কাশীশ্বর গোস্বামী।
ধনিষ্ঠা	রাঘব পণ্ডিত।
রত্নলেখা	কৃষ্ণদাস।
কলাবতী	কৃষ্ণানন্দ।
ইন্দিরা	শ্রীজীব পণ্ডিত।
শ্রীমধুরেক্ষণা	বলভদ্র ভট্টাচার্য্য।
চিত্রাঙ্গী	শ্রীনাথ মিশ্র।
নান্দীমুখী	সারঙ্গ ঠাকুর।
কাত্যায়নী	শ্রীকান্ত সেন।

* অনন্ত অচার্য্যের বংশধরগণ ময়মনসিংহ জেলার ভাত্রা, হিঙ্গানগর, আবাদপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

(পূর্ব্বলীলায়)	(গৌরাঙ্গলীলায়
বীরা	শিবাই পণ্ডিত।
মধুমতী	নরহরি সরকার ঠাকুর।
রত্নাবতী	গোপীনাথ আচার্য্য।
চিত্রা	বনমালী কবিরাজ।
সুমন্দিরা	বলরাম দাস।
বড়াইবুড়ী	নিত্যানন্দ দাস।
মালতী	(নামান্তর) বলরাম দাস।
সৌরভিণী	নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
সুকেশী	জগদীশ পণ্ডিত।
মনোহরা	ছোট হরিদাস।
কন্দর্পা	শ্রীমান পণ্ডিত।

ঢাকা জেলার মাণিক গঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধান কোড়ার দুই মাইল পূর্ব্বে সানরা গ্রামে বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র নামক এক মোহন্তের বংশধরগণ সানরার গোস্বামী নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া বাস করিতেছেন। পাবনা জেলার অন্তর্গত স্থল বসন্তপুর গ্রামে কবিচন্দ্র নামক এক মোহন্তের বংশ অধিকারী বংশ নামে পরিচয় প্রদান করিয়া বাস করিতেছেন।

এইরূপ ব্রজলীলার চোষট্টি ব্রজানাঙ্গনাই শ্রীগৌরাঙ্গের সময় চোষট্টি মোহন্ত বলিয়া অভিহিত হইতেন।

ব্রজবালক-পরিচয়।

—*—

দ্বাদশ গোপাল।

(পূর্ব্বলীলায়)		(গৌরাঙ্গলীলায়)
শ্রীদাম		অভিরাম ঠাকুর।
সুদাম		সুন্দর ঠাকুর।
দাম		পুরুষোত্তম নাগ।
বসুদাম		ধনঞ্জয় পণ্ডিত।
সুবল		গৌরীদাস পণ্ডিত।
মহাবল		* কমলাকর পিপ্‌লাই।
সুবাহু		উদ্ধারণ দত্ত।
মহাবাহু		মহেশ পণ্ডিত।
অর্জ্জুন		পরমেশ্বর দাস।
লবঙ্গ		(কালা) কৃষ্ণদাস।
শ্রীমধুমঙ্গল	(খোলা বেচা)	শ্রীধর পণ্ডিত।
প্রবাল		হলায়ুধ ঠাকুর।

---

* কমলাকর পিপ্‌লাইয়ের বংশধরগণ হুগলী জেলার মাহেশ ও ঢাকা জেলার দিঘুলিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈষ্ণব কবি ও বৈষ্ণব গ্রন্থ।

(বর্ণমালানুসারে)।

ঈশান, অদ্বৈতপ্রভুর পালিত পুত্র ও শিষ্য এবং মহাপ্রভুর ভৃত্য। ১৪১৪ শকে জন্ম। ইনি ১৪-৯০ শকে "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(১) ঈশান নাগর।

১৪৪৯ শকে পরমানন্দসেন বর্ত্তমান কাচড়াপাড়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনান্দ সেন। পরমানন্দ সেনের অন্য দুই সহোদরের নাম (১) চৈতন্য দাস, (২) রামদাস। পরমানন্দ সেন ৭৮ বৎসর বয়সের সময় শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে দর্শন করেন এবং কর্ণ ও জিহ্বা দ্বারা মহাপ্রভুর শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী স্পর্শ করেন, ইহাতেই পরমানন্দ সেনের কবিত্বশক্তি জন্মে এবং তদবধি মহাপ্রভু পরমানন্দ সেনকে "কবি কর্ণপুর" উপাধি প্রদান করেন। মহাপ্রভু পরমানন্দ সেন বা কবি কর্ণপুরকে পুরীদাস বলিয়া ডাকিতেন।· কবি কর্ণপুর পর পৃষ্ঠায় লিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন।

২) কর্ণপুর।

১। চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। ২। চৈতন্যচরিত কাব্য। ৩। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৪। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ। ৫। কৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৬। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা। ৭। চৈতন্যশতক। ৮। স্তবাবলী।

কৃষ্ণদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইহাঁর রচিত। ১। চৈতন্যচরিতামৃত (১৫০৩ শতে এই গ্রন্থ রচনা শেষ হয়)। ২। স্বরূপবর্ণন।

৩। কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

৩। বৃন্দাবনধ্যান। ৪। বৃন্দাবনপরিক্রম। ৫। ছয় গোস্বামীর "সূচক"। ৬। রাগ-রত্নাবলী। ৭। রাগ-মালা। ৮। রাগময় করণ। ৯। শ্যামানন্দপ্রকাশ। ১০। পাষণ্ড-দলন। ১১। সার-সংগ্রহ। ১২। বৈষ্ণবাষ্টক। ১৩। প্রেমরত্নাবলী। ১৪। চৌষট্টি দণ্ডনির্ণয়। ১৫। গোবিন্দলীলামৃত টীকা। ১৬। কৃষ্ণকর্ণামৃত-টীকা।

শ্রীহট্ট জেলার লাউর গ্রামের রাজা দিব্যসিংহ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে তাঁহার নাম লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস হইয়াছিল। অদ্বৈতার্য্যের পিতা কুবের পণ্ডিত ইহাঁরই মন্ত্রী ছিলেন। ইনি "অদ্বৈতপ্রভুর বাল্য-লীলা" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪। কৃষ্ণদাস।

গোকুলানন্দের অন্য নাম বৈষ্ণবদাস। বৈষ্ণব গ্রন্থে গোকুল দাস নামে আরও ৩।৪ জন মহাত্মার নাম পাওয়া যায়। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য বৈদ্যকুলোদ্ভব গোকুলানন্দ সেনই "পদকল্পতরু" নামক গ্রন্থ সঙ্কলন এবং সংগ্রহ করেন। কেহ কেহ বলেন, রাধামোহন ঠাকুরের সংগৃহীত "পদামৃত" গ্রন্থকেই

৫। গোকুলানন্দসেন।

নূতন করিয়া সাজাইয়া গোকুলানন্দ সেন "পদকল্পতরু" নাম দিয়াছেন।

বৈষ্ণব গ্রন্থে প্রায় ১০।১১ জন গোপালের নাম পাওয়া যায়।

৬। গোপালদাস। তন্মধ্যে এক গোপালদাস "ভক্তি-রত্নাকর" নামক একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ রচনা করেন।

গোপালভট্টের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইনি হরি-

৭। গোপালভট্ট। ভক্তি বিলাস সংগ্রহ করেন। গোপাল ভট্টের সংগৃহীত এই হরিভক্তিবিলাসই "ভক্তি বিলাস" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বৈষ্ণব গ্রন্থে গোবিন্দ নামে ১২।১৩ জন মহাত্মার নাম উল্লেখ আছে। (ক) "গোবিন্দ কবিরাজ" মহাশয় ১৪৫৯ শকে বৈদ্যবংশে

৮। গোবিন্দ কবিরাজ। কুমারনগর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহের নাম কুমারনগরনিবাসী দামোদর সেন। গোবিন্দ কবিরাজ মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ১৫৩৫ শকে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রাতিপদ তিথিতে ইঁহার জীবন অবসান হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ— ১। সঙ্গীতমাধব নাটক। ২। কর্ণামৃত।

(খ) গোবিন্দ ঘোষ অন্য এক মহাপুরুষ। ইঁহার শ্রীপাট অগ্রদ্বীপ। ইনি "ঘোষ ঠাকুর" বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন। ইঁহারা তিন সহোদর। পূর্ব্বে ইঁহাদের নবদ্বীপই আবাসস্থান ছিল; পরে গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, বাসুদেব ঘোষ তমলুকে এবং মাধব ঘোষ দাঁইহাট গ্রামে শ্রীপাট

স্থাপন করেন। কথিত আছে, এই গোবিন্দ ঘোষকে হরতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রভু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে গোবিন্দের বিমর্ষাতিশয্য সন্দর্শনে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার দ্বারা ভগবানের মহিমা প্রকাশ পাইবে। অদ্ভুত যাহা কিছু পাইবে, তাহা যত্ন করিয়া রাখিবে।" পরে তিনি মহাপ্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহী হইলেন, বিবাহ করিলেন। গৃহীভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে এক দিন স্নান করিতে গিয়া জলমধ্যে একখানা কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্ত হন; এবং সেই কাষ্ঠখণ্ড অতি যত্নসহকারে রাখিয়া দেন। রাত্রে স্বপ্নাদেশে অবগত হইলেন যে, সেই কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা কোন ভাস্কর আনিয়া বিগ্রহমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এবং মহাপ্রভু আসিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিবেন। বাস্তবিক পক্ষেও ভাস্কর আসিয়া গোপীনাথ মূর্ত্তি প্রস্তুত করে, এবং মহাপ্রভু আসিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দের পুত্রের নামও গোপীনাথ ছিল। কখনও বিগ্রহমূর্ত্তি গোপীনাথকে অধিক স্নেহ করিতেন, কখনও পুত্র গোপীনাথকে অধিক স্নেহ করিতেন। কিন্তু কিছু দিন পর পুত্র গোপীনাথের মৃত্যু হইল। ইহাতে শোক দুঃখে গোবিন্দ "গোপীনাথ বিগ্রহের" সেবা ছাড়িয়া দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু বিগ্রহ তাঁহাকে সেবা করিতে বলিলেন। তাহাতে গোবিন্দ বলিলেন, আমার মৃত্যুর পর যখন আমার আর জলপিণ্ড দিবার পাত্র রাখিলে না, তখন আর তোমার সেবা করিয়া কি হইবে? বিগ্রহ বলিলেন, "আমিই তোমার জলপিণ্ডের ভরসাস্থল, আমিই তোমার শ্রাদ্ধ করিব।" তৎপরে গোবিন্দ আগ্রহাতিশয়ে পুনরায় বিগ্রহসেবা আরম্ভ করিলেন। পরে গোবিন্দ মানবলীলা সম্বরণ করিলে গোপীনাথ বিগ্রহই তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করেন।

(গ) গোবিন্দ নামে অন্য এক ব্যক্তি মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া মহাপ্রভুর বিষয় যাহা যাহা দেখিয়াছেন, তৎসমুদয় লিখিয়াছিলেন। এইক্ষণ তাহা গোবিন্দের "কড়চা" বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।

ঘনশ্যামের পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইঁহার বাসস্থান কেহ কেহ নবদ্বীপে, কেহ কেহ কাটোয়ায়, কেহ কেহ বা মুর্শিদাবাদ জেলার রেঞাপুর গ্রামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর অন্যনাম "নরহরি।" বিপ্র জগন্নাথ

৯। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী

ও তৎপুত্র ঘনশ্যাম উভয়েই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি ইঁহার রচিত—

১। গৌরচরিত-চিন্তামণি। ২। শ্রীনিবাস-চরিত। ৩। নরোত্তমবিলাস। ৪। পদ্ধতি-প্রদীপ। ৫। ভক্তিরত্নাকর। ৬। গীতচন্দ্রোদয়। ৭। ছন্দঃসমুদ্র। ৮। গোবিন্দরতিমঞ্জরী।

বীরভূম জেলার সাকুলীপুর থানার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ১৩৩৯ শকে চণ্ডীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দুর্গদাস বাকুচি। ইঁহারা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ

১০। চণ্ডীদাস।

ছিলেন। চণ্ডীদাস নিজ রচিত পদের মধ্যে আপনাকে "বড়ু" বা দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে শাক্তধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং নান্নুর গ্রামের বিশালাক্ষী দেবীর উপাসক ছিলেন। পরে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন। রামমণি নাম্নী রজকী-কন্যা বিশালাক্ষী দেবীর বাড়ীর পরিচারিকা ছিল। এই রামমণির সহিত চণ্ডীদাসের বিশুদ্ধ প্রণয় জন্মিয়াছিল। পরে এই প্রণয় হইতে উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার

অপবিত্র ভাব ছিল না। চণ্ডীদাস নিজে কোন বিশেষ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু তৎপ্রণীত গীতি-কাব্যগুলি যে তাঁহাকে অতি উচ্চপদে তুলিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইনি বঙ্গের একজন প্রাচীন এবং প্রধান কবি। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক লোক। চণ্ডীদাসের পদগুলি রাধাভাবে এবং বিদ্যাপতির পদগুলি সখীভাবে লিখিত। কেহ কেহ বলেন, গীতচিন্তামণি চণ্ডীদাসের রচিত। ইহার রচিত পদের সংখ্যা প্রায় ৯৯৬ টী। শ্রীধাম বৃন্দাবনে ১৩৯৯ শকে চণ্ডীদাস মানবলীলা সম্বরণ করেন।

জগন্নাথ দাস নীলাচলের কপিলেশ্বরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ভগবান পাণ্ডা। মাতার নাম পদ্মাবতী। জগন্নাথ দাস মহাপ্রভুর সমসাময়িক লোক।

১১। জগন্নাথ দাস। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যা করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে "তুমি অতি বড় লোক" এই কথা বলিয়াছিলেন। তদবধি ইঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ "অতিবড়" বা অতি বড়ী" সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ১। প্রেমসাধন। ২। ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল। ৩। দূতী-বোধ প্রভৃতি গ্রন্থ এই জগন্নাথ দাসেরই রচিত। একজন উৎকলবাসী জগন্নাথ দাস "রসোজ্জ্বল" গ্রন্থের গ্রন্থকার। বঙ্গদেশের জগন্নাথ দাসের পৈত্রিক বাসভবন বিক্রমপুরের নিকট, বর্ত্তমান কাঠাদিয়া। ইঁহার বংশধরগণ কাঠাদিয়া, কামারখাড়া, আড়িয়ল প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহার রচিত কোন গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় না।

জগদানন্দ ঠাকুর বৈদ্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নিত্যানন্দ ঠাকুর। ইহারা রঘুনন্দন গোস্বামীর বংশধর। ইহাদিগের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীখণ্ড।

১২। জগদানন্দ ঠাকুর। গ্রাম।

জগদানন্দ বীরভূম জেলায় জোল-ফাই গ্রামে বাস কবিতেন। ইনি "ভাষা-শব্দার্ণব" গ্রন্থ রচনা করেন। এই জগদানন্দ ঠাকুর মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত জগদানন্দ, মহাপ্রভুর পার্ষদ অনুচর ছিলেন।

বীরভূম জেলার অন্তগত কেন্দু'বল্ব বা কেন্দুলা গ্রামে জয়দেব গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব। মাতার নাম বামাদেবী। ইনি পদ্মাবতীদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। জয়দেব গোস্বামী সেন-বংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের এক রত্ন অর্থাৎ রাজপণ্ডিত ছিলেন। কথিত আছে, জয়দেব গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের নিকট একখানা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া সেই ঘরে রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক রাধামাধব ও পদ্মাবতী সহ এক ঘরেই বাস করিতেন। কালে ঘরের বেড়া বাঁধিবার প্রয়োজন হয় এবং জয়দেব গোস্বামী এক-কীই বাঁধিতে আরম্ভ করেন একবার ঘরের বাহিরে এবং আরবার ঘরের মধ্যে যাইয়া বেড়া বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাতে স্বয়ং রাধামাধব বিগ্রহ পদ্মাবতীর স্বরে বলিলেন "আপনি বেড়া বাঁধিতে থাকেন। আমি আপনার কার্য্যে সাহায্য করিব। আমি পিতার বাড়ীতে এ সব কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি।" জয়দেব তাহাতে আপত্তি করিলেন না। পরে যখন পদ্মাবতী অন্তস্থান

১৩। জয়দেব।

হইতে আসিলেন, তখন উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখি-লেন রাধামাধবের সর্ব্বাঙ্গে কালির ঝুল রহিয়াছে। ইহাতে জয়দেব ও পদ্মাবতী প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিয়া গদগদ ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।

অন্য একদিন জয়দেব মানভঞ্জনের—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর লিখিতে পারিতেছেন না। ইহাঁর পর "রাধিকার চরণ শ্রীকৃষ্ণ মস্তকে ধারণ করিলেন" এ কথা কেমন করিয়া লিখিবেন, কেবল ইহাই চিন্তা করিতেছেন। শেষে বুদ্ধি স্থির করিতে না পারিয়া স্নান করিতে গেলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ জয়দেবের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই চরণ লিখিয়া পদটী শেষ করিলেন। জয়দেব স্নান করিয়া আসিয়া দেখিলেন, পদটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। জয়দেব পদ্মাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এ কথা লিখিয়া কে এই পদ সম্পূর্ণ করিল?" পদ্মাবতী বলিলেন "এই না ঠাকুর, তুমি বসিয়া লিখিতেছিলে?" তখন জয়দেব বুঝিলেন যে ইহা রাধামাধবের কার্য্য; এবং পদ্মাবতীরও বুঝিতে কিছু বাকী রহিল না। জয়-দেব তখন দুঃখিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে করিতে পদ্মাবতীকে বলিলেন "পদ্মা, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিয়াই স্বামী ভাবে তাঁহার দর্শন পাইলে। আমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই তাঁহার দর্শনে বঞ্চিত হইলাম।"

জয়দেব গোস্বামী "গীতগোবিন্দ' রচনা করিয়া গীতিকাব্য-জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের "দশাবতার-

স্তোত্র" ও অতি সুন্দর। জয়দেব শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া লীলাসম্বরণ করেন।

১৪। দৈবকীনন্দন দাস।

ব্রাহ্মণকুমার দৈবকীনন্দন বর্ত্তমান হালিসহরে বাস করিতেন। ইনি সদাশিব কবিরাজ মহাশয়ের পুত্র, পুরুষোত্তম দাসের মন্ত্রশিষ্য। "বৈষ্ণব-বন্দনা" ও "বৈষ্ণব অভিধান" নামক দুই খানি গ্রন্থ এই দৈবকীনন্দন দাসেরই রচিত। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থকার চাপাল গোপাল ও দৈবকীনন্দনকে একই ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপ নির্দ্দেশ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

১৫। নরহরি দাস।

নরহরি ১৪০০ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণদেব সরকার। বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামই ইঁহাদিগের পৈতৃক বাসস্থান। নরহরি দাস মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। ইনিই সরকার ঠাকুর বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে পরিচিত। "চৈতন্যমঙ্গল" প্রভৃতির গ্রন্থকার লোচনদাস এই সরকার ঠাকুরের শিষ্য। নরহরিদাস বা সরকার ঠাকুর "ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল" "ভক্তামৃতাষ্টক" "নামামৃত-সমুদ্র" "ভজনামৃত" নামক গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন। সরকার ঠাকুর ১৪৬৩ শকে অপ্রকট হন।

১৬। নরোত্তম ঠাকুর।

ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম:—১। প্রার্থনা। ২। হাটপত্তন। ৩। গুরুশিষ্য-সংবাদ। ৪। উপাসনা-পটল। ৫। সূর্য্যমণি। ৬। চন্দ্রমণি। ৭। প্রেমভক্তি—চিন্তামণি। ৮। চমৎকার-চন্দ্রিকা। ৯। সাধনভক্তি চন্দ্রিক

১০। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা। ১১। রসভক্তি-চন্দ্রিকা। ১২। সাধ্য-প্রেম-চন্দ্রিকা। ১৩। সিদ্ধভক্তি-চন্দ্রিকা। ১৪। কুঞ্জবর্ণন। ১৫। রাগমালা। ১৬। স্মরণমঙ্গল।

১৭। নাভাজী। নাভাজী ভক্তমাল গ্রন্থের গ্রন্থকার। কেহ কেহ লালদাসকে, কেহ কেহ কৃষ্ণদাসকে এই ভক্তমালগ্রন্থের গ্রন্থকার রূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

১৮। প্রেমদাস। নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে প্রেমদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। পিতামহের নাম মুকুন্দানন্দ মিশ্র। প্রেম-দাসের পূর্ব্বনাম পুরুষোত্তম মিশ্র। ইনি চৈতন্যের পরবর্ত্তী লোক। ইনি কবি কর্ণপুরের রচিত (১) চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন। ২। বংশীশিক্ষা। ৩। আনন্দ ভৈরব। ৪। চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী গ্রন্থগুলি এই প্রেম-দাসের রচিত। ৫। মনঃশিক্ষা নামক পুস্তক খানি প্রেমানন্দদাসের রচিত বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। কিন্তু এই প্রেমানন্দ ও প্রেমদাস একই ব্যক্তি বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

১৯। প্রদ্যুম্ন মিশ্র। প্রদ্যুম্ন, মহাপ্রভুর নিকট আত্মীয়। এই প্রদ্যুম্ন মিশ্র "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য-উদয়াবলী" গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। মহাপ্রভু ও এই প্রদ্যুম্ন মিশ্র একই বংশের। এবং উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভাই সম্পর্ক ছিল।

উৎকলে প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে অন্য এক ব্যক্তি ছিলেন। মহা-প্রভু ইহাঁকে "নৃসিংহানন্দ" বলিয়া ডাকিতেন।

বলরামদাসের স্বরচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থ অনুসারে ইনি বৈদ্য-

বংশে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম দাস; মাতার নাম সৌদামিনী।

২০। বলরাম দাস। ইনি জাহ্নবী গোস্বামিনীর মন্ত্রশিষ্য। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে ইঁহার ভিন্নরূপ উপাখ্যান ও আছে। ৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বলরাম দাসের অন্য নাম নিত্যানন্দ দাস। ইঁহার রচিত গ্রন্থগুলির নাম—(১) প্রেমবিলাস (২) রসকল্পসার। (৩) গৌরাঙ্গাষ্টক। (৪) কৃষ্ণলীলামৃত। (৫) বীরচন্দ্রচরিত। (৬) হাট বন্দনা।

২১। বল্লভ দাস। বল্লভ দাসের পিতার নাম শচীনন্দন। বল্লভ দাসের অন্য দুই ভ্রাতার নাম রাজবল্লভ ও কেশব। কবি বল্লভদাস "রসকদম্ব" ও "বংশীলীলা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২২। বংশীবদন। ১৪১৫ শকে চৈত্রমাসে কুলিয়া গ্রামে বংশীবদন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। "দীপকোজ্জ্বল" গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

২৩। বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি ১২৯৬ শকে মিথিলার অন্তর্গত বিশকীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। ইনি রাজা শিবসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই শিবসিংহের অন্য নাম রূপনারায়ণ। ইহার রচিত গ্রন্থ—(১) পুরুষপরীক্ষা। ২। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী। ৩। গঙ্গাবাক্যাবলী। ৪। কীর্ত্তিলতা। ৫। শৈবসর্ব্বস্বহার। ইনি বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণবজগতে অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অনুমান ১৫৮৫ শকে নদিয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উনি মুর্শিদাবাদ জেলার

২৪। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্তর্গত সৈদাবাদ গ্রামের কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থের গ্রন্থকার। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য। ইহার প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম:—১। ভাবনামৃত। ২। স্বপ্নবিলাসামৃত। ৩। স্তবা-মৃতলহরী। ৪। গৌরাঙ্গলীলামৃত। ৫। গৌরগণচন্দ্রিকা। ৬। চমৎকারচন্দ্রিকা। ৭। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী। ৮। মাধুর্য্যকাদম্বিনী। ৯। সারার্থদর্শিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা)। ১০। সারার্থবর্ষিণী (গীতার টীকা)। ১১। সুখবর্ত্তিনী (আনন্দ বৃন্দাবন চম্পুর টীকা)। ১২। সুবোধিনী (অলঙ্কার কৌস্তভের টীকা)। ১৩। আনন্দ-চন্দ্রিকা, (উজ্জ্বল নীলমণির টীকা)। ১৪। চৈতন্যচরিতা-মৃতের টীকা। ১৫। গোপালতাপিনীর টীকা। ১৬। বিদগ্ধ-মাধবের টীকা।

২৫। বিল্বমঙ্গল।

ইহার জীবনীঅনাবশ্যক। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির বিষয় কে না জানেন? "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ইহারই রচিত।

বোপদেব ১১৮২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম কেশব কবিরাজ। বোপদেব গোস্বামী ধনেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য।

২৬। বোপদেব।

বোপদেব গোস্বামী নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরির রাজা হিমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন। দেবগিরি বর্ত্তমানে দৌলতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ। ১। মুগ্ধবোধ। ২। মুক্তাফল। ৩। হরিলীলা। ৪। পরমহংসক্রিয়া। ৫। কামধেনুকাব্য। ৬। কবিকল্পদ্রুম প্রভৃতি গ্রন্থ এই বোপদেব গোস্বামীর রচিত। মুগ্ধবোধের মঙ্গলা-

চরণ শ্লোকই বোপদেব গোস্বামীকে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মুগ্ধবোধের মঙ্গলাচরণ শ্লোক :—

"মুকুন্দং সচ্চিদানন্দং প্রণিপত্য প্রণীয়তে।
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণং পরোপকৃতয়ে ময়া॥"

নিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্ব্বাদে ও মহাপ্রভুর মুখাবশিষ্ট তাম্বুল প্রসাদরূপে গ্রহণে শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতার বিধবা কন্যা নারায়ণী দেবী গর্ভবতী হন। এই গর্ভে বৃন্দাবনদাস

২৭। বৃন্দাবন দাস।

১৪২৯ শকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণদ্বাদশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য। ইহার গ্রন্থগুলির নাম ১। চৈতন্যভাগবত। ২। নিত্যানন্দবংশবিস্তার। ৩। বৈষ্ণববন্দনা। ৪। তত্ত্ববিকাশ। ৫। ভজননির্ণয়। ৬। দধিখণ্ড। ৭। ভক্তিচিন্তামণি। বৃন্দাবন দাস ১৫০১ শকে অন্তর্ধান হয়েন।

মনোহর দাসের দুই নাম, বাবা আউলমনোহর দাস ও চৈতন্য দাস। ইনি বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থসমূহের রক্ষক ছিলেন। বিষ্ণুপুরে ইহার একটী আখড়া ছিল। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামে ইঁহার অন্য একটী আখড়া ছিল। ইনি বৃন্দাবন গমনপথে জয়পুর

২৮। মনোহর দাস।

গ্রামে অন্তর্ধান হন। বাবা আউল মনোহর দাস নিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত জাহ্নবী গোস্বামিনীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। ইনি "পদসমুদ্র", "নির্ব্বাণতত্ত্ব নামক দুইখানি গ্রন্থসংগ্রহ করেন। কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থ মতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন দাস কর্ত্তৃক "পদামৃতসমুদ্র" গ্রন্থ সংগৃহীত হয় বলিয়া উল্লেখ আছে।

বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস মিশ্রের ঔরসে বিজয়াদেবীর গর্ভে সনাতন মিশ্র ও কালিদাস মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। সনতন মিশ্রের ঔরসে ও মহামায়ার গর্ভে বিষ্ণু-

২৯। মাধব মিশ্র।

প্রিয়া (মহাপ্রভুর ২য় পত্নী) ও পুত্র যাদব মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। এদিকে কালি-দাস মিশ্রের ঔরসে ও বিধুমুখী দেবীর গর্ভে মাধব মিশ্রের জন্ম হয়। মাধব মিশ্র অদ্বৈতাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। এই মাধব মিশ্রই "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগ-বতের দশম স্কন্ধের পদ্যানুবাদ মাত্র।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামে ভগীরথ বসুর ঔরসে এবং ইন্দুমতী দাসীর গর্ভে মালাধর বসু জন্ম গ্রহণ করেন। এই মালাধর বসুর অন্য নাম গুণরাজ খাঁন।

৩০। মালাধর বসু।

মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

মহাপ্রভুর বাল্যসুহৃদ মুরারির জন্মস্থান শ্রীহট্ট। মহাপ্রভু ও মুরারিগুপ্ত একই টোলে অধ্যয়ন করেন। মুরারি গুপ্ত সর্ব্বদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে

৩১। মুরারি গুপ্ত।

গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন সেই গ্রন্থের নাম "চৈতন্যচরিত" ছিল অধুনা তাহা "মুরারি গুপ্তের কড়চা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যদুনন্দন বৈষ্ণবসমাজে আচার্য্য নামে অভিহিত। ইঁহার বাস-স্থান কণ্টকনগর। ইনি গদাধরের মন্ত্রশিষ্য।

৩২। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

বীরভদ্রপ্রভু ইঁহারই দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারা-য়ণীকে বিবাহ করেন। "রাধাকৃষ্ণলীলাকদম্ব" ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

১৪৫০ শকে মুর্শিদাবাদ জেলার মালিহাটী গ্রামে বৈদ্যবংশে
যদুনন্দন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের কন্যা
হেমলতার শিষ্য। ইঁহার রচিত গ্রন্থ
৩৩। যদুনন্দন ঠাকুর। ১। কর্ণামৃত (১৫২৯ শকে লিখিত)।
২। গোবিন্দলীলামৃত। ৩। রসকদম্ব।
৪। কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। ৫। কুঞ্জরাস্তব।

রসিকানন্দ ১৫১২ শকে কার্ত্তিক মাসে উৎকলের রয়ণী
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম অচ্যুতানন্দ।
মাতার নাম ভবানী দাসী। ইনি শ্যামা-
৩৪। রসিকানন্দ দাস। নন্দ পুরীর শিষ্য। রতিবিলাস ও
শাখা বর্ণন ইহারই রচিত।

রঘুনাথের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহার
রচিত গ্রন্থঃ—১। বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি।
৩৫। রঘুনাথ গোস্বামী। ২। মুক্তাচরিত। ৩। দানচরিত। ৩।
স্তবাবলী। কেহ কেহ ইহাকে মনঃশিক্ষার
গ্রন্থকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

রামানন্দ বিদ্যানগরের ভবানন্দরায়ের পুত্র। ইহার বিষয়
৫৯ পৃষ্ঠায় এবং ১৩২ পৃষ্ঠায় জ্ঞাতব্য। রামা-
৩৬। রামানন্দ রায়। নন্দ রায় "জগন্নাথবল্লভ" নাটক রচনা করেন।
ইহাদিগের বংশধর মনোহর রায় বা মনোহর
দাস "দিনমণি চন্দ্রোদয়" নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ইনি বংশীবদন দাসের প্রপৌত্র শচীনন্দন
৩৭। রাজবল্লভ দাস। দাসের পুত্র। ইনি "বংশীবিলাস" গ্রন্থ
রচনা করেন।

রামচন্দ্র গোস্বামী ১৪৫৬ শকে মাঘ মাসে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি বংশীবদন দাসের পৌত্র এবং

৩৮। রামচন্দ্র গোস্বামী। চৈতন্য দাসের পুত্র। জাহ্নবী গোস্বামিনী ইহাকে নিজ পোষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র গোস্বামী জাহ্নবী গোস্বামিনীর নিকটই মন্ত্র গ্রহণ করেন। অনুমান ১৫০৬ শকে ইহার অন্তর্দ্ধান হয়। ইহার রচিত গ্রন্থ :—

১। পাষণ্ডদলন। ২। কড়চা-মঞ্জরী। ৩। সম্পুটিকা।

৩৯। রামচন্দ্র কবিরাজ। ইনি তিলিয়া বুধুরী গ্রামে বৈষ্ণব বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম সুনন্দা। ইহার ভ্রাতার নাম গোবিন্দ কবিরাজ। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। স্মরণ-দর্পণ ইহারই রচিত।

রাধাবল্লভ কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল। মাতার নাম শ্যামপ্রিয়া দাসী। ইনি শ্রীনিবাস

৪০। রাধাবল্লভ দাস। আচার্য্যের শিষ্য। ইহার রচিত গ্রন্থ :— ১। সহজতত্ত্ব। ২। সনাতন গোস্বামীর সূচক। ৩। বিলাপকুসুমাঞ্জলির পদ্যানুবাদ।

৪১। রামাই পণ্ডিত। ইনি "পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরূপের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০০ ও ১০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহার রচিত গ্রন্থ :—১। লঘু ভাগবতামৃত। ২। ভক্তিরসামৃতসার। ৩। লঘু গণোদ্দেশ-দীপিকা।

৪২। রূপ গোস্বামী। ৪। বৃহৎ গণোদ্দেশ-দীপিকা। ৫। শ্রীনন্দ-নন্দনাষ্টক। ৬। তুলস্যষ্টক। ৭। বৃন্দাবন-ধ্যান। ৮। বৃন্দাদেব্যষ্টক। মথুরা-মাহাত্ম্য। ১০। হংসদূত। ১১। উদ্ধবদূত। ১২। বিদগ্ধ-মাধব। ১৩। ললিতমাধব। ১৪। কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি। ১৫। দানকেলি-কৌমুদী। ১৬। হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধুরবিন্দু। ১৭। উজ্জ্বল নীলমণি। ১৮। স্তবমালা। ১৯। গোবিন্দ-বৃন্দাবলী। ২০। শ্রীরূপচিন্তামণি। ২১। প্রেমেন্দু-কারিকা। ২২। প্রেমেন্দু-সাগর। ২৩। উৎকলিকাবলী। ২৪। চাটু-পুষ্পাঞ্জলি। ২৫। নাটক চন্দ্রিকা। ২৬। রাগময়ী কণা। ২৭। ছন্দোঽষ্টাদশ। ২৮। মুকুন্দ-মুক্তাবলীস্তব। ২৯। প্রবুদ্ধাখ্য চন্দ্রিকা।

মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রামে পুরুষোত্তম দত্ত নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইহার স্ত্রীর নাম আনন্দময়ী। ইহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। এই বৈদ্য দম্পতীর সদানন্দী নাম্নী এক কন্যা ছিল। কোগ্রামের কমলাকর দাস নামক এক ব্যক্তি এই সদানন্দীকে বিবাহ করেন। এই কমলাকর দাসের ঔরসে ও সদানন্দীর গর্ভে ১৪৪৫ শকে লোচন দাস জন্ম গ্রহণ করেন।

৪৩। লোচন দাস। (কেহ কেহ বলেন লোচন দাস ১,৪৫৯ শকে জন্ম গ্রহণ করেন)। নরহরি সরকার ঠাকুরের আজ্ঞামতে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করেন। এই চৈতন্যমঙ্গল রচনার সময় লোচন দাসের বয়স ১৪ বৎসর মাত্র বলিয়া কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লেখ আছে। ১৫৩০ শকে লোচন দাসের অন্তর্দ্ধান হয়। ইহার রচিত গ্রন্থ:—১। চৈতন্যমঙ্গল। ১। প্রার্থনা। ৩। দুর্লভসার।

৪। চৈতন্য-প্রেমবিলাস। ৫। ধাতুতত্ত্ব-সার। ৬। দেহ-নিরূপণ। ৭। আনন্দ-লতিকা।

৪৪। শচীনন্দন গোস্বামী। শচীনন্দন চৈতন্য দাসের পুত্র। বংশীবদন দাসের পৌত্র। রামচন্দ্র গোস্বামী ইঁহার ভ্রাতা। "শ্রীগৌরাঙ্গবিজয়" ইহার রচিত গ্রন্থ।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পড়ান গ্রামে শশিশেখরের জন্ম হয়। ইহার অন্য নাম চন্দ্রশেখর। কোন কোন স্থানে ইঁহার

৪৫। শশিশেখর। "রায়শেখর" "নৃপশেখর" ও "কবিশেখর" প্রভৃতি নাম উল্লেখ আছে। ইনি নিত্যানন্দ-বংশধর শ্রীখণ্ড গ্রামের রঘুনন্দন গোস্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। "গোপালবিজয়" নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ইনি মহাপ্রভুর অনেক পরবর্ত্তী সময়ের লোক।

৪৬। শ্যামানন্দ। শ্যামানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ৯৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহার রচিত গ্রন্থ:—১। বৃন্দাবন-তত্ত্ব। ২। অদ্বৈত-তত্ত্ব। ৩। উপাসনা-সারসংগ্রহ।

শ্রীজীবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহার রচিত গ্রন্থ:—১। ভগবৎসন্দর্ভ। ২। কৃষ্ণসন্দর্ভ। ৩। পরমার্থসন্দর্ভ। ৪। ভক্তিসন্দর্ভ। ৫। তত্ত্ব-

৪৭। শ্রীজীব গোস্বামী। সন্দর্ভ। ৬। ক্রমসন্দর্ভ। ৭। প্রীতি-সন্দর্ভ। ৮। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন। ৯। রাধিকার করপদচিহ্ন। ১০। গোপাল চম্পু। ১১। ভাবার্থ-সূচক চম্পু। ১২। গায়ত্রীভাষ্য। ১৩। কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা। ১৪। হরিনামামৃত-ব্যাকরণ। ১৫। রসামৃতশেষ। ১৬। কৃপা-

স্বধি স্তব। ১৭। সঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ। ১৮। সাধ্যমহোৎসব। ১৫। উজ্জ্বল নীলমণির টীকা। ২০। ব্রহ্মসংহিতার টীকা। ২১। গোপালতাপিনীর টীকা। ২২। ভক্তিরসামৃত-টীকা। ২৩। যোগসার স্তবের টীকা।

সনাতনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। ইহার রচিত গ্রন্থ:—১। ভাগবতামৃত। ২।

৪৮। সনাতন গোস্বামী। দশমচরিত। ৩। রসময় কলিকা। ৪। বৈষ্ণব তোষিণীর টীকা। ৫। দিক্‌প্রদর্শনী টীকা। ৬। হরিভক্তিবিলাস। এই হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থরূপে বৈষ্ণব সমাজে আদৃত হইয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা

আত্মারাম দাস।

আত্মারাম দাস পদকর্ত্তা বলরাম দাসের পিতা। আত্মারাম দাস নিজেও একজন পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

উদ্ধব দাস।

বৈদ্যবংশসম্ভূত উদ্ধব দাস টেঞা বৈদ্যপুর গ্রামে বাস করিতেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্য পৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। পদকল্পতরুর সংগ্রাহক গোকুলানন্দ সেন বা বৈষ্ণব দাসের সহিত এই উদ্ধব দাসের বন্ধুতা ছিল।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী।

ইহার সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দীন কৃষ্ণদাস।

মুখটী বংশজাত বরুণ বাচস্পতি বংশের বংশধর কংসারী মিশ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণ অম্বিকানগরে বাস করিতেন। ইহাদিগের

পূর্ব্ব বাসস্থান শালিগ্রাম। ইহার ছয় পুত্র যথা—দামোদর জগন্নাথ, সূর্য্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস এবং নৃসিংহ চৈতন্য। নিত্যানন্দ প্রভু সূর্য্যদাসের কন্যা বিবাহ করেন। কৃষ্ণদাস পদ রচনা কালে ভণিতায় দীন কৃষ্ণদাস নামে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন।

দুঃখী কৃষ্ণদাস।

শ্যামানন্দপুরী বা শ্যামানন্দ নিজ পদে দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোকুলানন্দ সেন
বা
বৈষ্ণব দাস।

ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গোপীকান্ত।

পদকর্ত্তা গোপীকান্ত হরিরাম আচার্য্যের পুত্র।

রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য্য। এই হরিরাম আচার্য্যের পুত্রই পদকর্ত্তা গোপীনাথ। গোপীনাথ তাহার পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।

বামটপুর গ্রামে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামক একজন পদকর্ত্তা ছিলেন এবং বোরাকুলী গ্রামেও গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

গোবিন্দ ঘোষ
ও
গোবিন্দ কবিরাজ।

ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জগদানন্দ ঠাকুর।

খণ্ডবাসী নরহরি সরকারের ভ্রাতা মুকুন্দ দাস গৌড়ের বাদশাহের চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত মুকুন্দ দাসের পুত্র রঘুনন্দন। রঘুনন্দন ১৪৩২ শকাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অভিরাম গোপালের মন্ত্র শিষ্য। ইনি ব্রজলীলার কন্দর্প মঞ্জুরী, দ্বারকার কৃষ্ণ পুত্র কন্দর্প। বৈদ্যকুলোদ্ভব * রঘুনন্দন গোস্বামী বর্দ্ধমান জেলার চৌকী রাণীগঞ্জের পূর্ব্বাংশে দক্ষিণখণ্ড নামক গ্রামে বাস করিতেন। মাঘ মাসের বাসন্তী পঞ্চমীতে রঘুনন্দনের জন্ম তিথিতে শ্রীখণ্ডে প্রতি বৎসর একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। উক্ত রঘুনন্দনের বংশধর পরমানন্দ ঠাকুর। পরমানন্দ ঠাকুরের পুত্র নিত্যানন্দ মোহন্ত ঠাকুর। নিত্যানন্দ মোহন্ত ঠাকুরের পুত্র জগদানন্দ। কেহ কেহ ১৬২০ শকাব্দ হইতে ১৬৩০ শকাব্দের মধ্যে জগদানন্দের জন্ম সময় নির্দ্দেশ করেন। নিত্যানন্দ ঠাকুর শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া আগরডিহি গ্রামে বাস

---

* কথিত আছে অভিরাম গোপাল ও রঘুনন্দন বড়ডাঙ্গিতে যখন নৃত্য করেন তখন রঘুনন্দনের নূপুর (পাতাই হাটের উত্তরে) আকাই-হাটে আসিয়া পড়ে। উক্ত নূপুর আকাই হাটের দক্ষিণে কড়ুই গ্রামের মোহন্তের বাড়ীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

করেন। জগদানন্দ ভ্রাতাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূম জেলার দুবরাজ পুর গ্রামের নিকট জোফলাই গ্রামে বাস করেন।

জগদানন্দ ১৭০৪ শকের ৫ই আশ্বিন বামন দ্বাদশী তিথিতে সিদ্ধিলাভ করেন।

জগদানন্দ স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া জোফলাই গ্রামে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিম্নলিখিত পদ দ্বারা গৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা করেন।

দামিনী-দাম দমন রুচি দরশনে
দূরে গেও দরপকি দাপ।
শোণ কুসুম তাহে কোন গণিয়েরে
প্রাতর অরুণ সন্তাপ॥

গোরা রূপের যাঙ বলিহারি।
হেরি সুধাকর মুরছি চরণ তলে
পড়ি দশ নখ রূপ ধারী॥ ধ্রু॥
সুবরণ বরণ হেরি নিজ কুবরণ
জানি আপন মন তাপে।
নিজ তনু জারি ভসম সম করইতে
পৈঠল অনল সন্তাপে॥
যো সম বিধিক অধিক নাহি অনুভব
তুলনা দিবার নাহি ঠোর।
জগদানন্দ কহ পহুঁক তুলনা পহুঁ
নিরুপম গৌর কিশোর॥

জ্ঞানদাস।

বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের ৩/৪ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জ্ঞানদাস ঠাকুর বাস করিতেন। জ্ঞান দাস নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। জ্ঞানদাস কৌমারে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন জন্য দার পরিগ্রহ করেন নাই। খেতুরীর মহোৎসবে জ্ঞানদাস উপস্থিত ছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ জ্ঞানদাসের সম সাময়িক লোক। জ্ঞানদাস যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন সেই বংশের কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান গোস্বামী নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া বাঁকুড়া জেলায় কোতলপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। জ্ঞানদাসের জ্ঞাতিরাও গোস্বামী নামে পরিচয় প্রদান করেন। বীরভূম জেলায় কাদড়া গ্রামে অদ্যাপি জ্ঞানদাসের মঠ বর্ত্তমান আছে। উক্তগ্রামে প্রত্যেক বৎসর পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে তিন দিবস ব্যাপী একটী মেলা ও মহোৎসব হইয়া থাকে।

নরহরি দাস।

বৈদ্যবংশোদ্ভব নারায়ণ দেব সরকার বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে বাস করিতেন। ইহার দুই পুত্র মুকুন্দ ও নরহরি। অনুমান ১৪০০ শকে নরহরি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নরহরি পূর্ব্ব লীলায় মধুমতী সখী ছিলেন। গৌরাঙ্গ লীলায় নরহরি সরকার ঠাকুর মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। এবং সময়মত গৌর অঙ্গে চামর ব্যজন

করিতেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা লোচন দাস নরহরি সরকার ঠাকুরের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। সরকার ঠাকুর "নামামৃত" সমুদ্র নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ বলেন সরকার ঠাকুর "ভবনামৃত" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ১৪৬৩ শকে সরকার ঠাকুরের তিরোভব হয়। ইহার বংশধরগণ খণ্ড-বাসী গোস্বামী নামে পরিচিত।

নয়নানন্দ।

গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতষ্পুত্র বাণীনাথের পুত্র ধ্রুবানন্দই নয়নানন্দ নামে পরিচত। ইহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদিগ্রামের নিকট ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। গদাধর পণ্ডিত স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ অদ্যাপি শ্রীপাট ভরতপুর গ্রামে বিদ্যমান আছেন। নয়নানন্দ খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

নরোত্তম দাস।

ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তম দাস।

বৈদ্য-বংশজাত সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুযোত্তম দাস নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ছিলেন। এই পুরুষোত্তম দাসের ব্রাহ্মণ শিষ্যও ছিল। অন্যান্য শিষ্য মধ্যে দৈবকীনন্দন ও মাধবাচার্য্যের নাম উল্লেখ যোগ্য।

যশোহর জেলার বোধখানা গ্রামে পুরুষোত্তম নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। ইহার "শ্লোককৃষ্ণ" উপাধি ছিল। ইহার বংশধরগণ গোস্বামী নামে পরিচিত।

প্রেম দাস।

কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে পুরুষোত্তম মিশ্র জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম গঙ্গাদাস মিশ্র। নবদ্বীপের কুলীয়া গ্রামে ইহাদের বাসস্থান ছিল। পুরুষোত্তম মিশ্র ষোড়শ বৎসর বয়সের সময় বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরু প্রদত্ত "প্রেমদাস" নাম গ্রহণ করেন। ইনি ১৬৩৮ শকে "বংশীশিক্ষা" নামক মৌলিক কাব্য রচনা করেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতা- মহ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন।

বলরাম দাস।

বলরাম দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৮১ পৃষ্ঠায় ও ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বল্লভ দাস।

বৈদ্যবংশ-সম্ভূত বল্লভ দাস শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। কুলীন গ্রাম ইহার বাসস্থান ছিল। ইহার কবিরাজ উপাধি ছিল। বল্লভ দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য রাধাবল্লভকে কেহ কেহ এই বল্লভ দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইনি "রস কদম্ব" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার।

বংশীবদন।

বংশীবদনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ৬৮ পৃষ্ঠায় ও ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। "বংশী বিলাস" নামক গ্রন্থে এই বংশীবদনের পাঁচটী নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় যথা;——

"শ্রীবংশীবদন, বংশী, আর বংশী দাস।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গায় কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥"

বংশীবদন শেষ জীবনে বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহার স্থাপিত বিগ্রহের নাম প্রাণবল্লভ। গোপীনাথ বিগ্রহ ইহার পূর্ব্ব পুরুষগণের স্থাপিত। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্যগণ ইহাদের জ্ঞাতি। বংশীবদনের পদগুলি অত্যন্ত সুন্দর ও মধুর।

বাসুদেব ঘোষ।

বাসুদেব ঘোষ কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার অন্য দুই সহোদরের নাম গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ। বাসুদেব একটী পদের ভণিতায় আপনাকে বাসুদেবানন্দ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গোবিন্দ ঘোষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কেহ কেহ বলেন শ্রীহট্ট জেলার বুরঙ্গী গ্রামে বাসুদেবের মাতুলালয় ছিল, তথায় উক্ত বাসুদেব ঘোষের জন্ম হয়। ঐ বাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্ট গ্রামে বাস করিতেন। বাসু-দেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষ কুমারহট্ট হইতে

নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক, তিন জনই গৌর ভক্ত এবং তিন জনই সুকণ্ঠ ছিলেন। গৌরাঙ্গদেব যে সকল সংকীর্ত্তন দলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন উক্ত তিন ভ্রাতা তন্মধ্যে তিন দলের মূল গায়ক ছিলেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গ লীলার প্রধান পদকর্ত্তা। পরবর্ত্তী কালে গোবিন্দ ঘোষ অগ্রদ্বীপে, বাসুদেব ঘোষ তমলুকে এবং মাধব ঘোষ দাঁইহাট গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করেন। বাসুদেব ঘোষ পূর্ব্বলীলায় গুণচূড়া সখী ছিলেন কোন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে।

বৃন্দাবন দাস।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃকন্যা বাল-বিধবা নারায়ণী দেবী শ্রীবাসের বাটীতে বাস করিতেন। ১৪২৭ শকে নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে কতিপয় দিবস বাস করেন তখন কোন সময় উক্ত নারায়ণী দেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে প্রভুপাদ তাহাকে অন্যমনে পুত্রবতী হইতে আশীর্ব্বাদ করেন। এই সময় নারায়ণী দেবীর বয়স ৯।১০ নয় দশ বৎসর মাত্র। কালক্রমে মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল প্রসাদ ভক্ষণে নারায়ণী দেবী গর্ভবতী হয়েন, এই সময় নারায়ণী দেবী কতিপয় দিবস শ্রীহট্ট জেলায় তাহার মাতুলালয়ে বাস করেন। অষ্টাদশ মাস উক্ত নারায়ণী দেবীর গর্ভে বাস করিয়া ১৪২৯ শকে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথিতে বৃন্দাবন দাস শ্রীহট্ট জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। লোকাপবাদ হইতে মুক্তির ইচ্ছায় এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইবার অভিপ্রায়ে দেড় বৎসরের শিশু সন্তান বৃন্দাবন দাসকে

লইয়া নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মামগাছি গ্রামে ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে বাসুদেব দত্তের বাটীতে নারায়ণী দেবী বাস করিতে থাকেন। এই সময়, সময় সময় নবদ্বীপ যাইয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী কীর্ত্তন আনন্দ উপভোগ করিতেন। বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র-শিষ্য এবং পূর্ব্বলীলায় ব্যাস অবতার বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত। প্রভুপাদ নিত্যানন্দের আদেশে ১৪৫৭ শকে বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং ১৪৫৯ শকে উক্ত বৃন্দাবন দাস নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্য ভাগবতের নাম পূর্ব্বে চৈতন্য মঙ্গল ছিল কিন্তু লোচন দাস চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিলে মাতার আদেশ ক্রমে বৃন্দাবন দাস স্বরচিত চৈতন্য মঙ্গলের নাম "চৈতন্য ভাগবত" রাখেন। কেহ কেহ বলেন বৃন্দাবন দাস "বৈষ্ণব বন্দনা" "ভজন নির্ণয়" "তত্ত্ব বিকাশ" প্রভৃতি গ্রন্থের ও গ্রন্থকার।

১৪৪৩ বা ১৪৪৪ শাকে প্রভুপাদ নিত্যানন্দ, প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস আচার্য্য প্রভৃতি যখন নীলাচলে মহাপ্রভু দর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন সে সময় বৃন্দাবনদাস তাহাদের সঙ্গে যাইতেছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড় গ্রামে নীলাচলের যাত্রীগণ যখন ভোজনাদি করেন সে সময় নিত্যানন্দ প্রভু বৃন্দাবন দাসের নিকট মুখশুদ্ধি চাহিলে পূর্ব্ব দিনের সঞ্চিত একটী হরিতকী প্রভুপাদকে অর্পণ করেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইহাতে বৃন্দাবন দাসকে উক্ত গ্রামে বাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবা প্রকাশ ও লীলাবর্ণনা করিতে অনুমতি প্রদান করেন। এবং বৃন্দাবন প্রদত্ত হরিতকীটী উক্ত দেনুড় গ্রামে প্রোথিত করতঃ বৃন্দাবন দাসকে তথায় পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে গিয়াছিলেন। বৃন্দা-

বন দাস প্রভুর আজ্ঞামত উক্ত দেনুড়গ্রামে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ তথায় রাধাগোবিন্দ, জগন্নাথ, দ্বাদশ গোপালের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতঃ তৎসেবা, কীর্ত্তন সাধনা করিয়া ও মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা দ্বারা দিন অতিবাহিত করিতেন।

খেতুরীর মহা মহোৎসবে বৃন্দাবন দাস ও উপস্থিত ছিলেন। ইনি ১৫১১ শকে ৮২ বৎসর বয়সে অন্তর্ধ্যান হন।

নিত্যানন্দ প্রভু যে স্থানে বৃন্দাবন দাস প্রদত্ত হরিতকীটী প্রোথিত করিয়া ছিলেন সেই স্থান হরিতকীতলার ডাঙ্গা নামে প্রসিদ্ধ। নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছী গ্রামে অবস্থান করিতেন। উক্ত গ্রামে নারায়ণীর পাট বর্ত্তমানেও বিদ্যমান আছে।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন তাহা অতি সরল, সুন্দর ও ভাবের গাম্ভির্য্যে পরিপূর্ণ।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণব দাস।

গোকুলানন্দ সেনের অন্য নাম বৈষ্ণব দাস। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাধব দাস।

বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের ভ্রাতা মাধব ঘোষ পদকর্ত্তা। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন :—

"শ্রীমাধব ঘোষ মহাকীর্ত্তনীয়া গণে।
নিত্যানন্দ প্রভূ নৃত্য করে যার গানে॥"

মাধবী দাস।

নীলাচলবাসী শিখী মাহিতীর ভগ্নি মাধবী স্বরচিত পদের ভণিতায় নিজকে মাধবী দাসী না বলিয়া "মাধবী দাস" নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

মনোহর দাস।

মনোহর দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মোহন দাস।

মোহন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজের সহিত মোহন দাসের বন্ধুতা ছিল।

যদুনন্দন।

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ও যদুনন্দন ঠাকুর এই দুই জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাক্রমে ১৫৩ ও ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। যদুনন্দন ঠাকুর পদকর্ত্তা।

রায় অনন্ত।

অনন্ত রায় নীলাচলবাসী পদকর্ত্তা। ইনি রসিকানন্দের শিষ্য এবং শ্যামানন্দের অনুশিষ্য। কেহ কেহ নীলাম্বর দাসের অন্য নাম অনন্ত রায় নির্দ্দেশ করেন।

রায় শেখর।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পড়ান গ্রামে রায় শেখর জন্ম গ্রহণ করেন। শশি শেখর, কবি শেখের, নৃপ শেখর প্রভৃতি রায় শেখরের নামান্তর ইনি ১৭০১ শকে "গোপাল বিজয়" নামক ২৫০০ শ্লোকযুক্ত একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রামচন্দ্র গোস্বামী।

ছকড়ি চট্টোবংশে বংশীবদন জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতন্য দাস। চৈতন্য দাসের পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। চৈতন্য দাসের পুত্র রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামচন্দ্র দাস গোস্বামী ১৪৫৬ শকে জন্ম গ্রহণ করেন এবং প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সময় ১৫০৫ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে অপ্রকট হয়েন। এই রামচন্দ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী গোস্বামিনীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন জাহ্নবী গোস্বামিনী এই রামচন্দ্রকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র জাহ্নবী দেবীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবন প্রভৃতি বহুতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অম্বিকা নগরের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে এক বনভূমিতে বাসস্থান সংস্থাপন করেন। এই বনভূমি হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্র প্রভৃতির বাসস্থান ছিল। রামচন্দ্র গোস্বামী ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগুলিকে বিদূরিত করিয়া যে বনভূমিতে নিজ বাস স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই বনভূমিই বাঘ্নাপাড়া নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে। ইহার অনতি

দূরে রাধানগর নামক গ্রামের বিশিষ্ট কায়স্থগণ রামচন্দ্র গোস্বামীর নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তি দর্শন করিয়া তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃন্দাবন হইতে রাম কৃষ্ণ বিগ্রহ আনয়ন করিয়া স্থাপন করেন। রামচন্দ্র গোস্বামী তাহার ভ্রাতা শচীনন্দন ও তাহার বংশধরগণ বাঘ্নাপাড়ার গোস্বামী নামে পরিচিত। রামচন্দ্র গোস্বামী একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা ছিলেন।

রাধামোহন ঠাকুর।

রাধামোহন ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও বংশ তালিকা ১৫৪ ও ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মীকান্ত দাস।

অদ্বৈত আচার্য্যের এক ভ্রাতার নাম লক্ষ্মীকান্ত দাস ছিল। চট্টগ্রাম বাসী অন্য এক লক্ষ্মীকান্ত দাসের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধ্রুবচরিত্র নামক একখানি গ্রন্থ ও তাহার আছে। লক্ষ্মী কান্ত দাস নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত দুইজনের মধ্যে কে পদকর্ত্তা তাহার নির্ণয় করা কঠিন।

লোচন দাস।

লোচন দাসের পরিচয় ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শচীনন্দন দাস গোস্বামী।

শচীনন্দন গোস্বামী চৈতন্য দাসের পুত্র এবং রামচন্দ্র

গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। শচীনন্দন গোস্বামী ও তাহার বংশধরগণ ছকড়ি চট্টোপাধ্যায় বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া বাঘ্না-পাড়ার গোস্বামী নামে পরিচিত।

শঙ্কর দাস।

বৈষ্ণব গ্রন্থে ৫ জন শঙ্করের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য শঙ্কর দাসই পদকর্ত্তা ছিলেন।

শিবানন্দ সেন।

শিবানন্দ সেন বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার বাসস্থান কুলীন গ্রামে ছিল। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্রের নাম (১) পরমানন্দ সেন, (২) চৈতন্য দাস সেন, (৩) রামদাস সেন। ইহারা সকলেই গৌরাঙ্গ দেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন। শিবানন্দ সেন কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে "শিব সহচরী" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্যামদাস ও রামদাস।

জাজীগ্রামনিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীনিবাস আচার্য্যের শ্বশুর ছিলেন। ইহার শ্যামদাস ও রামদাস নামে দুই পুত্র এবং দ্রৌপদী ও ঈশ্বরী নামে দুই কন্যা ছিল। শ্যামদাসকে কেহ কেহ শ্যামাচরণ বলিত। রামদাসকে কেহ কেহ রামচরণ বলিত। উভয় ভ্রাতাই পদকর্ত্তা ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

সনাতন গোস্বামী।

ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১০০ ও ১৫৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"সীদতি সখি মম হৃদয়মধীরং" নামক মান কলহান্তরিতার পদটী এবং "কুর্ব্বতি কিল কোকিল কুল উজ্জ্বল কলনাদং" নামক মাথুরের প্রসিদ্ধ পদটী সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক রচিত।

হরিদাস।

বৈষ্ণব গ্রন্থে ৭ সাতজন হরিদাসের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু রাঢ়ী শ্রেণীর ফুলের মুখুটী নৃসিংহের সন্তান দ্বিজ হরিদাস পদকর্ত্তা। চৈঞা বৈদ্যপুরের উত্তরে কাঞ্চন পড়িয়া নামক গ্রামে দ্বিজ হরিদাসের বাসস্থান ছিল। ইনি বৃন্দাবনে দেহ রক্ষা করেন। ইহার দুই পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দকে দ্বিজ হরিদাসের ইচ্ছামতে শ্রীনিবাস আচার্য্য দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীদাসের বংশধরগণ সাটীগ্রামে এবং গোকুলানন্দের বংশধরগণ চৈঞা বৈদ্যপুর গ্রামে বাস করিতেছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈষ্ণব-তীর্থ।

সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির পক্ষেই তীর্থভ্রমণ কার্য্য স্ব-স্ব ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষে তীর্থস্থানের অভাব নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের সমগ্র তীর্থের আনুষঙ্গিক বিবরণ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নহে। বৈষ্ণবগণের যে সকল তীর্থ দর্শন করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহারই মধ্যে কতিপয় তীর্থের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে উল্লেখ করা গেল।

পুরীধাম বা জগন্নাথ-ক্ষেত্র।

কেশরী বংশের প্রবল প্রতাপাক্রান্ত রাজা যযাতি কেশরী মুসলমানদিগকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া ভুবনেশ্বরে সমুদ্রতীরবর্ত্তী উড়িষ্যা প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন। তৎপর উক্ত কেশরী বংশের অন্যতম রাজা নৃপতি কেশরী অনুমান ৯৫০ সালে বর্ত্তমান কটক নগরে উড়িষ্যা প্রদেশের নব রাজধানী স্থাপন করেন। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত কটক নগরই উড়িষ্যার রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ। উড়িষ্যার রাজধানী কটক হইতে ২০।২২ ক্রোশ দক্ষিণেই পুরীধাম। নীলাচল নামক পর্ব্বতও এই নগর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। পুরীধামে এই নীলাচল পর্ব্বতের পাদ-

দেশেই জগন্নাথক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম তীর্থ অবস্থিত। জগন্নাথ ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে প্রায় ৬৫০ ফুট দীর্ঘ, ৩২৫ ফুট বিস্তৃত ও ২০ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত।

জগন্নাথ মন্দির ও রথ।

কথিত আছে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পুরীধামে নরসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং দারু ব্রহ্ম জ্ঞানে নিম্ববৃক্ষ হইতে বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া পুরীধামে ইহাঁর প্রতিষ্ঠা করেন। কেশরী বংশের রাজত্বের পর গঙ্গাবংশীয় রাজগণ উড়িষ্যার রাজা হইলে গঙ্গাবংশের অন্যতম বৈষ্ণব রাজা অনঙ্গ ভীমসেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের চারিটি অংশ আছে। ১ম অংশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগমন্দির, ২য় অংশ নাট মন্দির, ৩য় অংশ জগমোহন নামক যাত্রিসমাগম স্থান। বড় দেউল নামক ৪র্থ অংশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দেবমন্দির। বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা-শোভিত এই মন্দিরের চূড়া প্রায় ২০০ ফুট উচ্চ।

রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ টান হইয়া থাকে। এরূপ বৃহৎ রথ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। এই রথের দৈর্ঘ প্রায় ২৫ হাত, বিস্তার প্রায় ২৫ হাত এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ৩২ হাত। রথযাত্রা ভিন্ন জন্মাষ্টমী স্নানযাত্রা, চন্দনযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, ও পুষ্পরথযাত্রা প্রভৃতি উপলক্ষে জগন্নাথক্ষেত্রে বিশেষ আমোদ উৎসব হইয়া থাকে।

যাত্রিগণ জগন্নাথক্ষেত্রে আগমন করিলে ভুবনেশ্বর ও যাজপুরে গমন করিয়া থাকেন। ভুবনেশ্বর পুরীধাম হইতে ১৯ ক্রোশ

দূর। অনন্তদেব, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তিও দর্শনীয়। এতদ্ভিন্ন নবগ্রহ প্রভৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তিও দর্শনযোগ্য। যাজপুরে বিষ্ণুমন্দির গরুড়স্তম্ভ, বিরজার মন্দির, অষ্টাদশভূজা-কালী-মূর্ত্তি, ত্রিলোচনের মন্দির, ব্রহ্মকুণ্ড, বৈতরণীনদী প্রভৃতি দর্শনযোগ্য।

মথুরা।

হরিবংশের মতানুসারে মধু নামক জনৈক রাজা মধুবনের অধিপতি ছিলেন। অযোধ্যাধিপতি দশরথতনয় রামচন্দ্রের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন, মধুর পুত্র লবণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করেন এবং মধুবনে বর্ত্তমান মথুরা নগর নির্ম্মাণ করেন। হরিবংশে ইহাও উল্লেখ আছে যে, হর্য্যশ্ব নামক একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যার রাজা মধুবতীকে বিবাহ করেন। এই হর্য্যশ্বের পুত্র যদু হইতেই মথুরার যাদবগণের উৎপত্তি।

কেহ কেহ বলেন নহুষের পুত্র যযাতি। এই যযাতির যদু, তুর্ব্ব, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামে পাঁচ পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু হইতেই মথুরার যাদবগণের উৎপত্তি। যদুবংশ হইতেই মধু, সত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ প্রভৃতি রাজবংশের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। মথুরার রাজা কংস যদুবংশে ভোজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যদু-বংশের সর্ব্বকুলবংশধরগণই মথুরা নগরে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসবধ করিয়া যমুনার যে ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই ঘাট বিশ্রামঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ ও বর্ত্তমান আছে। বিশ্রাম-ঘাটের ন্যায় যমুনার তীরে আরও

অনেক বাঁধা ঘাট আছে। কংসের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও মথুরায় বিদ্যমান আছে।

গিরি গোবর্দ্ধন।

ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত ডিগ নামক গ্রামে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত।

মথুরা হইতে এই ডিগ গ্রাম ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রায় ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নন্দালয় ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থান। গোকুল ও যমুনার অন্য পারে প্রায় ৭ মাইল দূরে অবস্থিত।

বৃন্দাবন।

ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বদরিকাশ্রম।

হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পার হইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে হয়। এখানকার বিগ্রহমূর্ত্তির নাম বদ্রিনাথ। বদরিকাশ্রের রাস্তা অতিশয় দুর্গম। কথিত আছে ধ্রুব প্রথম তপস্যার সময় এই স্থানে কেবল মাত্র ২।১টি বদরী ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ পূর্ব্বক হরিসাধনা করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই স্থানের নাম বদরিকাশ্রম।

দ্বারকা।

গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত কচ্ছ উপসাগরের তীরে দ্বারকা নগর অবস্থিত। উক্ত রাজ্য এবং নগর বরদার গুই-

কোঁয়াড়ের (রাজার উপাধি) অধীন। দ্বারকার বিগ্রহমুর্ত্তির নাম দ্বারকানাথ। পঞ্চতলবিশিষ্ট দ্বারকানাথের মন্দিরটী প্রায় ৬৫ হাত উচ্চ। দ্বারকানাথ মন্দিরের চূড়া প্রায় ১০০ হাত উচ্চ। দ্বারকায় চক্রতীর্থ, সপ্তকুণ্ড প্রভৃতি আরও কতকগুলি দর্শনীয় তীর্থ আছে। দ্বারকা হইতে ১০।১২ মাইল দূরে বেট দ্বারকানাথ, সত্যভামা প্রভৃতির মূর্ত্তি সংস্থাপিত আছে। দ্বারকা হইতে বেট দ্বারকা যাইতে বামড়া নামক স্থানে যাত্রিগণ নিজ নিজ ইচ্ছামত স্ব স্ব অঙ্গে ছাপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ পথের গোপীতালা নামক পুষ্করিণীর মৃত্তিকা হইতে তিলক প্রস্তুত হয়।

প্রভাসতীর্থ।

বর্ত্তমান সোমনাথ তীর্থ।

বর্ত্তমান সোমনাথ তীর্থই প্রাচীন কালের প্রভাসতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই অন্য নাম দেবপট্টন। মামুদ কর্ত্তৃক সোমনাথের মন্দিরধ্বংস-বৃত্তান্ত ভারতবর্ষের অনেকেই অবগত আছেন। এ বিষয় অধিক লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। প্রাচীন প্রভাস-তীর্থেই মথুরার যদু-বংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

এই কয়েকটী তীর্থ ভিন্ন আরও অনেক স্থানে বৈষ্ণব-দিগের আরাধ্য দেবতাগণের অনেক প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু উল্লিখিত স্থানগুলির নাম বৈষ্ণব জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ বলিয়া তৎস্থানগুলির সম্বন্ধে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল।

———

পরিশিষ্ট।

তিলক ধারণ।

পূর্ব্বে এতদ্দেশে বৈষ্ণব সমাজে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনকাদি সম্প্রদায় এই চারিটী শ্রেণীবিভাগ ছিল। মাধ্বী-সম্প্রদায়ভুক্ত মাধবেন্দ্র পুরী হরিনাম-ফলের বীজ বপন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরী তাহাকে প্রেমভক্তিরূপ বৃক্ষে পরিণত করিলেন। কালে মহাপ্রভুই এই নামামৃত-ফলের মুল বৃক্ষরূপে পরিণত হইলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভুই মহাপ্রভুর দুইটী কাণ্ড শাখা। ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য পার্ষদ ভক্তবৃন্দই এই চৈতন্য-বৃক্ষের শাখা। তৎপর ইঁহাদের শিষ্যশাখাগণ হইতেই শত শত উপশাখার উৎপত্তি। এখন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে আউল, বাউল, সহজীয়া, বলরামী, সাই, দরবেশ, কর্ত্তাভজা, সখিভাবুক প্রভৃতি বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন লোক লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে এবং ইঁহাদের ভজনপ্রণালীও বিভিন্ন প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, তিলক, ছাপা ও কণ্ঠিমালা ধারণে এবং বৈষ্ণব পর্ব্বদিনের আমোদ উৎসবে যোগদানে কেহই ভিন্নমত নহেন।

তিলকধারণের মন্ত্র।

(ঋকবেদ ও যজুর্ব্বেদমতে)

"ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ কণ্ঠে শ্রীপুরুষোত্তমং।
নাভৌ নারায়ণঞ্চৈব হৃদয়ে মাধবং তথা॥

গোবিন্দং দক্ষিণে পার্শ্বে তথা বামে ত্রিবিক্রমং।
ঊর্দ্ধে চ চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং কর্ণয়োর্ম্মধূসূদনং॥
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হৃষীকেশং পদ্মনাভঞ্চ পৃষ্ঠকে।
বাহুমূলে বাসুদেবং কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥"

সামবেদী মতে তিলক ধারণ।

ঋক ও যজুর্ব্বেদীয় মতের ন্যায় তিলক ধারণ করিবে। কেবল কর্ণে দুইটী তিলক না দিয়া দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে দুইটী তিলক দিতে হইবে।

বৈষ্ণবদিগের তিলকধারণ মন্ত্র।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে।
বক্ষস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকুপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণেপার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং স্কন্ধয়েতু বামনং বামপার্শ্বকে।
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষিকেশঞ্চ কন্দরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ।
তৎপ্রক্ষালন তোয়েনবাসুদেবঞ্চ মুর্দ্ধনি॥

স্নানান্তে মৃত্তিকা দ্বারা, পূজা অন্তে চন্দন দ্বারা হোম অন্তে ভস্ম দ্বারা তিলক ধারণ বিধি।

ফোঁটা বিধি।

(সামবেদমতে)

"মূর্দ্ধ্নি কণ্ঠে ললাটে চ একৈকং বাহুমূলয়োঃ।
হৃদি পৃষ্ঠে তথা নাভৌ পার্শ্বয়োশ্চ দ্বয়ং দ্বয়ং॥"

বৈষ্ণব ব্রত পর্ব্বদিন।

(মাস তিথি অনুসারে)

(১) বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি। শ্রীজাহ্নবী গোস্বামিনীর আবির্ভাব।

(২) বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথি। নৃসিংহ চতুর্দ্দশী। এই তিথিতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব হয়। কথিত আছে প্রহ্লাদ পূর্ব্বজন্মে অবন্তীপুরে বেদধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ বসুশর্ম্মার এক মূর্খ পুত্র ছিলেন। ইনি অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিলেন। বসু শর্ম্মার এই মূর্খ এবং বেশ্যাসক্ত পুত্র বেশ্যার সহিত কলহ করিয়া নৃসিংহ চতুর্দ্দশী তিথিতে সমস্ত দিন-রাত্রি উপবাসী ছিলেন। সেই জন্য বসুশর্ম্মার পুত্র পরজন্মে ভক্ত প্রহ্লাদরূপে জন্মলাভ করেন।

(৩) বৈশাখ অমাবস্যা তিথি। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

(৪) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল পঞ্চমী। শ্রীশ্যামানন্দ গোস্বামীর তিরোভাব।

(৫) জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথি। শ্রীগঙ্গা গোস্বামীনীর আবির্ভাব।

(৬) জ্যৈষ্ঠ শুক্ল দ্বাদশী। শ্রীগঙ্গাধর গোস্বামীর আবির্ভাব।

(৭) জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যা। শ্রীগঙ্গাধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

(৮) আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়া। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা।

(৯) আষাঢ় শুক্ল পঞ্চমী। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

(১০) আষাঢ় মাসের শুক্ল একাদশী। শ্রীহরেঃ শয়নৈকাদশী।

(১১) আষাঢ় পূর্ণিমা তিথি। সনাতন গোস্বামীর তিরোভাব।

(১২) আষাঢ় কৃষ্ণ প্রতিপদ্। শ্রীশ্যামাদাস আচার্য্যের তিরোভাব।

(১৩) আষাঢ় কৃষ্ণ অষ্টমী। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

(১৪) শ্রাবণ শুক্ল দ্বাদশী। শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

(১৫) শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা। এই একাদশীতে শ্রীহরির পার্শ্ব পরিবর্ত্তন।

(১৬) ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী। এই তিথিতে শ্রীরাধিকার জন্ম হয় বলিয়া এই তিথি রাধাষ্টমী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(১৭) ভাদ্র শুক্ল চতুর্দ্দশী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

(১৮) ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী। এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এই তিথি জন্মাষ্টমী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(১৯) আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব।

(২০) কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী। শ্রীহরিউত্থান একাদশী। পুষ্পরথ।

(২১) কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা।

(২২) কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি। শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

(২৩) কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্যের তিরোভাব। শ্রীশ্রীগদাধর দাসের তিরোভাব।

(২৪) কার্ত্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমী। শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

(২৫) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

(২৬) পৌষ শুক্ল তৃতীয়া। [illegible]স্বামীর আবির্ভাব।

(২৭) পৌষ শুক্ল [illegible] শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

(২৮) পৌষ কৃষ্ণ চতুর্থী। শ্রীবলরাম দাস গোস্বামীর তিরোভাব।

(২৯) পৌষ মাসের সংক্রান্তি। শ্রীজয়দেব গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীলোচনানন্দ ঠাকুরের আবির্ভাব।

(৩০) মাঘ শুক্ল পঞ্চমী। শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব।

(৩১) মাঘ শুক্ল সপ্তমী। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব।

(৩২) মাঘ শুক্ল ত্রয়োদশী। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব।

(৩৩) ফাল্গুন দোল পূর্ণিমা। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাব।

(৩৪) চৈত্র শুক্ল নবমী। শ্রীবল্লভী গোস্বামীর তিরোভাব।

(৩৫) চৈত্র পূর্ণিমা। শ্রীবংশীবদন গোস্বামীর আবির্ভাব।

(৩৬) চৈত্র কৃষ্ণ একাদশী। শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

সম্পূর্ণ।